

রোয়ার মাসায়েল



বচনায়

মুহাম্মদ ইকবাল কীলানী

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي لَزَّلَ فِيهِ الْفَرْqَنُ

অনুবাদ

মুহাম্মদ হারুন আজীজি নদতী

www.QuranerAlo.com

রোধার মাসায়েল

রচনায়

মুহাম্মদ ইকবাল কীলানী

অনুবাদ

মুহাম্মদ হারুন আজীজি নদভী

ح محمد اقبال كيلاني ، ١٤٣٢ هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية اثناء النشر
كيلاني ، محمد اقبال
كتاب الصيام : اللغة البنغالية / محمد اقبال كيلاني ، محمد .
هارون عزيزي - ط٤ - الرياض ، ١٤٢٣ هـ
٦٤ ص ، ٢٤ سم ، -. (تفهيم السنة ، ٩)
ردمك : ٧ - ٠١٩١ - ٠١ - ٦٠٣ - ٩٧٨
١- الصوم أ. عزيزي ، محمد هارون (مترجم) ب. العنوان
ج. السلسلة
دبوى ٢٥٢،٣
١٤٣٢/٥٠٥

رقم الایداع : ١٤٣٢/٥٠٥

ردمك : ٧ - ٠١٩١ - ٠١ - ٦٠٣ - ٩٧٨

حقوق الطبع محفوظة للمؤلف

تقسيم كنندة

مكتبة بيت السلام

صندوق للبريد: - 16737 الرياض: 11474 سعودي عرب

فون: 4381122
فاكس: 4385991
4381155

موبايل: 0542666646-0505440147

সূচীপত্র

أسماء الأبواب	অধ্যায়সমূহ	পৃষ্ঠা
بسم الله الرحمن الرحيم	বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম	5
عرض المترجم	অনুবাদকের আরয	8
اصطلاحات الحديث مختصرًا	হাদীস শাস্ত্রের পরিভাষাসমূহ	9
فرضية الصيام	রোয়া ফরজ হওয়ার বর্ণনা	11
فضل الصوم	রোয়ার ফজিলত	12
أهمية الصوم	রোয়ার গুরুত্ব	15
الصيام في ضوء القرآن	কোরআনের দৃষ্টিতে রোয়া	17
رؤبة الهلال	চাঁদ দেখার মাসায়েল	18
النية	নিয়তের মাসায়েল	20
السحور والافطار	সাহরী ও ইফতারের মাসায়েল	21
صلاة التراويح	তারাবীর নামাজের মাসায়েল	23
رخصة الصوم	রোয়া না রাখার অনুমতি	28
صوم القضاء	কাজা রোয়ার মাসায়েল	30
الحالات التي لا يكره فيها الصوم	যে কারণে রোয়া মাকরহ হয় না	32
الأشياء التي لا يجوز فعلها من الصائم	রোয়াবস্থায় নাজায়েয কার্যসমূহ	35
الأشياء التي تفسد الصوم	রোয়া ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ	37
صوم النطع	নফল রোয়া	39
الصوم المنوع والمكرره	নিষিদ্ধ এবং মাকরহ রোয়া	42
الاعتكاف	এ'তেকাফের মাসায়েল	46
فضل ليلة القدر	লায়লাতুল কদরের ফজিলত	48
صدق الفطر	ছদকায়ে ফিতর	50
صلوة العيد	ঈদের নামাজ	52
الأحاديث الضعيفة والموضعية في الصوم	কতিপয় দুর্বল ও জাল হাদীস	58
عدة أحاديث ضعيفة أخرى	কতিপয় আরো দুর্বল হাদীস	60



قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

من أطاعنى دخل الجنة

رواہ البخاری

রাসূল করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেছেন

“যে ব্যক্তি আমাকে অনুসরণ করবে
সে জানাতে প্রবেশ করবে ।”

সহীহ আল-বুখারী

লেখকের কথা

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، والصلوة والسلام على سيد المرسلين والعاقة للمتقين

রোয়ার মাস কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার মাস, আল্লাহ তা'হালার বিশেষ রহমত ও বরকতসমূহের মাস, ধৈর্যের মাস, রিজিক বৃদ্ধির মাস, সহানুভূতি ও সহনশীলতার মাস, জান্নাতে প্রবেশ করা এবং জাহানাম থেকে মুক্তি অর্জনের মাস। রম্যান মাস সারা বিশ্বের মুসলমানদের জন্য সুষ্ঠ চিন্তাধারা, জিকির, তাসবীহ-তাহলীল, তেলাওয়াত, নফল ইবাদত সমূহ, ছদকা-খয়রাত ইত্যাদি ইবাদত আদায়ের আন্তর্জাতিক মওসুম। যাতে প্রত্যেক মুসলমান নিজ নিজ ইমান ও তাকওয়া মতে উপকৃত হয়ে হৃদয়ের প্রশান্তি ও চোখের শীতলতা অর্জন করে থাকে।

ইবাদতের এই আন্তর্জাতিক বসন্তকালের সঠিক দৃশ্য যদি কেউ দেখতে চায় তাহলে এই পরিত্র মাসের বরকতপূর্ণ রাত দিনে বায়তুল্লাহ শরীফে গিয়ে দেখতে পারে। যেখানে দিনে জিকিরের মাহফিল, তেলাওয়াতে কোরআনের মজলিস, মাসায়েল ও ইসলামী বিধি-বিধান বর্ণনার হালকা, তাওয়াফকারীদের আশেকী ভড় এবং রাত্রে কিয়ামুল্লায়লের হৃদয়স্পর্শ ও ইমান বৃদ্ধিকর দৃশ্য পাপীর চেয়ে পাপীর হৃদয়েও ইবাদতের আগ্রহ সৃষ্টি করে। রম্যানুল মোবারকের শেষ দশ তারিখে আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের হেরম শরীফে উপস্থিতিতে সৌন্দর্য আরো বেড়ে যায়।

একটু ভেবে দেখুন 'মাতাফ' (অর্থাৎ আল্লাহর ঘরের চতুর্পার্শে তাওয়াফ করার জায়গা) এর কিছু অংশ বাদ দিয়ে বাকী সম্পূর্ণ মাতাফ, মসজিদুল হারামের দৈর্ঘ প্রস্তুর বিশাল দেউড়ী, প্রথম তালা এবং তার উপরের ছাদ ইত্যাদি সব জায়গা লোকে ভরে গেছে কোথাও তিল পরিমাপ জায়গাও খালী নেই। অর্ধ রাতের নিরব নিষ্ঠক মুহূর্ত, চোখের সামনে কালো রেশমী গেলাফে ঢাকা আল্লাহর ঘর, উপরে খোলা আসমান এবং আকাশের অস্তিম প্রশংসন্তা, প্রথম আসমানে আল্লাহপাকের উপস্থিত হওয়ার ভাবনা, আল্লাহর নূর এবং তাজাল্লীর এই হৃদয়স্পর্শ পরিবেশে যখন ইমামে হেরম তেলাওয়াত করেন মনে হয় যেন এক্ষণি কোরআন অবতীর্ণ হইতেছে। ইমামে কাবার হৃদয় নিংড়ানো কঠ শুনলে মনে হয় যেন আকাশ চিরে সোজা আল্লাহর আরশ পর্যন্ত পৌছে যাচ্ছে।

"رَبُّنَا وَلَا تَحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَا وَاغْفِرْنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مُوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكُفَّارِينَ."
"হে আমাদের প্রভু! আমাদের দ্বারা ঐ বোৰা বহন কৱিওনা, যা বহন কৱার শক্তি আমাদের নেই। আমাদের পাপমোচন কর। আমাদেরকে ক্ষমা কর এবং আমাদের প্রতি দয়া কর, তুমিই আমাদের মাওলা। সুতরাং কাফের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য কর।"

"رَبُّنَا مَا وَعَدْنَا عَلَى رَسْلِكَ وَلَا تَخْزِنْنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تَخْلُفُ الْمِيعَادَ."
"হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে দাও, যা তুমি ওয়াদা করেছ তোমার রাসূলগণের মাধ্যমে এবং কিয়ামতের দিন আমাদিগকে তুমি অপমাণিত করোনা। নিশ্চয় তুমি ওয়াদা খেলাফ কর না।"

"اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشِيتِكَ مَا تَحْوِلْ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ."
"হে আল্লাহ! আমাদেরকে তোমার এতকুক ভয় দাও, যার দ্বারা তুমি আমাদের মধ্যে ও আমাদের শুনাহের মধ্যে প্রতিবন্ধক হয়ে যাও।"

খতমে কোরআনের সময় বিশেষ দোয়ার জন্য যখন হেরম শরীফের ইমাম আল্লাহর দরবারে হাত তুলেন তখন সম্পূর্ণ হেরম মানুষের কানাকাটি ও আহাজারী এবং অশ্রজলে ভরে যায়। ইমামে হেরমের অনুয় বিনয়পূর্ণ, অশ্রজলে ভেজা কঠে খেমে থেমে বলতে শুনা যায়-

اللهم ربنا لا تردننا خائبين.

“হে আল্লাহ! আমাদের রব! আমাদেরকে খালী হাতে ফিরাইউনা।”

অতঃপর সেই আস্থাভোলা পরিবেশে নিজের জন্য, নিজের পরিবার-পরিজনের জন্য, সারা বিশ্বের মুসলমানদের জন্য, মুজাহেদীনে ইসলামের জন্য, মুসলিম বিশ্বের শাসকবর্গের জন্য, যুবকদের জন্য, ইসলামের সারবুলন্দির জন্য, জীবিত-মৃত সকল মুসলমানদের মাগফিরাতের জন্য অনেক অনেক দোষা করা হয়। মন চায় যেন এই অমৃত্য ঘটিকা এবং বরকতপূর্ণ মুহূর্তগুলো দিতীয় বার আসবে? দিল সাক্ষ্য প্রদান করে যে, অনন্ত দয়ালু ও অসীম যেহেরবান আল্লাহ নিজের দুর্বল, মুখাপেঞ্চী ও গরীব বাসাদেরকে দেখতেছেন অতি মহাবৃত্ত ও মায়া-দয়ার দৃষ্টিতে, সৃষ্টিকর্তা এবং সৃষ্টির মধ্যে নেই কোন পর্দা, খালেক কখনো তার মাখলুকের হাত খালী ফেরত দিবে না। ইবাদত-সাধনার এই আগ্রহ ও অনুরাগ এবং ঈমান-একীনের এই ভঙ্গিমূহ ইবাদতের এই বসন্তকালের সাথে সম্পৃক্ত।

ইবাদতের এসকল গুরুত্বের আসল উদ্দেশ্য কি? তা আল্লাহ তায়ালা কোরআন মজীদে স্পষ্টভাবে বলেছেন, “হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর রোয়া ফরজ করা হয়েছে, যেরূপ ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের উপর, যেন তোমরা পরহেয়গারী অর্জন করতে পার” (আল বাকারা ১৮:৩)। রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোয়ার উদ্দেশ্য বর্ণনা করে বলেছেন—“রোয়া গুনাহসমূহ থেকে বাঁচার জন্য ঢালস্বরূপ। রোয়াদার কোন অশ্রীল কথাবার্তা বলবেনো, কোন অনৰ্থক কাজ করবে না। যদি কেউ তাকে গালী দেয় অথবা তার সাথে বাগড়া-বিবাদ করে তখন সে বলবে আমি রোয়াদার।” (বুখারী শরাফ)

নিঃসন্দেহে পুণ্য অর্জন বড় ছাওয়াবের কাজ, কিন্তু তার সাথে সাথে পাপ থেকে বাঁচা আরো বেশী গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়। কারণ মুসলিম শরীফের একটি হাদীসে আছে—রাসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাহাবায়ে কেরাম (রজিঃ)-এর কাছে জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা তোমরা জান কি মুফলিস তথা মিসকীন কাকে বলা হয়? ছাহাবায়ে কেরাম (রজিঃ) আরজ করলেন, ‘যার হাতে দিনার-দেরহাম তথা টাকা-পয়সা নেই সেই মুফলিস।’ হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “আমার উদ্দেশ্যের মধ্যে মুফলিস সেই ব্যক্তি যে রোজ হাশরে নামাজ, রোয়া ও যাকাত ইত্যাদি আমলসমূহ নিয়ে আসবে, কিন্তু কাউকে গালী দিয়েছে, কারো উপর মিথ্যা অপবাদ লাগিয়েছে, কারো সম্পদ খেয়েছে, কাউকে হত্যা করেছে অথবা কাউকে মেরেছে ইত্যাদি। সুতরাং তার সকল নেকী মজলুমদের মধ্যে বস্তন করে দেয়া হবে। যদি নেকী শেষ হয়ে যায় তাহলে মজলুমদের গুনাহ তার আমলনামায় দিয়ে দেওয়া হবে। শেষ পর্যন্ত তাকে জাহান্নামে নিষ্কেপ করা হবে।”

এ হাদীস দ্বারা একথার আল্লাজ করা দৃঢ় হয় না যে, বনী তথা পাপ ছোট হোক বা বড় হোক তা থেকে বাঁচা কত জরুরী। রময়ানুল মোবারকের মাস এই দৃষ্টিকোণেও অনেক ফজিলত বহনকারী যে, এর উদ্দেশ্যই হচ্ছে গুনাহসমূহ থেকে বাঁচার প্রশিক্ষণ দেয়া। এই উদ্দেশ্য অর্জনার্থে শয়তানগণকে শৃংখলিত করা হয় যেন, যে ব্যক্তি গুনাহ থেকে বাঁচতে চায় তার জন্য কোন বাধা সৃষ্টি না হয়। এটা বাস্তব সত্য যে, রহমত ও বরকতের এই পবিত্র মাসে স্বল্প চেষ্টা এবং ইচ্ছাও প্রত্যেক মানুষের প্রকৃতিকে নেকীর প্রতি আগ্রহী এবং গুনাহ থেকে বাঁচার জন্য উদ্বৃক্ষ করে তুলে। অতএব যে ব্যক্তি সারা মাস দিনের বেলায় খানা-পিনা ছাড়ার সাথে সাথে রাত্রে নামাজ পড়ে আল্লাহর ইবাদতের অনুভূতিকে পাকাপোক্ত করেছে, শরীরের অদমনীয় প্রবন্ধিকে দমন করে আধ্যাত্মিক শক্তিগুলোকে সতেজ করেছে, গুনাহ এবং পাপ থেকে তাওবা করে নেকী ও পুণ্যের রাস্তায় চলার দৃঢ় পথ করেছে সে ব্যক্তি রোয়ার উদ্দেশ্য অর্জনের সৌভাগ্য লাভ করেছে এবং পবিত্র মাসের বরকতসমূহ থেকে নিজের অংশ অর্জনে ধন্য হয়েছে।

‘কিতাবুস সিয়াম’ এ আমি রোয়ার সেই সকল মাসায়েল বর্ণনা করেছি, যা সহীহ শুন্দ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। অথবা সংক্ষরণে কিছু দুর্বল হাদীস রয়ে গিয়েছিল, যে সম্পর্কে আমার কিছু বন্ধুরা আমাকে সতর্ক করেছিল। বর্তমান সংক্ষরণে তা বাদ দেয়া হয়েছে। এখন আল্হামদুলিল্লাহ সকল হাদীস সহীহ বা হাসান স্তরের। মাসায়েল হিসেবে প্রথম সংক্ষরণ অসম্পূর্ণ ছিল, বর্তমান সংক্ষরণে প্রয়োজনীয় মাসায়েল যোগ করা হয়েছে। জ্ঞানপ্রেমী ভাইদের পক্ষ থেকে ছোট বড় যে কোন ভুলের সংশোধনীবাণী আমরা সাদরে প্রহর করব এবং তাদের কাছে কৃতজ্ঞ থাকব।

কিভাবের শেষে রোয়ার ব্যাপারে কতিপয় দুর্বল ও জাল হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে। এসকল হাদীস, তারগীব তথা ভাল কাজের প্রতি উৎসাহ প্রদান এবং তারহীব তথা গুনাহের কাজে ভীতি প্রদর্শনের ব্যাপারে হলেও বাস্তব কথা হল যে কাজের ফজীলত বা তারগীব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত হবেনা, এরূপভাবে যে কাজের ভীতি প্রদর্শন বা তারহীব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত হবেনা তা কোনদিন দ্বিনের অংশ হতে পারেনা। প্রত্যেক কাজের তারগীব এবং তারহীব সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা):-এর এরশাদাত রয়েছে। সুতরাং এর উপর অন্য কিছু সংযোজন করা আল্লাহতায়ালার হৃরুম ‘আল্লাহ ও রাসূলের সামনে অগ্রণী হয়েনা’ এর বিরোধিতা বৈ কিছু নয়। তাই যে হাদীস দুর্বল বা জাল হওয়া প্রমাণিত হয় তা কখনো বর্ণনা করা উচিত নয়।

আমার এসকল চেষ্টার উদ্দেশ্য হল যেন, জনসাধারণের মধ্যে সরাসরি হাদীস শরীফ পড়া এবং জানার আগ্রহ সৃষ্টি হয়। শুধু মুখে শুনা কথার উপর ভিত্তি না করে হাদীসে রাসূলকেই যেন নিজের আমলের ভিত্তি হিসেবে প্রহর করতে পারে। সকল মুসলমানের কাছে ধর্ম শুধু তাই, যা আল্লাহ ও রাসূল বলেছেন, অথবা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করে দেখিয়েছেন অথবা অনুমতি প্রদান করেছেন।

এই মৌলিক ভিত্তিকে সামনে রেখে আমি দ্বিনি মাসায়েলকে সহীহ শুন্দ হাদীসের উদ্ভৃতি সহকারে সুন্দর, সুরল ও সাধারণ বোধগম্য ভাষায় প্রকাশ করার ফায়সালা করেছি। ‘কিতাবুস সিয়াম’ এর প্রথম প্রয়াস, যা ১৪০৫ হিজরী সালে (উর্দু ভাষায়) প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। বর্তমানে ১৪০৮ হিজরী সালে এর দ্বিতীয় সংক্ষরণ বেরকচ্ছে।

আমি আমার হাকীকি মালিকের সামনে মাথা নত যে, তিনি আমার স্বল্প জ্ঞানতা এবং সব রকমের দুর্বলতার পরেও ‘কিতাবুস সিয়ামের’ দ্বিতীয় সংক্ষরণ বের করার তোফিক দান করেছেন। তাঁর ফজল ও ইহসান না হলে কিছুই করা সম্ভব হত না।

শুক্র থেকে শেষ পর্যন্ত যারা আমাকে একাজে সহযোগিতা করেছেন, আমি তাদের শুকরিয়া আদায় করি। আল্লাহর কাছে দোয়া করি যেন আল্লাহপাক এই পুস্তককে প্রকাশনার সাথে সম্পূর্ণ সবার এবং সকল পাঠক-পাঠিকার নাজাতের উসীলা বানান। আমীন।

رَبِّنَا تَقْبِلُ مَنَا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.

২১ জিলহজ্জ, ১৪০৭ হিজরী
১৫ই জুলাই, ১৯৮৭ ইং

মুহাম্মাদ ইকবাল কীলানী
রিয়াদ, সৌদি আরব

ଅନୁବାଦକେର ଆରଯ

ସକଳ ପ୍ରଶଂସା ଏକମାତ୍ର ଆଲ୍ଲାହର ଜନ୍ୟ । ଯିନି ସାରା ଜାହାନେର ଏକ ପ୍ରତିପାଳକ ଏବଂ ଅସଂଖ୍ୟ ଦରଦ ଓ ସାଲାମ ବିଶ୍ଵନବୀ ଓ ସର୍ବଶେଷ ନବୀ ହୃଦରତ ମୁହାମ୍ମଦ ମୋସ୍ତଫା (ସାନ୍ନାଲ୍ଲାହ୍ ଆଲାଇହି ଓୟାସାନ୍ନାମ) ଓ ତା'ର ବଂଶଧର ଏବଂ ସାହାବାଗଣେର ପ୍ରତି ।

‘ସିୟାମ’ ବା ରୋଯା ଇସଲାମେର ଚତୁର୍ଥ ରଙ୍କନ । ମୁସଲିମେର ଜୀବନେ ଏଇ ଶୁରୁତ୍ତ ଅପରିସୀମ । ରୋଯା ମାନୁଷକେ ଜାହାନାମ ଥେକେ ବାଁଚାନୋର ଜନ୍ୟ ଢାଳସ୍ବରୂପ । ରୋଜହାଶରେ ଆଲ୍ଲାହପାକ ନିଜେଇ ଏଇ ପ୍ରତିଦାନ ଦିବେନ । ସକଳ ମୁସଲମାନକେ ପ୍ରିୟ ନବୀର ତରୀକା ଅନୁଯାୟୀ ସିୟାମ ପାଲନ କରା ଫରାଜ ।

ଶୌଦି ଆରବେ ଅବସ୍ଥାନରତ ବିଶିଷ୍ଟ ଆଲୋମ ଜନାବ ମୁହାମ୍ମଦ ଇକବାଲ କୀଲାନୀ ସାହେବ ସହିଞ୍ଚନ ହାଦୀସ ସମୂହର ଆଲୋକେ ବୋଧାର ବିଧି-ବିଧାନ ସମ୍ପର୍କେ ‘କିତାବୁସ ସିୟାମ’ ନାମେ ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଭାଷାଯ ଏକଟି ପ୍ରାମାଣ୍ୟ ପୁଣିତିକା ରଚନା କରେଛେ । ସତ୍ୟକାର ଅର୍ଥେ ଯାରା ରାସ୍‌ଲୁ (ସାଃ)-ଏର ସୁନ୍ନାତ ମୋତାବେକ ସିୟାମ ପାଲନ କରତେ ଚାନ, ତା'ଦେର ଜନ୍ୟ ପୁଣ୍ଠକଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହାୟକ ହବେ ଧାରଣା କରେ ବାଂଲା ଭାଷାଯ ତା'ର ଅନୁବାଦ କରା ହଲୋ ।

ବାହରାଇନେ ଅବସ୍ଥାନରତ ବନ୍ଧୁବର ଜନାବ ଇଞ୍ଜିନିୟାର ମୁହାମ୍ମଦ ଶାହଜାହାନ ସାହେବ ପୁଣ୍ଠକଟି ଅନୁବାଦେର ପ୍ରେରଣା ଏବଂ ଅନୁବାଦ ଓ ତାହକୀକେର କ୍ଷେତ୍ରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସହ୍ୟୋଗିତା କରେଛେ । ଆଲ୍ଲାହପାକ ତା'କେ ଉତ୍ତମ ବଦଳା ଦିନ ।

ଆଲ୍ଲାହ ତାଯାଲାର କାହେ ଦୋଯା କରି ଯେନ, ତିନି ପୁଣ୍ଠକଟି ଓ ଏଇ ଅନୁବାଦକେ ଆଗନ ଅନୁଗ୍ରହେ ଖାଲେଛ ନିଜେର ଜନ୍ୟ କବୁଲ କରତଃ ଲେଖକ, ଅନୁବାଦକ, ପାଠକ, ମୁଦ୍ରଣ ଓ ପ୍ରକାଶନାର ସଙ୍ଗେ ସଂଶୋଷିତ ବ୍ୟକ୍ତିବର୍ଗ ଏବଂ ଏତେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ବିଧି-ବିଧାନ ଅନୁଯାୟୀ ସିୟାମ ପାଲନକାରୀ ସକଳେର ଜନ୍ୟ ପରକାଳେ ନାଜାତେର ଉସିଲା କରେନ । ଆମୀନ ।

ବିନୀତ

ବାହରାଇନ

୧୪/୧୦/୧୪୧୯ ହିଜରୀ

୩୧/୧/୧୯୯୯୯୯୯୯୯୯୯

କୋରାଅନ ଓ ସୁନ୍ନାହେର ଖାଦେମ

ମୁହାମ୍ମଦ ହାରମ୍ ଆଜିଜି ନଦଭୀ

হাদীসের পরিভাষাগুলোর সংক্ষিপ্ত পরিচয়

হাদীস : মুহাম্মদসংগঠনের পরিভাষায় হাদীস বলতে বুখায় হজুরপাক (সাঃ)-এর যাবতীয় কথা, কাজ, অনুমোদন, সমর্থন ও তাঁর অবস্থার বিবরণ ।

মারফুঃ কোন সাহাবী রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নাম নিয়ে হাদীস বর্ণনা করলে তাকে হাদীসে ‘মারফু’ বলে ।

মাওকুফ : কোন সাহাবী রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নাম নেওয়া ব্যতীত হাদীস বর্ণনা করলে কিংবা ব্যক্তিগত অভিযন্ত প্রকাশ করলে তাকে হাদীসে ‘মাওকুফ’ বলে ।

আহাদ : যে হাদীসের বর্ণনাকারীদের সংখ্যা ‘মুতাওয়াতির’ হাদীসের বর্ণনাকারী অপেক্ষা কম হয় তাকে ‘আহাদ’ বলে । আহাদ তিন প্রকার । যথা-মাশহুর, আজীজ, গরীব ।

মাশহুর : যে হাদীসের বর্ণনাকারী সর্বস্তরে দু’য়ের অধিক হয় ।

আজীজ : যে হাদীসের বর্ণনাকারী কোনস্তরে দু’য়ে দাঁড়িয়েছে ।

গরীব : যে হাদীসের বর্ণনাকারী কোনস্তরে একে দাঁড়ায় ।

মুতাওয়াতির : যে হাদীসের বর্ণনাকারী সকল শ্রেণে এত বেশী যে, তাঁদের সকলের পক্ষে মিথ্যা হাদীস রচনা অসম্ভব মনে হয় এরূপ হাদীসকে হাদীসে ‘মুতাওয়াতির’ বলে ।

মাকবুল : যে হাদীসের বর্ণনাকারীদের সততা এবং তাকওয়া, আদালত সর্বজন স্বীকৃতি হয় তাকে ‘মাকবুল’ বলে । হাদীসে মাকবুল দুই প্রকার । যথা-সহীহ, হাসান ।

সহীহ : যে হাদীস ধারাবাহিকভাবে সঠিক সংরক্ষণ দ্বারা নির্ভরযোগ্য সনদে (সূত্র) বর্ণিত আছে এবং এতে বিরল ও ত্রুটিযুক্ত বর্ণনাকারী থাকে না তাকে ‘সহীহ’ বলে ।

হাসান : হাদীসে সহীহের উল্লেখিত গুণাবলী বর্তমান থাকার পর যদি বর্ণনাকারীর শ্রবণশক্তি কিছুটা দূর্বল প্রমানিত হয় তাহলে সেই হাদীসকে ‘হাসান’ বলে ।

হাদীসে সহীহের শুরসমূহ : সহীহ হাদীসের সাতটি শুর আছে ।

প্রথমঃ যে হাদীসকে বুখারী এবং মুসলিম উভয় বর্ণনা করেছেন ।

দ্বিতীয়ঃ যে হাদীস শুধু ইমাম বুখারী বর্ণনা করেছেন ।

তৃতীয়ঃ যে হাদীস শুধু ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন ।

চতুর্থঃ যে হাদীস বুখারী মুসলিমের শর্ত সাপেক্ষে অন্য কোন মুহাম্মদসংগঠন বর্ণনা করেছেন ।

পঞ্চমঃ যে হাদীস শুধু বুখারীর শর্ত সাপেক্ষে অন্য কোন মুহাম্মদসংগঠন বর্ণনা করেছেন ।

ষষ্ঠঃ যে হাদীস শুধু মুসলিমের শর্ত মতে অন্য কোন মুহাম্মদসংগঠন বর্ণনা করেছেন ।

সপ্তমঃ যে হাদীসকে বুখারী-মুসলিম ব্যতীত অন্য কোন মুহাম্মদসংগঠন সহীহ মনে করেছেন ।

গায়রে মাকবুল তথা জয়ীকঃ যে হাদীসে সহীহ ও হাসান হাদীসের শর্তসমূহ পাওয়া যায় না তাকে হাদীসে ‘জয়ীক’ বলে ।

ମୁଆଳ୍ଲାକ : ଯେ ହାନୀସେର ଏକ ରାବୀ ବା ତତୋଧିକ ରାବୀ ସନଦେର ଶୁରୁ ଥେକେ ବାଦ ପଡ଼େ ଯାଯ ତାକେ 'ମୁଆଳ୍ଲାକ' ବଲେ ।

ମୁନକତି : ଯେ ହାନୀସେର ଏକ ରାବୀ ବା ଏକାଧିକ ରାବୀ ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ର ଥେକେ ବାଦ ପଡ଼େଛେ ତାକେ 'ମୁନକତି' ବଲେ ।

ମୁରସାଲ : ଯେ ହାନୀସେର ରାବୀ ସନଦେର ଶେଷ ଭାଗ ଥେକେ ବାଦ ପଡ଼େଛେ ଅର୍ଥାଂ ତାବେଯୀର ପରେ ସାହାବୀର ନାମ ନେଇ ତାକେ 'ମୁରସାଲ' ବଲେ ।

ମୁ'ଦାଲ : ଯେ ହାନୀସେର ଦୁଇ ଅଥବା ଦୁ'ଯେର ଅଧିକ ରାବୀ ସନଦେର ମାଝଥାନ ଥେକେ ବାଦ ପଡ଼େ ଯାଯ ତାକେ 'ମୁ'ଦାଲ' ବଲେ ।

ମାଓଜୁ : ଯେ ହାନୀସେର ରାବୀ ଜୀବନେ କଥମୋ ରାସ୍ତୁଲାହ (ସାଃ) ଏର ନାମେ ମିଥ୍ୟା କଥା ରଚନା କରେଛେ ବଲେ ପ୍ରମାଣିତ ହେଁବେ ତାକେ 'ମାଓଜୁ' ବଲେ ।

ମାତରକ : ଯେ ହାନୀସେର ରାବୀ ହାନୀସେର ଫେତ୍ରେ ନୟ ବରଂ ସାଧାରଣ କାଜକର୍ମେ ମିଥ୍ୟାର ଆଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣ କରେ ବଲେ ଖ୍ୟାତ ତାକେ 'ମାତରକ' ବଲେ ।

ମୁନକାର : ଯେ ହାନୀସେର ରାବୀ ଫାସେକ, ବେଦାତପଞ୍ଚୀ ଇତ୍ୟାଦି ହ୍ୟ, ତାକେ 'ମୁନକାର' ବଲେ ।

ହାନୀସ ଗ୍ରହେ ଶ୍ରେଣୀବିଭାଗ

ଆସ୍‌ସିଙ୍ଗା : ବୁଖାରୀ, ମୁସଲିମ, ତିରମିଜି, ଆବୁଦ୍ବାଉଦ, ନାସାଈ ଓ ଇବନେ ମାଜା-ଏଇ ଛୟଟି ଗ୍ରହେ ଏକତ୍ରେ 'କୁତୁବେସିଙ୍ଗା' ବଲେ ।

ଜାମି : ଯେ ହାନୀସ ଗ୍ରହେ ଇସଲାମ ସମ୍ପର୍କୀୟ ସକଳ ବିଷୟ ଯଥାଃ ଆକିଦା-ବିଶ୍ୱାସ, ଆହକାମ, ତାଫସୀର, ବେହେଶତ, ଦୋସଥ ଇତ୍ୟାଦିର ବର୍ଣନା ଥାକେ ତାକେ 'ଜାମି' ବଲା ହ୍ୟ, ଯେମନଃ ଜମି ତିରମିଜି ।

ସୁନାନ : ଯେ ହାନୀସ ଗ୍ରହେ ଶୁଦ୍ଧ ଶ୍ରୀଯତେର ଭୁକୁମ ଆହକାମ ସମ୍ପର୍କୀୟ ହାନୀସ ବର୍ଣନା କରା ହ୍ୟ ତାକେ 'ସୁନାନ' ବଲା ହ୍ୟ ଯେମନଃ ସୁନାନେ ଆବୁଦ୍ବାଉଦ ।

ମୁସନାଦ : ଯେ ହାନୀସେର ଗ୍ରହେ ସାହାବୀଦେର ଥେକେ ବର୍ଣିତ ହାନୀସମ୍ବୂହ ତାଁଦେର ନାମେର ଆଦ୍ୟାକ୍ଷର ଅନୁଯାୟୀ ପରପର ସଂକଳିତ ହ୍ୟ ତାକେ 'ମୁସନାଦ' ବଲା ହ୍ୟ । ଯେମନଃ ମୁସନାଦେ ଇମାମ ଆହମଦ ।

ମୁସତାଖରାଜ : ଯେ ହାନୀସ ଗ୍ରହେ କୋନ ଏକ କିତାବେର ହାନୀସମ୍ବୂହ ଅନ୍ୟସୂତ୍ରେ ବର୍ଣନା କରା ହ୍ୟ ତାକେ 'ମୁସତାଖରାଜ' ବଲା ହ୍ୟ । ଯେମନଃ ମୁସତାଖରାଜୁଲ ଇସମାଇସ୍ଲି ଆଲାଲ ବୁଖାରୀ ।

ମୁସତାଦରାକ : ଯେ ହାନୀସଗ୍ରହେ କୋନ ମୁହାନ୍ଦିସେର ଅନୁସୂତ ଶର୍ତ୍ତ ମୋତାବେକ ସେ ସବ ହାନୀସ ଏକତ୍ରିତ କରା ହେଁବେ ଯା ସଂପିଣ୍ଡ ଗ୍ରହେ ବାଦ ପଡ଼େ ଗେଛେ, ତାକେ 'ମୁସତାଦରାକ' ବଲା ହ୍ୟ । ଯେମନଃ ମୁସତାଦରାକେ ହାକେମ

ଆରବାୟୀନ : ଯେ ହାନୀସ ଗ୍ରହେ ଚାଲିଶ୍ଚାଟି ହାନୀସ ଏକତ୍ରିତ କରା ହେଁବେ । ଯେମନଃ ଆରବାୟୀନେ ନବବୀ ।

فرضية الصيام

ରୈଜିଆ ଫରଜ ହୃଦୟାର ବର୍ଣନା

ମାସଆଳୀ-୧ : ରୋଯା ଇସଲାମେର ମୌଲିକ ଫରଜଙ୍ଗଲୋର ଏକଟି ।

ଅବିନ ଉତ୍ତର ରୁଦ୍ଧ ପାଇଁ କଥା କହିଲା : କାହାର ମାତ୍ର ହୃଦୟରେ କଥା କହିଲା :
ଶ୍ରୀମଦ୍ ବିରାମ ମାତ୍ର ହୃଦୟରେ କଥା କହିଲା :
ଶ୍ରୀମଦ୍ ବିରାମ ମାତ୍ର ହୃଦୟରେ କଥା କହିଲା :

(୧) ଏହି ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଖିବାରେ ଆଜ୍ଞାହ ହାତ୍ତା ଆର କୋନ ମାବୁଦ୍ ନେଇ ଏବଂ ମୁହାମ୍ମଦ (ସାଃ) ଆଜ୍ଞାହର
ରାସ୍‌ତ୍ର, (୨) ନାମାଜ କାଯେମ କରା, (୩) ଯାକାତ ଦେଇବା, (୪) ହଜ୍ର କରା ଏବଂ (୫) ରମ୍ୟାନେର ରୋଯା
ରାତ୍ରି । -ବୁଖାରୀ, ମୁସଲିମ ।

ଅବିନ ଉତ୍ତର ରୁଦ୍ଧ ପାଇଁ କଥା କହିଲା : କାହାର ମାତ୍ର ହୃଦୟରେ କଥା କହିଲା :
ଶ୍ରୀମଦ୍ ବିରାମ ମାତ୍ର ହୃଦୟରେ କଥା କହିଲା :

(୨) ଏହି ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଖିବାରେ ଆଜ୍ଞାହ ହାତ୍ତା ଆର କୋନ ମାବୁଦ୍ ନେଇ ଏବଂ ମୁହାମ୍ମଦ (ସାଃ) ଆଜ୍ଞାହର
ରାସ୍‌ତ୍ର, (୨) ନାମାଜ କାଯେମ କରା, (୩) ଯାକାତ ଦେଇବା, (୪) ହଜ୍ର କରା ଏବଂ (୫) ରମ୍ୟାନେର ରୋଯା
ରାତ୍ରି । -ବୁଖାରୀ, ମୁସଲିମ ।

ଅବିନ ଉତ୍ତର ରୁଦ୍ଧ ପାଇଁ କଥା କହିଲା : କାହାର ମାତ୍ର ହୃଦୟରେ କଥା କହିଲା :
ଶ୍ରୀମଦ୍ ବିରାମ ମାତ୍ର ହୃଦୟରେ କଥା କହିଲା :

(୩) ଏହି ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଖିବାରେ ଆଜ୍ଞାହ ହାତ୍ତା ଆର କୋନ ମାବୁଦ୍ ନେଇ ଏବଂ ମୁହାମ୍ମଦ (ସାଃ) ଆଜ୍ଞାହର
ରାସ୍‌ତ୍ର, (୨) ନାମାଜ କାଯେମ କରା, (୩) ଯାକାତ ଦେଇବା, (୪) ହଜ୍ର କରା ଏବଂ (୫) ରମ୍ୟାନେର ରୋଯା
ରାତ୍ରି । -ବୁଖାରୀ, ମୁସଲିମ ।

ଅବିନ ଉତ୍ତର ରୁଦ୍ଧ ପାଇଁ କଥା କହିଲା : କାହାର ମାତ୍ର ହୃଦୟରେ କଥା କହିଲା :

(୪) ଏହି ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଖିବାରେ ଆଜ୍ଞାହ ହାତ୍ତା ଆର କୋନ ମାବୁଦ୍ ନେଇ ଏବଂ ମୁହାମ୍ମଦ (ସାଃ) ଆଜ୍ଞାହର
ରାସ୍‌ତ୍ର, (୨) ନାମାଜ କାଯେମ କରା, (୩) ଯାକାତ ଦେଇବା, (୪) ହଜ୍ର କରା ଏବଂ (୫) ରମ୍ୟାନେର ରୋଯା
ରାତ୍ରି । -ବୁଖାରୀ, ମୁସଲିମ ।

ଅବିନ ଉତ୍ତର ରୁଦ୍ଧ ପାଇଁ କଥା କହିଲା : କାହାର ମାତ୍ର ହୃଦୟରେ କଥା କହିଲା :

(୫) ଏହି ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଖିବାରେ ଆଜ୍ଞାହ ହାତ୍ତା ଆର କୋନ ମାବୁଦ୍ ନେଇ ଏବଂ ମୁହାମ୍ମଦ (ସାଃ) ଆଜ୍ଞାହର
ରାସ୍‌ତ୍ର, (୨) ନାମାଜ କାଯେମ କରା, (୩) ଯାକାତ ଦେଇବା, (୪) ହଜ୍ର କରା ଏବଂ (୫) ରମ୍ୟାନେର ରୋଯା
ରାତ୍ରି । -ବୁଖାରୀ, ମୁସଲିମ ।

୧. ସହୀହ ଆଲ ବୁଖାରୀ (ଆରବୀ-ବାଂଲା) : ୧/୩୪, ହାଦୀସ ନଂ-୭ ।

୨. ସହୀହ ଆଲ ବୁଖାରୀ : ୨/୨, ହାଦୀସ ନଂ-୩୦୭ ।

فضل الصوم ବୋଯାର ଫଜିଲତ

ମାସଆଳା-୨ : ରମ୍ୟାନୁଳ ମୋବାରକ ଆରଣ୍ଡ ହୋଯାର ସାଥେ ସାଥେ ବେହେଶତେର ଦ୍ୱାର ଖୁଲେ ଦେଯା ହୟ ଏବଂ ଜାହାନାମେର ଦ୍ୱାର ବନ୍ଧ କରେ ଦେଯା ହୟ ।

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلت الشياطين. متفق عليه (۱)

ହୟରତ ଆବୁ ହୁରାୟରା (ରଜିଃ) ବଲେନ, ରାସୁଲୁଲ୍ଲାହ (ସା:) ବଲେଛେନ: “ଯଥନ ରମ୍ୟାନ ମାସ ଆସେ ବେହେଶତେର ଦରଜାସମୂହ ଖୁଲେ ଦେଯା ହୟ ଏବଂ ଜାହାନାମେର ଦରଜା ସମୂହ ବନ୍ଧ କରେ ଦେଯା ହୟ । ଆର ଶୟତାନକେ ଶିକଳେ ବନ୍ଦୀ କରା ହୟ ।” -ବୁଖାରୀ, ମୁସଲିମ ।

ମାସଆଳା-୩ : ରମ୍ୟାନ ମାସେ ଓମରା କରାର ଛାଓୟାବ ହଜ୍ରେ ସମାନ ।

عن عطاء، قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يحدثنَا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار سماها ابن عباس رضي الله عنها فنسبت اسمها ما منعك أن تجحي معنا قالت لم يكن لنا إلا ناضحان ففعج أبو ولدها وابنها على ناضح وترك لنا ناضحاً نتضجع عليه قال فإذا جاء رمضان فاعتبرى فإن عمرة فيه تعدل حجة. رواه مسلم. (۲)

ହୟରତ ଇବନେ ଆବାସ (ରଜିଃ) ବଲେନ: “ରାସୁଲୁଲ୍ଲାହ (ସା:) ଏକ ଆନସାରୀ ମହିଳାକେ ବଲଲେନ, “ଆମାଦେର ସାଥେ ହଜ୍ର କରାତେ ତୋମାକେ କିମେ ବୀଧା ଦିଲା? ମହିଳା ବଲଲ, ଆମାଦେର ପାନି ବହନକାରୀ ମାତ୍ର ଦୁଟି ଉଟ ଛିଲ । ଆମାର ଛେଲେର ବାପ ଓ ଭାଊ ଛେଲେ ଏଇ ଏକଟିତେ ଚଢ଼େ ହଜ୍ର କରେନ ଏବଂ ଅପରାଟି ଆମାଦେର ଜନ୍ୟ ପାନି ବହନେର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରେଖେ ଯାନ । ରାସୁଲୁଲ୍ଲାହ (ସା:) ବଲଲେନ, “ରମ୍ୟାନ ମାସ ଆସଲେ ତୁମ ଓମରା କର, କାରଣ ଏ ମାସେର ଓମରା ଏକଟା ହଜ୍ରେ ସମାନ ।” -ମୁସଲିମ ।

ମାସଆଳା-୪ : ବୋଯା କିଯାଇତେର ଦିନ ବୋଯାଦାରେର ଜନ୍ୟ ସୁପାରିଶ କରବେ ।

عن عبد الله بن عمرو (رضي الله عنه) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيمة يقول الصيام أى رب منعه الطعام والشهرة فشفعتي فيه ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه قال فيشفعان. رواه أحمد والطبراني. (صحب) (۳)

ହୟରତ ଆସୁଲ୍ଲାହ ଇବନେ ଆମର (ରଜିଃ) ଥେକେ ବର୍ଣ୍ଣିତ, ରାସୁଲୁଲ୍ଲାହ (ସା:) ବଲେଛେ, “ବୋଯା ଏବଂ କୋରାଅନ କିଯାଇତେର ଦିନ ବାନ୍ଦାର ଜନ୍ୟ ସୁପାରିଶ କରବେ । ବୋଯା ବଲେବଂ: “ହେ ଆମାର ପ୍ରଭୁ! ଆମି ତାକେ ଦିନେ ତାର ଆହାର ଓ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଥେକେ ବାଧା ଦିଯେଛି, ସୁତରାଂ ତାର ବ୍ୟାପାରେ ଆମାର ସୁପାରିଶ କରୁଳ କରନ୍ ।” ଏବଂ କୋରାଅନ ବଲବେ “ଆମି ତାକେ ବାତ୍ରେ ନିନ୍ଦା ଥେକେ ବାଧା ଦିଯେଛି, ସୁତରାଂ ତାର ବ୍ୟାପାରେ ଆମାର ସୁପାରିଶ କରୁଳ କରନ୍ । ଉଭୟେର ସୁପାରିଶ ଗ୍ରହଣ କରା ହବେ ।” -ଆହମଦ, ତାବରାନୀ ।

୧. ସହିହ ଆଲ ବୁଖାରୀ : ୨/୨୩୩, ହାଦୀସ ନଂ-୧୭୬୪ ।

୨. ମୁସଲିମ ଶରୀଫ [ଆରବୀ-ବାଙ୍ଲା] : ୪/୩୦୩, ହାଦୀସ ନଂ ୨୯୦୪ ।

୩. ମୁସନାଦେ ଆହମଦ : ୧୦/୧୧୮, ହାଦୀସ ନଂ ୬୬୨୬ ।

মাসআলা-৫ : রোয়ার প্রতিদান অগণিত

عن أبي هريرة (رضي الله عنه) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعينات ضعف قال الله تعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع شهوراً وطعامه من أجل الصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربِّه وخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك والصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إنما أمرُ صائم». متفق عليه.^(১)

হ্যরত আবুত্তরায়রা (রজিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, “মানব সন্তানের প্রত্যেক নেক মামলের প্রতিদানকে দশ গুণ থেকে সাতশ গুণ পর্যন্ত বাড়ানো হয়। আল্লাহপাক বলেন, রোয়া জ্যোতিৎ। কেননা, রোয়া আমারই জন্য এবং আমিই এর প্রতিফল দান করব। সে আমারই জন্য নিজ বৃত্তি ও খানাপিনার জিনিস ত্যাগ করে। রোয়াদারের জন্য দু'টি আনন্দ রয়েছে। একটি তার ফতারের সময় এবং অপরটি বেহেশতে নিজ প্রভুর সাক্ষাত লাভের সময়। নিচয় রোয়াদারের বের গুরু আল্লাহর নিকট মেশকের খুশবু অপেক্ষাও অধিক সুগন্ধময়। রোয়া মানুষের জন্য শীলস্বরূপ। সুতরাং যখন তোমাদের কারো রোজার দিন আসে সে যেন অশ্লীল কথা না বলে এবং অনর্থ শোরগোল না করে। যদি কেউ তাকে গালি দেয় অথবা তার সাথে ঝগড়া করতে চায় সে যেন বলে: ‘আমি একজন রোয়াদার।’” –বুখারী, মুসলিম।

মাসআলা-৬ : রোয়াদারের জন্য বেহেশতে ‘রায়্যান’ নামে একটি বিশেষ দরজা বানানো হয়েছে।

عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة ثمانية أبواب فيها باب يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون. متفق عليه.^(২)

হ্যরত সাহাল ইবনে সাআদ (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন: “বেহেশতের আটটি দরজা রয়েছে। এগুলোর একটির নাম ‘রায়্যান’। এ দিয়ে শুধু রোয়াদারই প্রবেশ করবেন।” –বুখারী, মুসলিম।

মাসআলা-৭ : রমজানের পূর্ণ মাসে প্রত্যেক রাতে আল্লাহপাক লোকজনকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেন।

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا كانت أول ليلة من رمضان، صفت الشياطين ومردة الجن، وغلقت أبواب النار، فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة، فلم يغلق منها باب، ونادى مناد: يا باجي الخير أقبل. ويا باجي الشر أقصر. ولله عتقاء من النار. وذلك في كل ليلة». رواه ابن ماجه (৩) (صحيح) হ্যরত আবুত্তরায়রা (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, রমজান মাসের প্রথম রাত থেকেই শয়তান এবং দুষ্ট জিনদেরকে বন্দী করে দেয়া হয়। জাহান্নামের সমূহ দরজা বন্ধ করে দেয়া হয়। একটি দরজাও তার খোলা থাকে না। আর বেহেশতের সমূহ দরজা খুলে দেয়া হয়, তার একটি দরজাও বন্ধ রাখা হয় না। আর এক ঘোষণাকারী ফেরেশতা ঘোষণা দিয়ে থাকেন, হে পৃণ্য তলবকারী অঞ্চলের হও, আর হে পাপ তলবকারী পিছে হঠ। আর রমজানের প্রত্যেক রাতে আল্লাহপাক লোকদিগকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দান করেন।” –ইবনে মাজা।

১. সহীহ আল বুখারী : পৃঃ ৩৬০, ৩৬২, হাদীস নং-১৮৯৪, ১৯০৪।

২. সহীহ আল বুখারী : ৩/২৯০, হাদীস নং-৩০১৬।

৩. সহীহ সুনানে ইবনে মাজা : ১মবর্ড হাদীস নং ১৩৩১।

ମାସଆଲା-୮ : ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଇଫତାରେର ସମୟରେ ଆଜ୍ଞାହପାକ ଲୋକଜନକେ ଜାହାନାମ ଥେକେ ମୁକ୍ତି ଦାନ କରେନ ।

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ عِنْدَ كُلِّ فَطَرٍ عَتْقَاهُ وَذَلِكَ
عَنْ كُلِّ لَيْلَةٍ. رواه ابن ماجة. (صحيح) (۱)

ହ୍ୟରତ ଜାବେର (ରାଜି:) ବଲେନ, ରାସୂଲୁହାହ (ସା:) ବଲେଛେନଃ “ଆଜ୍ଞାହତାଯାଳା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଇଫତାରେର
ସମୟ ଲୋକଜନକେ ଜାହାନାମ ଥେକେ ମୁକ୍ତି ଦାନ କରେନ ।”-ଇବନେ ମାଜା ।

ମାସଆଲା-୯ : ରମ୍ୟାନ ମାସେ ସିଯାମ ଓ କିଯାମୁହାଇଲ ଆଦାୟକାରୀ କେୟାମତେର ଦିନ ସିଦ୍ଧିକ ଏବଂ
ଶହୀଦଗଣେର ସାଥେ ଥାକବେ ।

عَنْ عُمَرَ بْنِ مَرْبِعَةَ الْجَهْنَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَأَيْتَ إِنْ شَهَدْتَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ، وَصَلَّيْتَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ
وَدَعَيْتَ الزَّكَاةَ، وَصَمَّتَ رَمَضَانَ، وَقَمْتَهُ، فَمَنْ أَنَا؟ قَالَ: مَنْ الصَّدِيقُونَ وَالشَّهِادَةُ. رواه البزار وابن
عجيبة وابن حبان (صحيح) (۲)

ହ୍ୟରତ ଆମର ଇବନେ ମୁରରାହ ଆଲଜୁହାନୀ (ରାଜି:) ବଲେନ, ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ନବୀ କରୀମ (ସା:) ଏର ଖେଦମତେ
ଉପଶିଷ୍ଟ ହେଁ ଆରଯ କରଲେନ, ଇଯା ରାସୂଲୁହାହ! ଯଦି ଆମି ଏ ସାଙ୍କ୍ୟ ଦେଇ ସେ ଆଜ୍ଞାହ ଛାଡ଼ା କୋନ
ମାବୁଦ ନେଇ ଏବଂ ଆପଣି ଆଜ୍ଞାହର ରାସୂଲ, ଆର ପାଁଚ ଓୟାଙ୍କ ନାମାଜ ପଡ଼ି, ଯାକାତ ଦେଇ ଏବଂ ରମ୍ୟାନେ
ରୋଧା ରାତି ଓ ତାର ରାତିରେ ତାରବିହ ପଡ଼ି, ତାହଲେ ଆମି କାଦେର ଅନ୍ତର୍ଭୂକ୍ତ; ହଜ୍ର ବଲଲେନ, ସିଦ୍ଧିକ
ଓ ଶହୀଦଗଣେର ଅନ୍ତର୍ଭୂକ୍ତ । -ଇବନେ ହିବରାନ ।

୧. ଶହୀଦ ମୁନାନି ଇବନେ ମାଜା : ୧ମ ଖତ, ହାଦୀସ ନଂ-୧୩୭୨ ।

୨. ଶହୀଦ ତାରଗୀବ ଓୟାତ ତାରହୀବ : ୧ମ ଖତ, ହାଦୀସ ନଂ-୩୫୮ ।

أَهْمَى الصُّوم রোয়ার শুরুত্ব

মাসআলা-১০ : রময়ান মৌবারকের কল্যাণ বাস্তিত ব্যক্তি হতভাগ্য।

وَعَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: دَخَلَ رَمَضَانَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ هَذَا الْشَّهْرَ قَدْ حَضَرَكُمْ وَفِيهِ لَيْلَةُ خَيْرٍ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ مِّنْ حَرْمَهَا فَنَذِرْ حَرْمَ الْخَيْرِ كُلَّهِ وَلَا يَعْرِفُ
خَيْرَهَا إِلَّا كُلُّ مَعْرُومٍ. رواه ابن ماجه. (حسن) (۱)

হ্যরত আনাস ইবনে মালেক (রজিঃ) বলেন, রময়ান যখন এল হজুর (সাঃ) বললেনঃ “এইমাস তামাদের সামনে উপস্থিত হয়েছে এতে এমন একটি রাত্রি আছে যা হজার মাস অপেক্ষাও উত্তম। য এর কল্যাণ থেকে বাস্তিত হয়েছে সে সর্বপ্রকার কল্যাণ থেকে বাস্তিত হয়েছে। আর চির বাস্তিত ও তভাগ্য ব্যতীত অন্য কেউ এর কল্যাণ থেকে বাস্তিত হয় না।” ইবনে মাজা।

মাসআলা-১১ : রময়ান পেয়েও যে ব্যক্তি প্রায়শিক্ত অর্জন করতে পারেনি তার জন্য ধ্রংস।

عَنْ كَعْبَ بْنِ عَجْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: احْضُرُوا النَّبِيرَ «فَأَحْضُرْنَا فَلَمَا
أَرْتَقَى دَرْجَةً قَالَ (آمِينَ) فَلَمَا أَرْتَقَى الدَّرْجَةِ الثَّانِيَةِ قَالَ (آمِينَ) فَلَمَا أَرْتَقَى الدَّرْجَةِ الثَّالِثَةِ قَالَ (آمِينَ)
فَلَمَّا نَزَلْنَا يَارِسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ سَمِعْنَا مِنْكُمْ يَوْمَ شَيْئًا مَا كَنَا نَسْمَعْنَاهُ قَالَ إِنْ جَرِيلَ
عَرَضَ لِي فَقَالَ بَعْدَ مِنْ أَدْرَكَ رَمَضَانَ فَلَمْ يَغْفِرْ لَهُ قَلْتَ (آمِينَ) فَلَمَا رَقِيتِ الثَّالِثَةِ قَالَ بَعْدَ مِنْ ذَكْرِهِ
فَلَمْ يَصُلْ عَلَيْكَ فَقَلْتَ (آمِينَ) فَلَمَا رَقِيتِ الثَّالِثَةِ قَالَ بَعْدَ مِنْ أَدْرَكَ أَبْوَيْهِ الْكَبِيرِ عَنْهُ أَوْ أَحْدَهُمَا فَلَمْ يَدْخُلْهُ
الْجَنَّةَ قَلْتَ (آمِينَ). رواه الحاكم بسنده صحيح. (صحیح) (۲)

হ্যরত কাআব' ইবনে উজরাহ (রজিঃ) বলেন, “রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)কে
বললেন, ‘মিস্তর নিয়ে আস, আমরা মিস্তর নিয়ে আসলাম। যখন নবী করীম (সাঃ) প্রথম সিঁড়িতে
চড়লেন বললেন, আমীন। অতঃপর দ্বিতীয় সিঁড়িতে যখন চড়লেন, তখনও বললেন, আমীন। তারপর
তৃতীয় সিঁড়িতে চড়ার পরও ‘আমীন’ বললেন। যখন হজুর (সাঃ) মিস্তর থেকে নিচে অবতরণ
করলেন, আমরা জিজ্ঞাসা করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আজ আমরা আপনার কাছ থেকে এমন
কথ শুনেছি যা এর পূর্বে কখনো শুনিনি। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, ‘হ্যরত জিবরীল (আঃ)
আমার কাছে আসিয়া বলল, সে ব্যক্তি ধ্রংস হোক যে রময়ান মাস পেয়েও নিজের পাপ মোচন
করাইতে পারেনি।’ আমি তার উত্তরে বললাম আমীন। আমি যখন দ্বিতীয় সিঁড়িতে চড়লাম তখন
জিবরীল বলল, সে ব্যক্তি ধ্রংস হোক যার সামনে আপনার নাম উল্লেখ করা হল, কিন্তু সে আপনার
প্রতি দরদ পাঠ করল না। আমি তার উত্তরে বললাম, আমীন। তারপর যখন আমি তৃতীয় সিঁড়িতে
চড়লাম, জিবরীল বলল, সে ব্যক্তি ধ্রংস হোক যে আপন পিতা-মাতা বা তাঁদের কোন একজনকে
বৃদ্ধাবস্থায় পেয়েও তাদের খেদমত করে বেহেশ্ত অর্জন করতে পারিনি। আমি এর উত্তরেও
বললাম, আমীন।—হাকিম।

১. সহীহ সুনানি ইবনে মাজাঃ ১/৫৯, হাদীস নং-১৬৬৭।

২. মুস্তাদরাকে হাকিমঃ ৪/১৫৩, সহীহত তারগীবঃ ১ম খন্ড, নং-৯৮৫।

ମାସାଞ୍ଚେ-୧୨ : ରୋଯା ତରକାରୀଦେର ଶିକ୍ଷଣୀୟ ପରିଣତି ।

وَعَنْ أَبِي أُمَّامَةَ الْبَاهْلِيِّ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بَيْنَا أَنَا نَامٌ ثَانِي رِجْلَانِ فَأَخْذُهُ بِضَبْعَيْنِ فَأَتَيْبَيْنِ جَبَلاً وَعِرَا فَقَالَا إِنِّي لَا أُطِيقُهُ فَقَالَ إِنَا سَنَسْهَلُهُ لَكَ حَصَدْتُ حَتَّى إِذَا كَنْتُ فِي سَوَاءِ الْجَبَلِ إِذَا بِأَصْوَاتِ شَدِيدَةٍ قَلْتُ مَا هَذِهِ الْأَصْوَاتُ؟ قَالُوا هَذَا عَوَاءُ أَهْلِ لَنَارٍ ثُمَّ انْطَلَقَ بِي فَإِذَا أَنَا بِقَوْمٍ مُعْلَقِينَ بِعِرَاقِبِهِمْ مُشَقَّقَةً أَشْدَاقَهُمْ دَسِيلٌ أَشْدَاقَهُمْ دَسِيلٌ قَلْتُ مِنْ

بُولَاءٍ ؛ قَالَ الَّذِينَ يَفْطَرُونَ قَبْلَ تَحْلِةِ صَوْمَهُمْ » الْحَدِيثُ . رَوَاهُ أَبْنُ حَزِيرَةَ وَابْنُ حَبَّانَ . (صَحِيحٌ) (۱)

ହେବରତ ଆବୁ ଉମାମା ବାହେଲୀ (ରଜି ୫) ବଲେନ, ଆମି ରାସୂଲୁଲ୍ଲାହ (ସା ୫)କେ ବଲତେ ଶୁନେଛି, ତିରି ବଲେହେନ, “ଆମି ନିର୍ଦ୍ଦାବନ୍ଧ୍ୟ ହିଲାମ ଆମାର କାହେ ଦୁଇଜନ ଲୋକ ଆସଲ, ତାରୀ ଆମାର ବାହୁ ଧରେ ଆମାକେ ଏକ ଦୁର୍ଗମ ପାହାଡ଼ର କାହେ ନିଯେ ଆସଲ ଏବଂ ଆମାକେ ବଲଲ, ଏ ପାହାଡ଼େ ଚଢ଼େନ । ଆମି ବଲଲାମ, ଆମି ଚଢ଼ତେ ପାରବ ନା । ତାରା ବଲଲ, ଆମରା ଆପନାର ଜନ୍ୟ ସହଜ କରେ ଦେବ । ଅତଃପର ଆମି ପାହାଡ଼େ ଚଢ଼ଲାମ ଏବଂ ଏକେବାରେ ଚୂଡ଼ାଯ ପୌଛେ ଗେଲାମ ସେଖାନେ ଆମି ଚିଂକାରେର ଶବ୍ଦ ଶୁନିଲାମ । ଆମି ଜିଜ୍ଞାସା କରଲାମ, ଏଇ ଚିଂକାରେର ଶବ୍ଦଗୁଲୋ କି? ତାରା ବଲଲ, ଏସବ ଜାହାନ୍ନାମବାସୀଦେର ଚିଂକାରେର ଶବ୍ଦ । ଅତଃପର ତାରା ଆମାକେ ନିଯେ କିଛୁ ଦୂର ସାମନେ ଅଗସର ହଲେନ, ତଥାଯ ଆମି ଦେଖଲାମ କତଗୁଲୋ ଲୋକଜନକେ ଉଲ୍ଟୋ ଦିକେ ଲଟକାନୋ ହେଯେଛେ ଏବଂ ତାଦେର ମୁଖମଙ୍ଗଳ ଚିରେ ଦେଯା ହେଯେଛେ ତା ଥେକେ ରଙ୍ଗ ପ୍ରବାହିତ ହଛେ । ଆମି ଜିଜ୍ଞାସା କରଲାମ ଏରା କାରା? ତାରା ଉତ୍ତର ଦିଲେନ, ଏରା ସେ ଲୋକଜନ ଯାରା ସମୟେର ପୂର୍ବେ ରୋଯା ଇଫତାର କରେ ଫେଲତ ।” –ଇବନେ ଖୁୟାରମା, ଇବନେ ହିବରାନ ।

الصيام في ضوء القرآن কোরআন মজীদের দৃষ্টিতে রোয়া

মাসআলা-১৩ : রোয়া ইসলামের পাঁচ ফরজের মধ্যে এক ফরজ।

মাসআলা-১৪ : রোয়া পূর্বের উম্মতের উপরও ফরজ ছিল।

মাসআলা-১৫ : রোয়ার উদ্দেশ্য হল গুণাহ থেকে বাঁচা এবং পুণ্যের উপর চলার শিক্ষা দেওয়া।

{يأيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون} (١٨٣:٢)
“হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর রোয়া ফরয করা হয়েছে, যেরূপ ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের উপর, যেন তোমরা পরাহেয়গারী অর্জন করতে পার।” -সূরা আল বাকুরা : ১৮৩।

মাসআলা-১৬ : প্রত্যেক মুসলমান যে রম্যান মাস পায় তার উপর পূর্ণ এক মাস রোয়া পালন করজ।

মাসআলা-১৭ : মুসাফির এবং অসুস্থ ব্যক্তির জন্য রোয়া না রাখার অনুমতি আছে। কিন্তু রম্যানের পরে ছেড়েদেওয়া রোয়াগুলোর কাজ আদায় করতে হবে।

মাসআলা-১৮ : মুসাফির ও অসুস্থ ব্যক্তিকে রোয়া ছেড়ে দেওয়ার জন্য কোন কাফ্ফারা আদায় করতে হবে না।

মাসআলা-১৯ : রম্যানের মাস আল্লাহপাকের বিশেষ ইবাদত ও প্রশংসাবাদের মাস।

[شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينت من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهور فليصمه
ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام آخر يربى الله بكم اليسر ولا يربى بكم العسر ولتكلموا العدة
ولتکبروا الله على ما هيكم ولعلكم تشكرون] (١٨٥:٢)

রুম্যান মাসই হল সে মাস, যাতে নাযিল করা হয়েছে কোরআন, যা মানুষের জন্য হেদায়েত এবং সত্য পথ্যাত্মীদের জন্য সুস্পষ্ট পথনির্দেশ। আর ন্যায় ও অন্যায়ের মাঝে পার্থক্য বিধানকারী। কাজেই তোমাদের মধ্যে যে লোক এ মাসটি পাবে, সে এমাসের রোয়া রাখবে। আর যে লোক অসুস্থ কিংবা মুসাফির অবস্থায় থাকবে, সে অন্য দিনে গণনা পূরণ করবে। আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ করতে চান, তোমাদের জন্য জটিলতা কামনা করেন না যাতে তোমরা গণনা পূরণ কর এবং তোমাদের হেদায়েত দান করার দরুণ আল্লাহতায়ালার মহসুস বর্ণনা কর, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর।” আল বাকুরা : ১৮৫।

মাসআলা-২০ : রম্যান মাসে রাত্রে স্ত্রীসহবাস করা জায়েয়।

মাসআলা-২১ : ইফতারের পর থেকে সুবহে সাদেক পর্যন্ত সময়টুকু রোয়া পালনের অন্তর্ভুক্ত নয়।

মাসআলা-২২ : এতেকাফের সময় রাত্রে স্ত্রীসহবাস করা নিষেধ।

[أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباسهن علم الله أنكم كتم تحشانون
أنفسكم فتاتب عليكم وعفاغنكم فالن بناثروهن وابتغوا ماكتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبعن لكم
الحيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أثروا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عكفون في
المسجد تلك حدود الله فلا تقريرها كذلك بين الله أيته للناس لعلهم يتقون] (١٨٧:٢)

“রোয়ার রাতে তোমাদের স্ত্রীদের সাথে সহবাস করা তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে। তারা তোমাদের পরিচ্ছদ এবং তোমরা তাদের পরিচ্ছদ। আল্লাহ অবগত রয়েছেন যে, তোমরা আজ্ঞাপ্রত্যারণা করছিলে, সুতরাং তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করেছেন এবং তোমাদের অব্যাহতি দিয়েছেন। অতঃপর তোমরা নিজেদের স্ত্রীদের সাথে সহবাস কর এবং যা কিছু তোমাদের জন্য আল্লাহই দান করেছেন, তা আহরণ কর। আর পানাহার কর যতক্ষণ না কাল রেখা থেকে ভোরের শুভ রেখা পরিকার দেখা যায়। অতঃপর রোয়া পূর্ণ কর রাত পর্যন্ত। আর যতক্ষণ তোমরা এতেকাফ অবস্থায় মসজিদে অবস্থান কর, ততক্ষণ পর্যন্ত স্ত্রীদের সাথে মিশো না। এই হলো আল্লাহ কর্তৃক বেঁধে দেয়া সীমানা। অতএব, এর কাছেও যেও না। এমনিভাবে বর্ণনাকরেন, আল্লাহ নিজের আয়তসমূহ মানুষের জন্য, যাতে তারা বাঁচতে পারে।” -সূরা আল বাকুরা-১৮৭।

رؤية الهلال ଚାଁଦ ଦେଖାର ମାସାରେଲ

ମାସଆଳା-୨୩ : ରମ୍ୟାନୁଲ ମୋବାରକେର ଚାଁଦ ଦେଖେ ରୋଯା ଶୁଣୁ କରା ଚାହିଁ ।

ମାସଆଳା-୨୪ : ଶାବାନ ମାସେର ଶେଷେ ଯଦି ଆକାଶ ମେଘାଚନ୍ଦ୍ର ହୁଏ ତାହଲେ ଶାବାନେର ତ୍ରିଶ ଦିନ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରା ଉଚିତ । ଆର ଯଦି ରମ୍ୟାନେର ଶେଷେ ଆକାଶ ମେଘାଚନ୍ଦ୍ର ହୁଏ ତାହଲେ ରମ୍ୟାନେର ତ୍ରିଶ ଦିନ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରା ଚାହିଁ ।

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدرروا له. متفق عليه. (١)

ହୃଦରତ ଇବନେ ଉମର (ରଜିଃ) ଥିକେ ବର୍ଣ୍ଣିତ, ରାସୂଲୁଛାହ (ସା:) ବଲେହେଲ, “ଯତକ୍ଷଣ ଚାଁଦ ନା ଦେଖିବେ ରୋଯା ରାଖ ନା ଏବଂ ଯତକ୍ଷଣ ଚାଁଦ ନା ଦେଖିବେ ରୋଯା ଖୋଲ ନା, ଯଦି ଚାଁଦ ତୋମାଦେର କାହେ ଗୋପନ ଥାକେ ତାହଲେ ମାସେର ତ୍ରିଶ ଦିନ ପୂର୍ଣ୍ଣ କର ।” -ବୁଖାରୀ, ମୁସଲିମ ।

ମାସଆଳା-୨୫ : ଏକ ମୁସଲମାନେର ସାକ୍ଷୀର ଉପର ରୋଯା ଶୁଣୁ କରା ଯେତେ ପାରେ ।

و عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ترأى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فقام وأمر الناس بصيامه. رواه أبو داود. (صحيح) (٢)

ହୃଦରତ ଇବନେ ଉମର (ରଜିଃ) ବଲେନ, “ଲୋକେରା ଚାଁଦ ଦେଖିବେ ଆମି ନବୀ କରୀମ (ସା:)କେ ବଲଲାମ, ଆମିଓ ଚାଁଦ ଦେଖିଛି, ତଥିମ ନବୀ (ସା:) ନିଜେଓ ରୋଯା ରାଖିଲେନ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କରେ ରୋଯା ରାଖାର ଆଦେଶ ଦିଲେନ ।” -ଆବୁଦୁଇଦ ।

ମାସଆଳା-୨୬ : ରମ୍ୟାନ ମାସେର ପ୍ରଥମ ତାରିଖେ ଚାଁଦ ଆପାତଃଦୃଷ୍ଟିତେ ଛୋଟ-ବଡ଼ ହେଉଥାଏତେ କୋନ ରକମେର ସନ୍ଦେହେ ପତିତ ହେଯା ଉଚିତ ନୟ ।

عن أبي البختري رضي الله عنه قال خرجنا للعمره فلما نزلنا بيطن نخلة تراءينا الهلال فقال بعض القوم هو ابن ثلاث وقال بعض القوم هو ابن ليلتين قال فلقينا ابن عباس رضي الله عنهما فقلنا أنا رأينا الهلال فقال بعض القوم هو ابن ثلاث وقال بعض القوم هو ابن ليلتين فقال أى ليلة رأيتعموه قال قلنا ليلة كذا وكذا فقال إن الله مده للرؤيا فهو لليلة رأيتعموه . رواه مسلم. (٣)

ହୃଦରତ ଆବୁଲ ବୁଖାରୀ (ରଜିଃ) ବଲେନ, “ଆମରା ଓମରା କରାର ଉଦ୍‌ଦେଶ୍ୟ ରତ୍ୟାନା ହଲାମ, ସଥିନ 'ବାତନେ ନା ଖଲ' ନାମକ ସ୍ଥାନେ ଉପହିତ ହଲାମ ତଥିନ ଆମରା (ନୁତନ) ଚାଁଦ ଦେଖିବେ ପେଲାମ । ଏସମ୍ଯ କେଉ କେଉ ବଲତେ ଲାଗଲେନ, ଏତୋ ତିନ ତାରିଖେ ଚାଁଦ । ଆବାର କେଉ ବଲଲେନ, ଏତୋ ଦୁଇ ତାରିଖେ ଚାଁଦ । ତାରପର ଆମରା ଇବନେ ଆକାଶ (ରଜିଃ)-ଏର ସାଥେ ସାକ୍ଷାତ କରଲାମ ଏବଂ ବଲଲାମ ଆମରା ତୋ ଚାଁଦ ଦେଖିଛି । କିନ୍ତୁ ଆମାଦେର କେଉ କେଉ ବଲଛେନ, ଏଟି ତୃତୀୟ ରାତ୍ରିର ଚାଁଦ । ଆବାର କେଉ କେଉ ବଲଲେନ, ଏଟି ଦ୍ୱିତୀୟ ରାତ୍ରିର ଚାଁଦ । ତଥିନ ତିନି ଜିଜାସା କରଲେନ, ତୋମରା କୋନ ରାତ୍ରେ ଚାଁଦ ଦେଖେଛୁ ଆମରା ଏକେ ବର୍ଧିତ କରେ ଦିଯେଛେନ, ମୂଳତଃ ଏଟି ଏଇ ରାତ୍ରିରଇ ଚାଁଦ ସେ ରାତ୍ରେ ତୋମରା ଦେଖେଛୁ ।” -ମୁସଲିମ ।

1. سہیل آଲ بୁଖାରୀ : ୨/୨୩୬, ହାଦୀସ ନଂ-୧୭୧ ।

2. سہیل سୁନାନି ଆବିଦାଉଦ : ୨/୫୫, ହାଦୀସ ନଂ-୨୩୪୨ ।

3. ମୁସଲିମ ଶରୀକ : ୪/୨୨, ହାଦୀସ ନଂ-୨୩୯୬ ।

মাসআলা-২৭ : নতুন চাঁদ দেখলে এই দোয়া পড়া সুন্নাত ।

عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنهمـا أن النبي صلى الله عليه وسلم: كان إذا رأى الهلال قال: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والسلام ربى وربك الله. رواه الترمذى (١١). (صحيح)
হ্যবরত তালহা ইবনে উবারদিল্লাহ (রজিৎ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সাং) যখন চাঁদ দেখতেন এই দোয়া পড়তেন, “আল্লাহমা আহিল্লাহ আ’লাইনা বিল্ল আমনি ওয়াল ঈমানি ওয়াস্মালামাতি ওয়াল ইসলামি রাখী ওয়া রাবুকাল্লাহ” । –তিরমিজি ।

মাসআলা-২৮ : চাঁদ দেখে রোয়া শুরু করা এবং চাঁদ দেখে রোয়া শেষ করার ব্যাপারে উপস্থিত এলাকা বা দেশের খেয়াল করতে হবে ।

মাসআলা-২৯ : রম্যান মাসে একদেশ থেকে অন্য দেশে সফর করার পর যদি মুসাফিরের রোধার সংখ্যা উপস্থিত এলাকায় রম্যান মাসের রোধার সংখ্যা অপেক্ষা বেশী হয়, তাহলে বৃক্ষি রোধাগুলো ছেড়ে দিবে অথবা নফলের নিয়ত করে রাখবে । আর যদি সংখ্যা কম হয়, তাহলে অপূর্ণ রোধাগুলো জিদের পর পূর্ণ করে দিবে ।

عن كريب مولى ابن عباس رضي الله عنهمـا أن أم الفضل بعثته إلى معاوية بالشام. فقال فقدمت الشام، فقضيت حاجتها واستهل على رمضان وأنا بالشام فرأيت الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألتني عبد الله بن عباس رضي الله عنهمـا ثم ذكر الهلال فقال متى رأيتم الهلال؟ فقلت رأيناه ليلة الجمعة فقال أنت رأيته؟ قلت نعم ورأاء الناس وصادوا وقاموا معاوية. فقال لكما رأيناه ليلة السبت فلا تزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه فقلت أفالاً نكتفى برؤية معاوية وصيامه؟ فقال لا هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. (٢١)

হ্যবরত কুরাইব (রহমত) থেকে বর্ণিত যে, উম্মুল ফযল বিনতে হারিছ তাঁকে সিরিয়ায় হ্যবরত মুআবিয়া (রজিৎ)-এর নিকট পাঠালেন । (কুরাইব বলেন) আমি সিরিয়ায় পৌছলাম এবং তাঁর প্রয়োজনীয় কাজটি সমাধা করে নিলাম । আমি সিরিয়া থাকা অবস্থায়ই রম্যানের চাঁদ দেখা গেল । জুমার দিন সন্ধ্যায় আমি চাঁদ দেখলাম । এরপর রম্যানের শেষভাগে আমি মদীনায় ফিরলাম । আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রজিৎ) আমার কাছে জিজ্ঞাসা করলেন এবং চাঁদ সম্পর্কে আলোচনা করলেন । এরপর তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কোন্ দিন চাঁদ দেখেছে? আমি বললাম, আমরা তো জুমার দিন সন্ধ্যায় চাঁদ দেখেছি । তিনি আবার জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি নিজে দেখেছ কি? আমি বললাম, হ্যা, আমি দেখেছি এবং লোকেরাও দেখেছে । তারা সিয়াম পালন করেছে এবং মুআবিয়া (রজিৎ) ও সওম পালন করেছেন । তিনি বললেন, আমরা কিন্তু শনিবার সন্ধ্যায় চাঁদ দেখেছি । আমরা সিয়াম পালন করতে থাকব, শেষ পর্যন্ত ত্রিশ দিন পূর্ণ করব অথবা চাঁদ দেখব । আমি বললাম মুআবিয়া (রজিৎ)-এর চাঁদ দেখা এবং তার সওম পালন করা আপনার জন্য যথেষ্ট নয় কি? তিনি বললেন, না যথেষ্ট নয় । কেননা রাসূলুল্লাহ (সাং) আমাদেরকে একপ করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন ।” – মুসলিম, আহমদ, আবুদাউদ, নাসাই ।

মাসআলা-৩০ : মেঘের কারণে যদি শাওয়ালের চাঁদ দেখা না যায় এবং রোয়া রাখার পর জানা যায় যে, চাঁদ দেখা গেছে, তখন রোয়া খুলে ফেলতে হবে ।

হাদীসের জন্য ‘জিদের নামাজের মাসায়েল’ অধ্যায়ে মাসআলা নং-১৭৭ দ্রষ্টব্য ।

১. সহীল সুনানিত তিরমিজি : ৩/১৫৭, হাদীস নং-২৭৪৫ ।

২. মুসলিম শরীফ : ৪/২০, হাদীস নং-২৩৯৫ ।

النَّيْتَةُ

ନିଯତେର ମାସାଯେଲ

ମାସାଲା-୩୧ : ସକଳ କର୍ମେର ପ୍ରତିଦାନ ଓ ଛାଓସାବ ନିଯତେର ଉପର ନିର୍ଭର କରେ ।

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيغها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه البخاري (١)

ହସରତ ଉମର (ରଜି) ଥିକେ ବର୍ଣ୍ଣିତ, “ରାସ୍‌ତୁଲ୍‌ଲାହ (ସା)କେ ବଲତେ ଶୁନେଛି, ସବ କାଜଇ ନିଯତ (ସଂକଳନ) ଅନୁୟାୟୀ ହୁଏ । ଆର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଯା ନିଯତ କରେ ତାଇ ପାଯ । କାଜେଇ ଯାର ହିଜରତ ଦୁନିଆ ଲାଭେର ବା କୌନ ମେଯେକେ ବିଯେ କରାର ନିଯତେ ହେଁଥେ ତାର ହିଜରାତ ଉକ୍ତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟେ ହେଁଥେ ।” –ବୁଖାରୀ

ମାସାଲା-୩୨ : ଲୋକ ଦେଖାନେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରୋଧା ବାଧା ଶିରକ ।

عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلی برائى فقد أشرك ومن صام برائى فقد أشرك. رواه أحمد. (٢) (حسن)

ହସରତ ଶାନ୍ଦାଦ ଇବନେ ଆଉସ (ରଜି) ବଲେନ, “ଆମି ରାସ୍‌ତୁଲ୍‌ଲାହ (ସା)କେ ବଲତେ ଶୁନେଛି, ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ଲୋକ ଦେଖାନେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାମାଜ ପଡ଼ିଲ ସେ ଶିରକ କରିଲ । ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ଲୋକ ଦେଖାନେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରୋଧା ପାଲନ କରିଲ ସେ ଶିରକ କରିଲ । ଆର ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ଲୋକ ଦେଖାନେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଛଦକା କରିଲ ସେଇ ଶିରକ କରିଲ ।” –ମୁସନାଦେ ଆହମଦ

ମାସାଲା-୩୩ : [ବିସାଓମି] بِصُومٍ غَدِ نُورِتٍ شَدَّدَ [ରୋଧାର ନିଯତ ହଦମେର ଇଞ୍ଚାୟ ହେଁଥେ ଯାଏ । ପ୍ରଚଲିତ ଶବ୍ଦ ଗାଦିନ ନାଓୟାଇତୁ] ବଲା ସୁନ୍ନାହ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରମାଣିତ ନାୟ ।

ମାସାଲା-୩୪ : ଫରଜ ରୋଧାର ନିଯତ ଫଜରେର ପୂର୍ବେ କରା ଜର୍କାରୀ ।

عن حفصة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. رواه أبو داؤد والترمذى. (صحيح) (٣)

ହସରତ ହାଫଛା (ରଜି) ଥିକେ ବର୍ଣ୍ଣିତ, ନବୀକରୀମ (ସା)ବଲେଛେନ, “ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ଫଜରେର ପୂର୍ବେ ରୋଧାର ନିଯତ କରିବେଳା ତାର ରୋଧା ହବେ ନା ।” [ଆବୁଦ୍‌ଆଉଡ୍, ତିରମିଯି]

ମାସାଲା-୩୫ : ନଫଲ ରୋଧାର ନିଯତ ଦିନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚଲାର ପୂର୍ବେ ଯେ କୋନ ସମୟେ କରା ଯେତେ ପାରେ ।

ମାସାଲା-୩୬ : ନଫଲ ରୋଧା ଯେ କୋନ ସମୟ ଯେ କୋନ କାରଣେ ଭାଙ୍ଗା ଯେତେ ପାରେ ।

عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء فقلنا لا قال فإليني إذن صائم ثم أثانا يوما آخر فقتلنا يا رسول الله أهدى لنا حبس فقال أصبت صائم فأكل. رواه مسلم. (٤)

ହସରତ ଆରେଶା (ରଜି) ବଲେନ, “ଏକଦା ରାସ୍‌ତୁଲ୍‌ଲାହ (ସା) ଆମାକେ ବଲିଲେନ, ହେ ଆରେଶା! ତୋମାର ନିକଟ [ଖାଓସାବ ମତ] କୋନ କିଛୁ ଆହେ କି? ଆମି ବଲଲାମ, ଇଯା ରାସ୍‌ତୁଲ୍‌ଲାହ! ଆମାର ନିକଟ କିଛୁଇ ନେଇ । ତଥବ ତିନି ବଲିଲେନ, ତାହଲେ ଆମି ସିଯାମ ପାଲନ କରଛି । ଏରପର ଆରେକ ଦିନ ତିନି ଆମାଦେର କାହେ ଏଲେନ । ଆମରା ବଲଲାମ, ଇଯା ରାସ୍‌ତୁଲ୍‌ଲାହ! ଆମାଦେର ଜନ୍ୟ ହାସ [ଯି ଏବଂ ପନିର ମିଶ୍ରିତ ଖେଜୁର ହାଦିଆ ପାଠାନ ହେଁଥେ । ତିନି ବଲିଲେନ, ତୁମି ତା ଆମାକେ ଦେଖାଓ ଆମାର ତୋ ଭୋର ହେଁଥେ ରୋଧାବନ୍ଧ୍ୟ । ତାରପର ତିନି ତା ଆହାର କରିଲେନ ।” –ମୁସଲିମ ।

1. ସହିହ ଆଲ ବୁଖାରୀ ୧/୧୯, ଥଥମ ହାଦୀସ ।

2. ମୁସନାଦେ ଆହମଦ ୧୯/୨୨୧ [ଆଲଫାତହର ରାକବାନୀ]

3. ସହିହ ସୁନାନୀ ଆବିଦ୍‌ଆଉଡ୍ ୨/୨୨, ହାଦୀସ ନଂ-୨୪୫୪ ।

4. ମୁସଲିମ ଶରୀଫ ୪/୧୦୬, ହାଦୀସ ନଂ-୨୫୮୨ ।

السحور والافطار সাহৰী ও ইফতারের মাসামেল

মাসআলা-৩৭ : সাহৰী খাওয়ায় বরকত রয়েছে ।

মাসআলা-৩৮ : যুম থেকে জাগ্রত হওয়ার পর জেনে শুনে সাহৰী ছাড়বে না ।

عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: **تسحروا فان في السحور بركة.** متفق عليه。(١)

হ্যরত আনাস (রজিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন, “তোমরা সাহৰী খাও কেননা সাহৰীতে বরকত আছে ।” –বুখারী, মুসলিম ।

মাসআলা-৩১ : রম্যানে ফজরের আযানের পূর্বে সাহৰীর জন্য আযান দেয়া সুন্নাত ।

عن عائشة رضي الله عنها أن بلاً كان يبَذن بليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كُلوا واشْرِبُوا حتّى يبَذن ابن أم مكتوم فإنه لا يبَذن حتى يطّلع الفجر». رواه البخاري。(٢)

হ্যরত আয়েশা (রজিঃ) বলেন, বেলাল রাত্রি থাকতে আযান দেয় । তাই রাসূল করীম (সা:) বলেছেন, “তোমরা খানা-পিনা করতে থাক যতক্ষণ না ইবনে উম্মে মাকতুম আযান দেয় । কেননা সে ফজর না হওয়া পর্যন্ত আযান দেয় না ।” –বুখারী ।

মাসআলা-৪০ : ইফতার তাড়াতাড়ি করা এবং সাহৰী দেরীতে খাওয়া নবীগণের তরীকা ।

عن أبي الدرداء، رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ثلاث من أخلاق النبوة تعجبيل الإفطار وتأخير السحور ووضع اليمين على الشمال في الصلاة». رواه الطبراني。(٣)

হ্যরত আবুদ্বারদা (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন, “তিনটি বিষয় নবীগণের চরিত্রের অঙ্গভূক্ত । ১. তাড়াতাড়ি ইফতার করা ২. সাহৰী দেরীতে খাওয়া ৩. নামাজ অবস্থায় ডান হাতকে বাম হাতের উপর বাঁধা ।” –আবুরানী ।

মাসআলা-৪১ : সাহৰী খেতে খেতে আযান হয়ে গেলে তৎক্ষণাত্মে খানা না ছেড়ে তাড়াতাড়ি খেয়ে নেওয়া দরকার ।

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: **إذا سمع النساء أحدكم والآباء في يده فلا يضعه حتى يقضى حاجته منه.** رواه أبوداود. (صحيح) (٤)

হ্যরত আবুহুরায়রা (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন, “যখন তোমাদের কেউ আযান শুনে আর খাওয়ার বাসন তার হাতে থাকে তখন সে যেন তা রেখে না দেয় যতক্ষণ না তা থেকে আপন আবশ্যিক পূর্ণ করে ।” –আবুদাউদ ।

মাসআলা-৪২ : রোয়া ইফতারের জন্য সূর্য অন্ত যাওয়া শর্ত ।

عن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: **إذا أقبل الليل من هنَا وأدبر النهار من هنَا وغرت الشمس فقد أنظر الصائم.** متفق عليه.(٥)

১. সহীহ আল বুখারী ১/২৪২, হাদীস নং-১৭৮৭ ।

২. সহীহ আল বুখারী ১/২৪০, হাদীস নং-১৭৮৩ ।

৩. সহীহ জামিউস সাগীর ১/৩৪ খড়, হাদীস নং-৩০৩৪ ।

৪. সহীহ সুনানি আবিদাউদ ১/৫৭, হাদীস নং-২৩৫০ ।

৫. সহীহ আল বুখারী ১/২৫৬, হাদীস নং-১৮১৫ ।

ହ୍ୟରତ ଉମର (ରଜିଃ) ବଲେନ, ରାସୂଲୁଲ୍ଲାହ (ସା:) ବଲେଛେ, “ସଥନ ରାତ୍ରି ଆଗମନ କରେ ଆର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ତ ହେଁ ଯାବେ ତଥନ ରୋଧାଦାର ଇଫତାର କରବେ ।” -ବୁଖାରୀ, ମୁସଲିମ ।

ବିଦ୍ୟୁଃ ସଫରକାଳୀନ ଜାହାଜେ ସାଓୟାର ହୋୟାର ସମୟ ଇଫତାରେର ସମୟ ୧୫ ମିନିଟ୍ ବାକୀ ଛିଲ, କିନ୍ତୁ ଜାହାଜ ଉଦିଷ୍ଟ ଉର୍ଭଗମନେର ପର ୧ ଘନ୍ଟା ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ତ ଗେଲ । ତଥନ ରୋଧାଦାରକେ ଏକ ଘନ୍ଟା ପରେଇ ଇଫତାର କରତେ ହେବେ । ଏମନିଭାବେ ସାହରୀର ସମୟକେଣେ ଉପଶିତ୍ ସ୍ଥାନେର ଖେଲାଲ କରେ ଠିକ କରତେ ହେବେ ।

ମାସଆଲା-୪୩ : ତାଜା ଖେଜୁର, ଶୁକନୋ ଖେଜୁର ଅଥବା ପାନି ଦ୍ୱାରା ଇଫତାର କରା ସୁନ୍ନାତ ।

ମାସଆଲା-୪୪ : ଲବନ ଦ୍ୱାରା ଇଫତାର କରା ସୁନ୍ନାତ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରମାଣିତ ନାହିଁ ।

بن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر قبل أن يصلى على رطبات إن لم تكن رطبات فتميرات فإن لم تكن تميرات حسا حسوات من ماء. رواه أبو داود. والترمذى. (حسن) (୧)

ହ୍ୟରତ ଆନନ୍ଦ (ରଜିଃ) ବଲେନ, “ନରୀ କରୀମ (ସା:) ମାଗରିବେର ନାମାଜେର ପୂର୍ବେ କଯେକଟି ତାଜା ଖେଜୁର ଦ୍ୱାରା ଇଫତାର କରନ୍ତେନ । ଯदି ତାଜା ଖେଜୁର ନା ଥାକତ ଶୁକନୋ ଖେଜୁର ଦ୍ୱାରା କରନ୍ତେନ । ଯদି ଶୁକନ୍ତ ଖେଜୁରଙ୍ଗ ନା ଥାକତ, ତବେ କଯେକ କୋଶ ପାନ ପାନ କରନ୍ତେନ ।” -ଆବୁଦୁଆଇଦ, ତିରମିଜି ।

ମାସଆଲା-୪୫ : ରୋଧା ଇଫତାରେର ସମୟ ନିମ୍ନେ ଦୋଯା ପଡ଼ା ସୁନ୍ନାତ ।

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفتر قال: ذهب الظماء وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. رواه أبو داود. (حسن) (୨)

ହ୍ୟରତ ଆବଦୁଲ୍ଲାହ ଇବନେ ଉମର (ରଜିଃ) ବଲେନ, “ନବୀକରୀମ (ସା:) ସଥନ ରୋଧା ଇଫତାର କରନ୍ତେ, ତଥନ ଏହି ଦୋଯା ପଡ଼ନ୍ତେନ, ‘ଯାହାବାୟ ଯୋଯାମାଉ ଓୟାବ୍ରତାଲ୍ଲାତିଲ ଉର୍ମକୁ ଓୟା ଛାବାତାଲ୍ ଆଜରଙ୍କ ଇନଶାଆଲ୍ଲାହ’ ଅର୍ଥାତ୍ ତୃକ୍ଷା ଦୂର ହଲ, ଶିରା-ଉପଶିରା ସିଙ୍କ ହଲ ଏବଂ ଆଲ୍ଲାହ ଚାହେନ ତୋ ଛାଓୟାବ ନିର୍ଧାରିତ ହଲ ।” -ଆବୁଦୁଆଇଦ ।

ମାସଆଲା-୪୬ : ରୋଧାଦାରକେ ଇଫତାର କରାଲେ ରୋଧାଦାରେର ସମାନ ଛାଓୟାବ ଥାଣ୍ଡ ହେବେ ।

عن زيد بن خالد الجهنى رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فطر صائمًا كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئاً. ترمذى. (صحيح) (୩)

ହ୍ୟରତ ଯାଯେଦ ଇବନେ ଖାଲେଦ ଜୁହାନୀ (ରଜିଃ) ବଲେନ, “ରାସୂଲୁଲ୍ଲାହ (ସା:) ବଲେଛେ, ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ରୋଧାଦାରକେ ଇଫତାର କରାବେ ସେ ରୋଧାଦାରେର ସମାନ ଛାଓୟାବ ପାବେ ଏବଂ ରୋଧାଦାରେର ଛାଓୟାବଙ୍କ କୋନ କ୍ଷେତ୍ରେ କମ କରା ହେବେ ନା ।” -ତିରମିଜି ।

ମାସଆଲା-୪୭ : ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ଇଫତାର କରାବେ ତାର ଜନ୍ୟ ଦୋଯା କରା ଉଚିତ ।

عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفتر عن قوم قال: انظر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وتنزلت عليكم الملائكة. رواه أحمد (صحيح) (୪)

ହ୍ୟରତ ଆନନ୍ଦ (ରଜିଃ) ବଲେନ, ରାସୂଲୁଲ୍ଲାହ (ସା:) ସଥନ କାରୋ କାହେ ଇଫତାର କରନ୍ତେନ ତଥନ ଏହି ଦୋଯା ପଡ଼ନ୍ତେନ, “ଆଫତ୍ତାରା ଇନଦାକୁମୁସ୍‌ସାଇମୁନ ଓୟା ଆକାଲା ଭାଯାମାକୁମୁଲ ଆବରାକୁ ଓୟା ତାନାୟାଲାତ ଆଲାଇକୁମୁଲ ମାଲାୟିକାତ ।” -ଆହମଦ ।

୧. ସହିଲ ସୁନାନି ଆବଦୁଆଇଦ : ୧/୫୯, ହାଦୀସ ନଂ-୨୩୫୬ ।

୨. ସହିଲ ସୁନାନି ଆବଦୁଆଇଦ : ୨/୫୯, ହାଦୀସ ନଂ-୨୩୫୭ ।

୩. ସୁନାନ୍ତ ତିରମିଜି : ୩/୧୭୧, ହାଦୀସ ନଂ-୮୦୭ ।

୪. ସହିଲ ଜାମିଉସ୍ ସାଗରୀ : ୪୯ ଖଣ୍ଡ, ହାଦୀସ ନଂ-୪୫୫୩ ।

صلوة التراويح ତାରାବୀର ନାମାଜେର ମାସାଯେଲ

ମାସଆଲା-୪୮ : ତାରାବୀର ନାମାଜ ପୂର୍ବେର ସକଳ ସାଗିରା ଶୁନାହେର ଜନ୍ୟ କ୍ଷମାର କାରଣ ହୟେ ଥାକେ ।
عن أبي هريرة رضي الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيماناً واحتساباً
غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري (۱)

ହ୍ୟରତ ଆବୁ ହରାୟରା (ରଜି) ବଲେନ, ରାସୁଲୁଲ୍ଲାହ (ସା) ବଲେଛେ, “ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ଈମାନେର ସହିତ
ଛାଓୟାବେର ନିୟମେ କିଯାମ ତଥା ତାରାବୀ ପଡ଼ିବେ, ତାର ଅଭୀତେର ସମୂହ ଶୁନାହ କରେ ଦେୟା
ହେବ ।”-ବୁଖାରୀ ।

ମାସଆଲା-୪୯ : ରମ୍ୟାନ ଶରୀଫେ ତାରାବୀ ବା କିଯାମେ ରମ୍ୟାନ ଅନ୍ୟ ମାସ ସମୂହେ ତାହାଜ୍ଞୁଦ ବା କିଯାମେ
ନାୟଲେର ଅନ୍ୟ ନାମ ।

ମାସଆଲା-୫୦ : ରମ୍ୟାନ ବ୍ୟାତିତ ଅନ୍ୟ ମାସେ ତାହାଜ୍ଞୁଦେର ନାମାଜ ଅପେକ୍ଷା ରମ୍ୟାନ ମାସେ ତାରାବୀର
ଭିନ୍ନିଦିନ ଓ ଗୁରୁତ୍ୱ ଅନେକ ବେଶୀ ।

ମାସଆଲା-୫୧ : ତାରାବୀର ନାମାଜ ସୁନ୍ନାତ ହିସେବେ ଆଟ ରାକାତ । ସୁନ୍ନାତ ବିନେ ରାକାତେର କୋନ ନିର୍ଦିଷ୍ଟ
ସୀମା ନେଇ । ଯାର ଯା ଇଚ୍ଛା ପଡ଼ିତେ ପାରବେ ।

عن أبي سلمة بن عبد الرحمن رضي الله عنه أنه سأله عائشة كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه
وسلم في رمضان فقالت ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على احدى عشرة ركعة. يصلى أربعاً فلا
تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلى أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلى ثلاثاً (۲) ।
ହ୍ୟରତ ଆବୁ ସାଲମା ଇବନେ ଆବଦୁର ରହମାନ (ରଜି) ଥେକେ ବର୍ଣ୍ଣିତ, ତିନି ଏକଦି ହ୍ୟରତ ଆୟେଶା (ରା) ଥେକେ
ଜିଜ୍ଞାସା କରଲେନ, ରାସୁଲୁଲ୍ଲାହ (ସା) ରମ୍ୟାନ ଶରୀଫେ ରାତ୍ରେ ନାମାଜ କି ରକମ ପଡ଼ିତେନ ? ହ୍ୟରତ
ଆୟେଶା (ରଜି) ଉତ୍ତରେ ବଲଲେନ, “ରମ୍ୟାନ ଏବଂ ଗାୟରେ ରମ୍ୟାନ ଉତ୍ସବ ସମୟେ ନରୀ କରୀମ (ସା)
ରାତ୍ରେ ନାମାଜ ଏଗାର ରାକାତର ବେଶୀ ପଡ଼ିତେନ ନା । ପ୍ରଥମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦରଭାବେ ବିଲସ କରେ ଚାର
ରାକାତ ପଡ଼ିତେନ । ପରେ ଏକଇ ନିୟମେ ଆରୋ ଚାର ରାକାତ ପଡ଼ିତେନ । ଆର ତିନ ରାକାତ ବିତରେ
ନାମାଜ ପଡ଼ିତେନ ।” -ବୁଖାରୀ ।

ମାସଆଲା-୫୨ : ତାରାବୀର ନାମାଜେର ସମୟ ଏଶା ଥେକେ ଫଜର ହୁଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ।

ମାସଆଲା-୫୩ : ତାରାବୀର ନାମାଜ ଦୁଇ ଦୁଇ ରାକାତ ପଡ଼ା ଭାଲ ।

ମାସଆଲା-୫୪ : ବିତର ଏକ ରାକାତ ପଡ଼ାସୁନ୍ନାତ ।

عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلى فيما بين أن يفرغ من صلاة
العشاء، إلى النجور إحدى عشرة ركعة يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة. متفق عليه. (۳)

ହ୍ୟରତ ଆୟେଶା (ରଜି) ଥେକେ ବର୍ଣ୍ଣିତ, “ନରୀ କରୀମ (ସା) ଏଶା ଏବଂ ଫଜରେ ନାମାଜେର ମଧ୍ୟକାର
ସମୟେ ଏଗାର ରାକାତ ନାମାଜ ପଡ଼ିତେନ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁରାକାତେର ପର ସାଲାମ ଫିରାତେନ ଅତଃପର ଏକ
ରାକାତ ବିତର ପଡ଼ିତେନ ।” -ବୁଖାରୀ, ମୁସଲିମ ।

୧. ସହିହ ଆଲ ବୁଖାରୀ ୧/୪୭, ହାଦୀସ ନ-୩୬ ।

୨. ସହିହ ଆଲ ବୁଖାରୀ ୧/୪୭୦, ହାଦୀସ ନ-୧୦୭୬ ।

୩. ମୁସଲିମ ଶରୀଫ ୩/୬୧, ହାଦୀସ ନ-୧୫୮୮ ।

ମାସଆଳା-୫୫ : ରାସୁଲୁଲ୍ଲାହ (ସା:) ସାହାବାୟେ କେରାମଦେର ନିଯେ ମାତ୍ର ତିନ ଦିନ ଜାମାତେର ସହିତ ତାରାବୀର ନାମାଜ ପଡ଼େଛେ ।

ମାସଆଳା-୫୬ : ମହିଲା ମସଜିଦେ ଗିଯେ ତାରାବୀର ନାମାଜ ଆଦାୟ କରାତେ ପାରବେ ।

عن أبي ذر رضي الله عنه قال صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يصل بنا حتى بقى سبع من شهر فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل ثم لم يقم بنا في السادسة وقام بنا في الخامسة حتى ذهب شطر الليل قلنا يا رسول الله لو نفينا بقيمة ليلتنا هذه؟ فقال إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة لم يقم بنا حتى بقى ثلث من الشهر فصلى بنا في الثالثة ودعا أهله ونساءه فقام بنا حتى تخوفنا لفلاح قلت له وما الفلاح؟ قال السحور. رواه الحمسة وصححه الترمذى. (صحيح) (1)

ହୟରତ ଆବୁ ଯର (ରଜି:) ବଲେନ, “ଆମରା ରାସୁଲୁଲ୍ଲାହ (ସା:)–ଏର ସାଥେ ରୋଯା ରେଖେଛି । ନବୀ (ସା:) ଆମାଦେରକେ ତାରାବୀର ନାମାଜ ପଡ଼ାଲେନ ନା, ଏମନକି ରମ୍ୟାମେର ଆର ସାତ ଦିନ ବାକୀ ଛିଲ ଅର୍ଥାତ୍ ତେଇଶ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ । ତାରପର ତେଇଶ ତାରିଖ ରାତ୍ରେ ଆମାଦେରକେ ତାରାବୀର ନାମାଜ ପଡ଼ାଲେ ତୃତୀୟାଂଶ ରାତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ । ଚରିଶ ତାରିଖ ପଡ଼ାଲେନ ନା । ପଞ୍ଚିଶ ତାରିଖ ରାତ୍ରେ ଅର୍ଧ ରାତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାରାବୀ ପଡ଼ାଲେନ । ଆମରା ବଲଲାମ, ହେ ଆଲାହର ରାଶୁ! କତଇନା ଭାଲ ହତ, ସନ୍ଦି ଆପଣି ଆମାଦେରକେ ସାରାରାତ ନାମାଜ ପଡ଼ାଇଲେନ । ନବୀ କରୀମ (ସା:) ବଲେନ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଇମାମ ମସଜିଦ ଥେକେ ଚଲେ ଆସି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇମାମେର ସାଥେ ଜାମାତେ ନାମାଜ ପଡ଼େଛେ ସେ ସାରା ରାତ ଇବାଦତ କରାର ଛାଓୟାବ ପାବେ । ଏରପର ସିଖି ସାତାଶ ତାରିଖ ହେଁ ଗେଛେ ତଥିନ ଆବାର ନାମାଜ ପଡ଼ାଲେନ ଏବାର ପରିବାରର୍ଗ ଏବଂ ମହିଲାଦେରକେଓ ଆହବାନ କରିଲେନ ଏବଂ ଛୁବହେ ଛାଦେକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାମାଜ ପଡ଼ାଲେନ ।” –ଆବୁଦୁଆଦ, ତିରମିଜି, ନାସାଈ, ଇବନେ ମାଜା ।

ମାସଆଳା-୫୭ : ଏକ, ତିନ ଅର୍ଥବା ପାଂଚ ରାକାତ ବିତର ପଡ଼ାଓ ସୁନ୍ନାତ ।

عن أبي بُوب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوتر حق على كل مسلم فمن أحب أن يؤتى بخمس فليفعل ومن أحب أن يؤتى بثلاث فلينفع ومن أحب أن يؤتى بواحدة فليفعل. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. (صحيح) (2)

ହୟରତ ଆବୁ ଆଇୟୁବ (ରଜି:) ବଲେନ, ରାସୁଲୁଲ୍ଲାହ (ସା:) ବଲେଛେନ, “ବିତରେର ନାମାଜ ପଡ଼ା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁସଲମାନେର ଦାୟିତ୍ୱ । ତବେ ଯାର ଇଚ୍ଛା ପାଂଚ ରାକାତ, ଯାର ଇଚ୍ଛା ତିନ ରାକାତ ଏବଂ ଯାର ଇଚ୍ଛା ଏକ ରାକାତଙ୍କ ପଡ଼ିତେ ପାରବେ ।” –ଆବୁ ଦ୍ଵାଉଦ, ନାସାଈ, ଇବନେ ମାଜା ।

ମାସଆଳା-୫୮ : ଏକ ତାଶାହୁଦ ଏବଂ ଏକ ସାଲାମେ ତିନ ରାକାତ ବିତର ସୁନ୍ନାତ ।

ମାସଆଳା-୫୯ : ବିତରେର ପ୍ରଥମ ରାକାତେ ସୂରା ‘ଆଲା’ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାକାତେ ସୂରା ‘କାଫିରନ’ ଏବଂ ତୃତୀୟ ରାକାତେ ସୂରା ‘ଏଖଲାଛ’ ପଡ଼ା ସୁନ୍ନାତ ।

وعن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الوتر بسبع اسم ربك الأعلى في الركعة الثانية قل يا أيها الكافرون وفي الثالثة بقل هو الله أحد ولا يسلم إلا في آخرهن. رواه لنساني. (صحيح) (3)

1. ସହିହ ସୁନାନି ଆବିଦାଉଦ : ୧/୩୭୯, ହାଦୀସ ନଂ-୧୩୭୫ ।

2. ସହିହ ସୁନାନି ଆବିଦାଉଦ : ୧/୩୯୨, ହାଦୀସ ନଂ-୧୪୨୨ ।

3. ସହିହ ସୁନାନିନ ନାସାଈ : ୧/୫୪୮, ହାଦୀସ ନଂ-୧୭୦୦ ।

হয়রত উবাই ইবনে কাব (রজিঃ) বলেন, “নবী করীম (সা:) বিতরের প্রথম রাকাতে সূরা ‘আলা’, দ্বিতীয় রাকাতে ‘সূরা আল কাফিরুন’ এবং তৃতীয় রাকাতে সূরা ‘এখলাছ’ পড়তেন। আর শেষ রাকাতেই সালাম ফিরাতেন।” –নাসাই।

মাসআলা-৬০ : মাগরিবের নামাজের মত দুই তাশাহ্ত্তদ এবং এক সালামে তিনি রাকাত বিতর পড়া ঠিক নয়।

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم «لاتوتروا بثلاث أو تروا بخمس أو سبعة ولا تشبها بصلة المغرب». رواه الدارقطني. (صحيح) (١)

হযরত আবু হুয়ায়রা (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন, “তিনি বিতর পড়না, বরং পাঁচ রাকাত বা সাত রাকাত পড়। আর মাগরিবের নামাজের মত পড়না।” –দারা কুতনী।

মাসআলা-৬১ : বিতরের নামাজে দোয়া কুনুত রুকুর পূর্বে ও পরে উভয় নিয়মে পড়া জায়েয়।

سئل أنس بن مالك رضي الله عنه عن القنوت فقال قلت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع وقبل الركوع وبعده. رواه ابن ماجه. صحيح) (٢)

হযরত আনাস ইবনে মালিক (রজিঃ)কে কুনুত সম্পর্কে জিজাসা করা হলে উত্তরে তিনি বলেন, “রাসূলুল্লাহ (সা:) রুকুর পর কুনুত পড়তেন।” অন্য এক বর্ণনায় আছেও ‘রুকুর আগে ও পরে উভয় নিয়মেই পড়তেন।’ –ইবনে মাজা।

মাসআলা-৬২ : নবী করীম (সা:) হযরত হাসান ইবনে আলী (রজিঃ)কে বিতরের নামাজে পড়ার জন্য যে দোয়া কুনুত শিক্ষা দিয়েছিলেন তা হল এইঁ:

عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال علمتني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أثرهن في قنوت الوتر: اللهم اهدنى هديت وعافنی فیمن عافت وتولى فیمن توفیت وبارك لى فيما أعطیت وقنى شر ما قضیت فإنك تقضی ولا يقضی عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عادیت تبارکت ربنا وتعالیت. رواه الترمذی وأبو داود والسنّانی وابن ماجه والدارمی. (صحيح) (٣)

হযরত হাসান ইবনে আলী (রজিঃ) বলেন, “রাসূলুল্লাহ (সা:) আমাকে বিতরের নামাজে পড়ার জন্য এ দোয়া কুনুত শিক্ষা দিয়েছিলেন, “আল্লাহহুস্ত্রিনী ফীমান হাদাইতা, ওয়া আফিনী ফীমান আফাইতা, ওয়া তাওয়াল্লানী ফীমান তাওয়াল্লাইতা, ওয়া বারিক লী ফীমা আতাইতা, ওয়া কিনী শাররা মা কায়াইতা, ফাইন্নাকা তাকফী ওয়ালা যুক্যা আলাইকা, ইন্নাহ লা যাযিলু মান ওয়ালাইতা ওয়া লা যাযিয়্যু মান আদাইতা, তাবারাকতা রাববানা ওয়া তাআলাইতা, ওয়া সাল্লাল্লাহু আলান্নাৰীয়ি মুহাম্মাদিন।” –নাসাই, তিরমিজি, আবুদাউদ, ইবনে মাজা, দারিমী।

১. সুনান দারা কুতনী : ১/দ্বিতীয় অংশ, পৃ-১৭, হাদীস নং-১৬৩৫।

২. সহীহ সুনানি ইবনে মাজা : ১/৩৪৯, হাদীস নং-১১৯৬।

৩. সহীহ সুনানি আবিদাউদ : ১/৩৯২, হাদীস নং-১৪২৫।

মাসআলা-৬৩ : দ্বিতীয় মাসনুন দোয়া কুনুত হল এইঃ

عن عمر - رضي الله عنه - أنه قلت فقال: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغرك وننورك إليك، ونؤمن بك ونتوكل عليك، ونشتري عليك الخير كل خير ونشكرك، ولا نكفرك ونخلع ونترك من ينجزك. اللهم إياك نعبد ولك نصلى ونسجد وإليك نسعي ونحلف نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكافار ملحق. رواه الطحاوي. (صحيح) (إرواء الغليل: ١٦٣/٢)

হয়রত উমর (রজিঃ) এই দোয়া কুনুত পড়তেন, বিশিষ্টাহির রাহমানির রাহীম, আল্লাহস্মা ইন্না নাসু তাস্তুকা, ওয়া নাস্তাহদীকা, ওয়া নাস্তাগফিরুকা, ওয়া নাতুরু ইলাইকা, ওয়া নুমিনুবিকা, ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইকা, ওয়া নুহনি আলাইকাল খায়রা কুম্বাহ, ওয়ানাশকুরুকা ওয়ালা নাক্ফুরুকা ওয়া নাখলাউ ওয়া নাতরংকু মান যাফজুরুকা, আল্লাহস্মা ইয়াকানাবুদু ওয়ালাকা নুসান্নি ওয়ানাসজুদু ওয়া ইলাইকা আসআ ওয়া নাহফিদু, নারজু রাহমাতাকা ওয়া নাখশা আয়াবাকা, ইন্না আয়াবাকাল জিদ্দা বিল কুফফারি মুলহিক।” -তাহবী, ইরউয়াউল গালীল ২/১৬৩।

মাসআলা-৬৪ : তিন রাতের কম সময়ে কোরআন খতম করা অপচন্দনীয়।

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لم يفته من قرأ القرآن في أقل من ثلاثة. رواه أبو داود. (صحيح) (٢)

হয়রত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন, “যে ব্যক্তি তিন রাতের কম সময়ে কোরআন মজীদ খতম করেছে সে কোরআন বুরেনি।” -আবুদাউদ।

মাসআলা-৬৫ : একই রাতে কোরআন খতম করা সুন্নাতের বরখেলাফ।

عن عائشة رضي الله عنها قالت: لا أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة ولا قام ليلة حتى أصبح ولا صام شهراً كاملاً غير رمضان. رواه مسلم وأحمد وأبو داود. (٣)

হয়রত আয়েশা (রজিঃ) বলেন, “রাসূলুল্লাহ (সা:) একই রাতে পুরো কোরআন খতম করেছেন বা কোন রাতে ফজর পর্যন্ত সারা রাত ইবাদত করেছেন বা রম্যান ব্যক্তিত অন্য কোন মাসে পুরো মাস রোয়া রেখেছেন বলে আশার জানা নেই।” -আহমদ, আবুদাউদ, মুসলিম।

মাসআলা-৬৬ : তেলাওয়াতে সিজদায় এই দোয়া পড়া সুন্নাত।

عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في سجدة القرآن بالليل: سجد وجهي للذى خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. رواه أبو داود والترمذى والنمسانى. (صحيح) (٤)

হয়রত আয়েশা (রজিঃ) বলেন, “বৰী করীম (সা:) তাহাজ্জুদের সময় যখন সেজদা করতেন তখন বলতেন, “সাজাদা ওয়াজহী লিল্লায়ী খালাকাহ ওয়া শাকা সামাহ ওয়া বাছারাহ বিহাওলিহী ওয়া কুওয়াতিহী।” -আবুদাউদ, তিরমিজি, নাসাই।

১. মুসলিমাফে আবদুর রাজজাক ৩/১১০, হাদীস নং-৪৯৬৮।

২. সহীহ সুনানি আবিদাউদ ১/৩৮৬, হাদীস নং-১৩৯৪।

৩. মুসলিম শরীফ ৩/৭১, হাদীস নং-১৬০৯।

৪. তিরমিয়ি শরীফ ২/৪৭৪, হাদীস নং-৫৮০।

সআলা-৬৭ : ফরজ ব্যতীত অন্য নামাজসমূহে দেখে দেখে কোরআন তেলাওয়াত করা জায়েয় ।

كانت عائشة رضي الله عنها يومها عبدها ذكرها من المصحف رواه البخاري (١)

বারত আয়েশা (রজিঃ) এর গোলাম যক্উয়ান কোরআন মজীদ দেখে দেখে পড়ে তাঁর ইমামত রাতেন । ” –বুখারী, তালীক ।

সআলা-৬৮ : নফল ইবাদতে যতক্ষণ উদ্যম ও স্ফূর্তি থাকবে তৎক্ষণ ইবাদত করবে, যখন কষ্ট ক্লান্তি অনুভব হবে তখন ছেড়ে দেওয়া চাই ।

সআলা-৬৯ : ইবাদতসমূহে মধ্যপথ অবলম্বন করা ভাল ।

عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليصل أحدكم نشاطه وإذا فليتعذر . متفق عليه. (٢)

বারত আনস (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, “তোমাদের যে কেউ তার উদ্যম ও স্ফূর্তি ক্রিমাণ সালাত আদায় করবে, যখন দুর্বলতা ও ক্লান্তি অনুভব করবে তখন বসে পড়বে । ” –বুখারী, মুসলিম ।

عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا من الأعمال ، تطيفون فإن الله لا يمل حتى قلوا . متفق عليه. (٣)

বারত আয়েশা (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, “তোমরা যথাসাধ্য অধিক পরিমাণে ভাল জ্ঞ কর, কারণ আল্লাহ তায়ালা সওয়াব দিতে কখনো ক্লান্ত হন না বরং তোমরাই আমল করতে রাতে ক্লান্ত হয়ে পড় । ” –বুখারী, মুসলিম ।

عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهمَا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عـ الله لا تكن مثل قلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل . رواه مسلم. (٤)

বারত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, “হে আবদুল্লাহ ! তুমি মুক্তির মত হওনা । যে সারা রাত জেগে ইবাদত করত, পরে তা পরিত্যাগ করেছে । ” মুসলিম শরীফ ।

তাগলীকুত তালীক : ২/২৯০, ২৯১ ।

মুসলিম শরীফ : ৩/১২১, হাদীস নং-১৭০১ ।

মুসলিম শরীফ : ৪/১০৯, হাদীস নং-২৫৯০ ।

মুসলিম শরীফ : ৪/১১৬, হাদীস নং-২৬০০ ।

رخصة الصوم

ରୋଧା ନା ରାଖାର ଅନୁମତିର ମାସାଯେଲ

ମାସଆଳା-୭୦ : ସଫରରେ ରୋଧା ରାଖା ଏବଂ ଛାଡ଼ା ଉଭୟ ଜାଯେଯ ।

بن عائشة رضى الله عنها قالت: إن حمزة بن عمرو الأسلمي رضى الله عنه أنة قال للنبي صلى الله عليه وسلم أتصوم في السفر وكان كبير الصيام فقال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. متفق عليه. (١)

ହ୍ୟରତ ଆୟେଶା (ରଜିଃ) ବଲେନ, ହାମ୍ରା ଇବନେ ଆମର ଆସଲାମୀ (ରଜିଃ) ରାସ୍ତୁଲୁହାହ (ସା:) -ଏର କାଜ ଜିଜ୍ଞାସା କରଲେନ, ହ୍ୱଜୁର ଆମି କି ସଫରରେ ରୋଧା ରାଖିବାକି ତିନି ବେଶୀ ବେଶୀ ରୋଧା ରାଖିତେନ । ନବ (ସା:) ବଲେନ, "ଯଦି ଚାଓ ରାଖିତେ ପାର, ଆର ଯଦି ଚାଓ ନାଓ ରାଖିତେ ପାର ।"-ବୁଝାରୀ, ମୁସଲିମ ।

ନ ଅବି ସ୍ବିଦ ଖ୍ରଦ୍ରି ରାଜୀ ଦେଇ କାହିଁ ଗ୍ରନାମୁ ରୋଲ ଲାଗି ଲାଗି ରାଜୀ ଦେଇ କାହିଁ ରୋତି ମତ ପଢିଥିଲୁ କାହିଁ ରୋତି ମତ ପଢିଥିଲୁ ।

ହ୍ୟରତ ଆୟୁ ସାଈଦ ଖୁଦରୀ (ରଜିଃ) ବଲେନ, "ରମ୍ୟାନେର ଘୋଲ ଦିନ ଅତିବାହିତ ହବାର ପର ଆମ ରାସ୍ତୁଲୁହାହ (ସା:) -ଏର ସାଥେ ସୁନ୍ଦର ଅଂଶୁରହଣ କରେଛିଲାମ । ଏ ସମୟେ ଆମାଦେର କେଉ ସିଯାମ ପାକି କରିଛିଲେନ ଆବାର କେଉ ତା ଛେଡ଼େ ଦିଛିଲେନ । କିନ୍ତୁ ଏତେ ସଓମପାଲନକାରୀ ସଓମଭଙ୍ଗକାରୀକେ କୋ ଦୋଷାରୋପ କରେନି ଏବଂ ସଓମଭଙ୍ଗକାରୀ ଓ ସଓମପାଲନକାରୀକେ କୋନ ପ୍ରକାର ଦୋଷାରୋପ କରେନି ।

-ମୁସଲିମ

ମାସଆଳା-୭୧ : ଝତୁବତୀ ଓ ନେଫାସଓୟାଲୀ ମହିଳା ହାଯେଯ ଓ ନେଫାସ ଅବହ୍ଲାୟ ରୋଧା ରାଖିବେ ନା । ବର ପରେ କାଜା ଆଦାୟ କରବେ ।

ମାସଆଳା-୭୨ : ଷ୍ଟନ୍ୟଦାମକାରିମୀ ଓ ଗର୍ଭବତୀ ଶ୍ରୀଲୋକର ଜନ୍ୟ ରୋଧା ଛେଡ଼େ ଦେଇର ଅନୁମତି ଆଛେ ତବେ ପରେ କାଜା ଆଦାୟ କରତେ ହବେ ।

ନ ଅବି ସ୍ବିଦ ଖ୍ରଦ୍ରି ରାଜୀ ଦେଇ କାହିଁ ଗ୍ରନାମୁ ରୋଲ ଲାଗି ଲାଗି ରାଜୀ ଦେଇ କାହିଁ ରୋତି ମତ ପଢିଥିଲୁ ।

ହ୍ୟରତ ଆୟୁ ସାଈଦ ଖୁଦରୀ (ରଜିଃ) ବଲେନ, ନବି କରୀମ (ସା:) ବଲେଛେନ, "ଏହାପି ନୟ କି, ଯଥିନ ମହିଳା ଝତୁବତୀ ହୁଏ ତଥିନ ମେ ନାମାଜ-ରୋଧା କିଛୁଇ କରତେ ପାରେ ନା । ଏହି ହର୍ଷି ତାନେର ଜନ୍ୟ ଧର୍ମେର ବିଷୟ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା ।"-ବୁଝାରୀ ।

ନ ଅନ୍ସ ବିନ ମାଲକ କୁକୁବି ରାଜୀ ଦେଇ କାହିଁ ଗ୍ରନାମୁ ରୋଲ ଲାଗି ଲାଗି ରାଜୀ ଦେଇ କାହିଁ ରୋତି ମତ ପଢିଥିଲୁ ।

ହ୍ୟରତ ଆନାସ (ରଜିଃ) ଥିକେ ବର୍ଣିତ, ରାସ୍ତୁଲୁହାହ (ସା:) ବଲେଛେନ, "ଆଜ୍ଞାହପାକ ମୁସାଫିର ଥେବା ଅର୍ଧକ ନାମାଜ ଏବଂ ମୁସାଫିର, ଷ୍ଟନ୍ୟଦାମକାରିନୀ ମାତା ଓ ଗର୍ଭବତୀ ଶ୍ରୀଲୋକ ଥିକେ ରୋଧା ଉଠିଥିଲାଇ ଦିଯାଇଛେ ।"-ଆସୁଦାଉ୍ଦ, ତିରମିଜି, ମାସାଈ, ଇବନେ ମାଜା ।

1. ସହିଇ ଆଲ ବୁଝାରୀ ୧/୨୫୧, ହାଦୀସ ନଂ-୧୮୦୩ ।

2. ମୁସଲିମ ଶରୀଫ ୪/୬୦, ହାଦୀସ ନଂ-୨୪୯୨ ।

3. ସହିଇ ଆଲ ବୁଝାରୀ ୧/୨୫୫, ହାଦୀସ ନଂ-୧୮୧୧ ।

4. ସହିଇ ସୁନାନି ଆବିଦାଉ୍ଦ ୧/୧୧, ହାଦୀସ ନଂ-୨୪୦୮ ।

قال أبو الزناد أن السنن ووجوه الحق لتأتي كثيرة على خلاف الرأي فلا يجد المسلمين بدا من اتباعها من ذلك أن المائن تقضى الصيام ولا تتعذر الصلاة رواه البخاري. (١)

হ্যরত আবুয়িনাদ (রহঃ) বলেন, “সুন্নাতসমূহ এবং শরীয়তের বিধি-বিধান অনেক সময় যুক্তি বিবর্জিত হয়। কিন্তু মুসলমানদের জন্য তা বজায় রাখা অনিবার্য হয়ে যায়। একপ বিধিবিধানের একটি হলো খুতুবতী মহিলারা রোয়ার কাজা আদায় করবে। কিন্তু নামাজের কাজা আদায় করবে না।” -বুখারী।

মাসআলা-৭৩ : সফর অথবা জিহাদে কষ্টের পরিপ্রেক্ষিতে রোয়া না রাখা জায়েয়। আর যদি রাখিয়ে থাকে তাহলে ভাঙ্গাও যেতে পারে। এর জন্য পরে শুধু কাজা দিতে হবে কাফ্ফারা দিতে হবে না।

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة في رمضان، فقام حتى بلغ الكبد، فأفطر، فأفطر الناس. متفق عليه. (٢)

হ্যরত ইবনে আববাস (রজিঃ) বলেন, “নবী করীম (সা:) ফতহে মক্কার সময় অবস্থায় রোয়াদার ছিলেন। যখন ‘কাদীদ’ নামক স্থানে পৌছলেন, তখন ইফতার করে ফেললেন, পরে অন্য লোকেরাও ইফতার করলেন।” -বুখারী।

মাসআলা-৭৪ : বার্ধক্য অথবা এমন কোন পীড়া যা শেষ হওয়ার আশা করা যায় না এর কারণে রোয়া না রেখে ফিদয়া আদায় করা যেতে পারে। এক রোয়ার ফিদয়া হচ্ছে যে কোন ফকির মিসকিনকে দু'বেলা খানা খাওয়ানো।

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رخص للشيخ الكبير أن يفطر وبطعم عن كل يوم مسكتنا ولا قضاه عليه. رواه الدارقطني والحاكم. (صحيح) (٣)

হ্যরত ইবনে আববাস (রজিঃ) বলেন, “বৃদ্ধের জন্য রোয়া না রাখার অনুমতি আছে। কিন্তু সে প্রত্যেক রোয়ার বদলে এক মিসকিনকে দু'বেলা খানা খাওয়াইবে এবং তাঁর উপর কোন কাজা নেই” -দারা কৃতনী, হাকেম।

মাসআলা-৭৫ : যে সকল বিষয়ে রোয়া না রাখার অনুমতি রয়েছে যথা-অসুখ, ভ্রমণ, বার্ধক্য, জিহাদ আর মহিলাদের ব্যাপারে গর্ভ, স্তন্যদান ইত্যাদি কারণসমূহ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও যদি কোন ব্যক্তি মনের আবেগে রোয়া রাখে। কিন্তু তা পূর্ণ করতে অক্ষম হয়ে পড়ে, তখন তার জন্য রোয়া ভেঙ্গে ফেলা ভাল। এমতাবস্থায় সে পরে শুধু কাজা আদায় করবে।

عن جابر بن عبد الله (رضي الله عنهما) قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاماً ورجلًا قد ظلل عليه فقال ما هذا؟ فقالوا صائم فقال ليس من البر الصوم في السفر. رواه البخاري. (٤)

হ্যরত জাবির ইবনে আবিল্লাহ (রজিঃ) বলেন, “রাসূলুল্লাহ (সা:) সফরকালে একদী লোকজনের সমাগম দেখলেন, তাঁরা সবাই এক ব্যক্তির উপর ছায়া করে আছে। রাসূল (সা:) জিজাসা করলেন, কি হলো? লোকজন বললেন, একজন রোয়াদার। তারপর নবী করীম (সা:) বললেন, সফররত অবস্থায় রোয়া পালন নেকীর কাজ নয়।” -বুখারী।

১. সহীহ আল বুখারী : ২/২৫৪, তাগলীক : ৩/১৮৯।

২. সহীহ আল বুখারী : ২/২৫১, হাদীস নং-১৮০৮

৩. দারা কৃতনী : ১/মিতীয় অংশ, পৃ-১৬৫, হাদীস নং-২৩৫৫।

৪. সহীহ আল বুখারী : ২/২৫২, হাদীস নং-১৮০৬।

صيام القضا কাজা রোয়ার মাসায়েল

মাসআলা-৭৬ : ফরজ রোয়া সমূহের কাজা আগামী রমযানের পূর্বে যে কোন সময়ে আদায় করা যায়।

عن عائشة رضى الله عنها قالت: كان يكون على الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضى إلا في
شعبان. متفق عليه.(۱)

হযরত আয়েশা (রজিঃ) বলেন, “আমার উপর রমযানের রোয়া বাকী থাকত, আর আমি শাবানের
পূর্বে কাজা আদায় করার সুযোগ পেতাম না।” -বুখারী, মুসলিম।

মাসআলা-৭৭ : ফরজ রোয়ার কাজা একসাথে লাগাতার অথবা পৃথক পৃথকভাবে আদায় করা যায়।

عن عائشة رضى الله عنها قالت: نزلت فعدة من أيام آخر متتابعات فسقطت متتابعات. رواه الدارقطني
 فقال اسناده صحيح.(۲)

হযরত আয়েশা (রজিঃ) বলেন, “রোয়া সম্পর্কে প্রথমে এই বিধান ছিল যে, কাজা রোযাসমূহ অন্য
মাসে লাগাতার রাখতে হবে। পরে লাগাতার রাখার কথাটা রহিত হয়ে গেছে।” -দারাকুতনী।

قال ابن عباس رضى الله عنهمَا لابنِ أبِي مُعَاوِيَةَ قَدْ أَنْ يَفْرَقَ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى فِعْدَةً مِنْ أَيَّامٍ أُخْرَى . رواه البخاري. (۳)
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবৰাস (রজিঃ) বলেন, “পৃথক পৃথকভাবে রোয়া রাখলে কোন অসুবিধা
হবে না। কারণ আল্লাহপাক বলেছেন, “অন্যদিনে সংখ্যাটুকু পূর্ণ করবে।” -বুখারী।

মাসআলা-৭৮ : মৃত ব্যক্তির কাজা রোযাসমূহ তার ওয়ারিশদের আদায় করে দেয়া উচিত।

عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من مات وعليه صيام صام عنه
وليه. متفق عليه. (۴)

হৰত আয়েশা (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, “কোন ব্যক্তি মারা গেলে আর তার উপর
ফরজ রোয়া বাকী থাকলে তখন তার ওয়ারিসগণ কাজা আদায় করে দিবে।” -বুখারী, মুসলিম।

১. সহীহ আল বুখারী : ২/২৫৪, হাদীস নং-১৮১০।
২. দারা কুতনী : ১/বিভাগ অংশ, পৃ-১৫৩, হাদীস নং-২২৯।
৩. সহীহ আল বুখারী : ২/২৫৪, তাগলীক : ৩/১৮৬।
৪. সহীহ আল বুখারী : ২/২৫৫, হাদীস নং-১৮১২।

মাসআলা-৭৯ : নফল রোয়া সমূহের কাজা আদায় করা ওয়াজের নয়।

عن أم هانى قالت: لما كان يوم الفتح، ففتح مكة.- جاءت فاطمة، فجلست عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأم هانى عن يمينه، قال فجاعت الوليدة باتاء فيه شراب فتناولته، فشرب منه، فقال لها، أكنت تقضين شيئاً؟ قال: لا، قال "فلا يضرك إن كان طبعاً". رواه أبو داود. (صحيح) (১)

হ্যরত উমেহানী (রজিঃ) বলেন, “মখন মক্ষা বিজয়ের দিন হল হ্যরত ফাতেমা (রাজি�) এসে রাসূল (সা�)-এর বাম দিকে বসলেন আর উমেহানী ডান দিকে। এসময় একটি বালিকা একটি পাত্র নিয়ে আসল যাতে পানীয় ছিল। হজুর (সা�) তা থেকে কিছু পান করে উমেহানীকে দিলেন। উমেহানী তা থেকে কিছু পান করলেন, তারপর বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি পান করলাম অথচ আমি রোয়া রেখেছিলাম। হজুর (সা�) জিজ্ঞাসা করলেন, কোন কাজা রোয়া রেখেছিলে কি? তিনি বললেন, না। হজুর (সা�) বললেন, তোমার ক্ষতি হবে না যদি নফল রোয়া হয়।” -আবুদাউদ।

মাসআলা-৮০ : যদি কেউ মেঘের কারণে সময়ের পূর্বে রোয়া ইফতার করে ফেলে কিন্তু পরে জানতে পারল যে, সূর্য তখন ডুবেনি। এমতাবস্থায় কাজা আদায় করতে হবে। এমনিভাবে সাহৰীর সুমর খানা খেয়ে ফেলল কিন্তু পরে জানতে পারল যে তখন সুবহে সাদেক হয়ে গিয়েছিল, তখনও কাজা আদায় করা ওয়াজের।

عن أسماء، بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: أفترنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس، قلت لهشام: أمروا بالقضاء؛ قال: فلا بد من ذلك. رواه ابن ماجة والبخاري. (صحيح) (২)

হ্যরত আসমা বিনতে আবুবকর (রজিঃ) বলেন, “রাসূল করীম (সা�) এর জামানায় একদিন আমরা মেঘের কারণে রোয়া ইফতার করেছি, কিন্তু পরে সূর্য দেখা গেছে। [হাদীসের রাবী বলেন] আমি হিশামের কাছে জিজ্ঞাসা করলাম, মানুষদের কি কাজার আদেশ দেয়া হয়েছিল? হিশাম বলল, কাজা ব্যক্তিত অন্য কোন পছ্নাও তো ছিল না।”-ইবনে মাজা, বুখারী।

১. সহীল সুনানি আবিদাউদ : ২/৮৩, হাদীস নং-২৪৫৬।

২. সহীহ আল বুখারী : ২/২৫৮, হাদীস নং-১৮২০।

الحالات التي لا يكره فيها الصوم يـمـ سـكـلـ كـارـنـةـ رـوـيـاـ مـاـكـرـهـ هـيـ نـاـ

ମାସଆଳା-୮୧ : ଭୁଲେ କିଛୁ ଖେଲେ ଅଥବା ପାନ କରଲେ ରୋଯା ଭାଙ୍ଗେନା ଏବଂ ମାକରହି ହୟ ନା ।

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نسي فأكل وشرب فليعد
صومه فإنما أطعمه الله وستاه. رواه البخاري. (۱)

ହୟରତ ଆବୁ ହୁରାୟରା (ରଜିଃ) ବଲେନ, ନବୀ କରୀମ (ସାଃ) ବଲେଛେନ, “ଯଦି କୋନ ସ୍ୟାତି ଭୁଲେ କିଛୁ ଖାଇ
ଅଥବା ପାନ କରେ ତଥନ ସେ ରୋଯା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରବେ, କାରଣ ତାକେ ଆଲ୍ଲାହପାକଇ ଖାଓୟାଲେନ ଏବଂ ପାନ’
କରାଲେନ ।” –ବୁଖାରୀ ।

ମାସଆଳା-୮୨ : ମିସ୍‌ଓୟାକ କରଲେ ରୋଯା ମାକରହ ହୟ ନା ।

عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم ملا أحصى أو
عد. رواه البخاري. (۲)

ହୟରତ ଆମିର ଇବନେ ରାବିଯା (ରଜିଃ) ବଲେନ, “ଆମି ନବୀ କରୀମ (ସାଃ)କେ ରୋଯା ଅବଶ୍ୟ ଅସଂଖ୍ୟ
ବାର ମିସ୍‌ଓୟାକ କରତେ ଦେଖେଛି ।” –ବୁଖାରୀ ।

ମାସଆଳା-୮୩ : ଗରମେର ତୌରତାର କାରଣେ ରୋଯାଦାର ମାଥାୟ ପାନି ଦିତେ ପାରବେ । ଏର ଦ୍ୱାରା ରୋଯା
ମାକରହ ହେବ ନା ।

عن أبي بكر بن عبد الرحمن رحمة الله عليه عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت
النبي صلى الله عليه وسلم يصب الماء على رأسه من المحر وهو صائم. رواه أبو داود. (۳)

ହୟରତ ଆବୁବକର ଇବନେ ଆବଦୁର ରହମାନ (ରହଃ) ବଲେନ, ନବୀ କରୀମ (ସାଃ)-ଏର ଛାହାବିଦେର ଏକଜନ
ବଲେଛେନ, “ଆମି ନବୀ କରୀମ (ସାଃ)କେ ଦେଖେଛି ଯେ, ତିନି ରୋଯାବଶ୍ୟ ଗରମେର ପ୍ରଥରତାର କାରଣେ
ମାଥାୟ ପାନି ଢାଲତେଛେ ।” –ଆବୁଦ୍‌ଆଉଦ ।

ମାସଆଳା-୮୪ : ରୋଯାବଶ୍ୟ ‘ମଜ୍ଜୀ’ ବେର ହଲେ ଅଥବା ସ୍ଵପ୍ନଦୋଷ ହଲେ ରୋଯା ଭାଙ୍ଗେ ନା ଏବଂ ମାକରହି ହୟ ନା ।

قال ابن عباس وعكرمة رضي الله عنهم الصوم مما دخل وليس مما خرج. رواه البخاري. (۴)

ହୟରତ ଆବଦୁଲ୍‌ଗୁହାହ ଇବନେ ଆବାସ (ରଜିଃ) ଏବଂ ହୟରତ ଇକରାମା (ରଜିଃ) ବଲେନ, “କୋନ ବସ୍ତୁ ଶରୀରେ
ପ୍ରବେଶ କରଲେ ରୋଯା ଭାଙ୍ଗେ । ଶରୀର ଥିକେ କିଛୁ ବେର ହଲେ ରୋଯା ଭାଙ୍ଗେ ନା ।” –ବୁଖାରୀ ।

1. سହିହ ଆଲ ବୁଖାରୀ : ୨/୨୪୬, ହାଦୀସ ନେ-୧୭୧୫ ।

2. سହିହ ଆଲ ବୁଖାରୀ : ୨/୨୪୬, ତାଗଲୀକ : ୩/୧୫୭ ।

3. سହିହ ସୁନାନି ଆବିଦାଉଦ : ୨/୬୧, ହାଦୀସ ନେ-୨୩୬୫ ।

4. سହିହ ଆଲ ବୁଖାରୀ : ୨/୨୫୦, ତାଗଲୀକ : ୩/୧୭୮ ।

ମାସଆଳା-୮୫ : ମାଥାଯ ତୈଲ ବ୍ୟବହାର କରଲେ, ଚିରୁଣ୍ଣି କରଲେ ଅଥବା ଚୋଥେ ସୁରମା ବ୍ୟବହାର କରଲେ ରୋଯା ମାକରନ୍ତି ହେଁ ନା ।

ମାସଆଳା-୮୬ : ଡେକଚି-ଇଂଡ଼ିର ସ୍ଵାଦ ପରୀକ୍ଷା କରଲେ, ଥୁଥୁ ଗିଲେ ଫେଲଲେ ଅଥବା ମାଛି ଗଲାଯ ଚଲେ ଗୋଲେ ରୋଯା ମାକରନ୍ତି ହେଁ ନା ।

ମାସଆଳା-୮୭ : ରୋଯାଦାର ଗରମେର ପ୍ରଥରତାର କାରଣେ କାପଡ଼ ପାନିତେ ଭିଜିଯେ ତା ଶରୀରେ ରାଖିତେ ପାରବେ । ଏଇ ଦ୍ୱାରା ରୋଯା ମାକରନ୍ତି ହେଁ ନା ।

قال ابن مسعود رضي الله عنه إذا كان صوم أحدكم فليصبح دهينا متراجلا . (۱)

قال الحسن لا بأس بالسعوط للصائم إن لم يصل إلى حلقه ويكتحل (۲)

قال ابن عباس رضي الله عنهما لا بأس أن يطعم القدر أو الشيء (۳)

قال عطا وفتادة بيطلع ريقه (۴)

قال الحسن إن دخل حلقه النزباب فلا شيء عليه (۵)

بل ابن عمر رضي الله عنهما ثوابا فألفاه عليه وهو صائم . رواه البخاري . (۶)

ହ୍ୟରତ ଆବଦୁଲ୍‌ଲାହ ଇବନେ ମାସଉଦ (ରଜିଃ) ବଲେନ, “ସଖନ ତୋମାଦେର କେଉ ରୋଯା ରାଖିବେ, ତାକେ ତୈଲ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ଚିରୁଣ୍ଣି ବ୍ୟବହାର କରା ଦରକାର ।”

ହ୍ୟରତ ହସାନ (ରଜିଃ) ବଲେନ, “ରୋଯାଦାରେର ଜନ୍ୟ ନାକେ ଔସଥ ବ୍ୟବହାର କ୍ଷତିକର ନୟ, ତବେ ଶର୍ତ୍ତ ହଲ-ଗଲାଯ ନା ପୌଛିତେ ହେଁ ।”

ହ୍ୟରତ ଆବଦୁଲ୍‌ଲାହ ଇବନେ ଆବାସ (ରଜିଃ) ବଲେନଃ ରୋଯାଦାର ଡେଗଚି-ଇଂଡ଼ିର ସ୍ଵାଦ ପରୀକ୍ଷା କରଲେ ରୋଯାର କୋନ କ୍ଷତି ହେଁ ନା ।”

ହ୍ୟରତ ଆବଦୁଲ୍‌ଲାହ ଇବନେ ନିଜେର ଥୁଥୁ ଗିଲେ ଖେତେ ପାରବେ ।”

ହ୍ୟରତ ହସାନ (ରଜିଃ) ବଲେନଃ “ଯଦି ମାଛି ରୋଯାଦାରେର ଗଲାଯ ଚଲେ ଯାଏ, ତାତେ କୋନ ଅସୁରିଧା ହବେନା ।

ହ୍ୟରତ ଆବଦୁଲ୍‌ଲାହ ଇବନେ ଉମର (ରଜିଃ) ରୋଯାବନ୍ଧୟ କାପଡ଼ ଭିଜିଯେ ତା ଶରୀରେ ରାଖିତେନ ।

ମାସଆଳା-୮୮ : ଯଦି କାରୋ ଉପର ଗୋସଲ ଫରଜ ଛିଲ କିନ୍ତୁ ସେ ଦେରିତେ ଉଠିଲ ତାହଲେ ପ୍ରଥମେ ରୋଯା ରାଖିବେ ପରେ ଗୋସଲ କରିବେ । ତବେ ଖାନା ଖାଓୟାର ପୂର୍ବେ ଓଜୁ କରେ ନେଯା ଭାଲ ।

عن أبي بكر بن عبد الرحمن رحمة الله عليه قال كنت أنا وأبي فذهبت معه حتى دخلنا على عائشة رضي الله عنها قالت: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان ليصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم بصومه ثم دخلنا على أم سلمة فقالت: مثل ذلك. رواه البخاري . (۷)

ହ୍ୟରତ ଆବୁବକର ଇବନେ ଆବଦୁର ରହମାନ (ରହଃ) ବଲେନ, “ଆମି ଏବଂ ଆମାର ପିତା ହ୍ୟରତ ଆୟୋଶା (ରଜିଃ) ଏର କାହେ ଗେଲାମ । ତିନି ବଲଲେନ, ଆମି ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଲ୍ଲି ଯେ, ରାମ୍‌ଲୁଲାହ (ସାଃ) ବ୍ରପୁନ୍ଦୋଷ ନୟ ଏବଂ ଶ୍ରୀମହବାସେର କାରଣେ ଜନାବତେଓୟାଲା ହେଁ ସକାଳ କରାତେନ ଏବଂ ଗୋସଲ ବ୍ୟାତୀତ ରୋଯା ରାଖିତେନ । ତାରପର ଫଜରେ ନାମାଜେର ପୂର୍ବେ ଗୋସଲ କରାତେନ । ଏ଱ପର ଆମରା ହ୍ୟରତ ଉପରେ ସାଲମା (ରଜିଃ) ଏର କାହେ ଗେଲାମ । ତିନି ଏ ଏକଇ କଥା ବଲଲେନ ।” – ବୁଝାରୀ ।

୧. ସହିହ ଆଲ ବୁଝାରୀ : ୨/୨୪୫, ତାଗଲୀକ : ୩/୧୫୧ ।

୨. ସହିହ ଆଲ ବୁଝାରୀ : ୨/୨୪୭, ତାଗଲୀକ : ୩/୧୬୮ ।

୩. ସହିହ ଆଲ ବୁଝାରୀ : ୨/୨୪୫, ତାଗଲୀକ : ୩/୧୫୨ ।

୪. ସହିହ ଆଲ ବୁଝାରୀ : ୨/୨୪୬, ତାଗଲୀକ : ୩/୧୬୬ ।

୫. ସହିହ ଆଲ ବୁଝାରୀ : ୨/୨୪୫, ତାଗଲୀକ : ୩/୧୫୬ ।

୬. ସହିହ ଆଲ ବୁଝାରୀ : ୨/୨୪୮, ତାଗଲୀକ : ୩/୧୫୧ ।

୭. ସହିହ ଆଲ ବୁଝାରୀ : ୨/୨୪୫, ହାଦୀସ ନଂ-୧୭୯୪ ।

عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو بناء نوضاً وضوء للصلاة. رواه مسلم (١)

ହ୍ୟରତ ଆଯେଶା (ରଜିଃ) ବଲେନଃ “ରାସ୍‌ଲୁଗ୍ଳାହ (ସାଃ) ଜନାବତ ଅବସ୍ଥାଯ ଖାଓୟା-ଦାଓୟା ବା ନିଦ୍ରା ଯେତେ ଚାଇଲେ ପ୍ରଥମେ ନାମାଜେର ଓୟୁର ମତ ଓୟୁ କରେ ନିତେନ ।”—ମୁସଲିମ ।

ମାସଆଲା-୮୯ ୫ ରୋଯାବସ୍ଥାଯ ଚୁମ୍ବନ କରା ଜାଯେୟ । ତବେ ଶର୍ତ୍ତ ହୁଲ ନିଜ ପ୍ରକୃତିର ଉପର ପୁରୋପୁରୀ କଟ୍ଟୋଳ ଥାକତେ ହବେ ।

ମାସଆଲା-୯୦ ୫ ଗରମେର ପ୍ରଥରତାର କାରଣେ ରୋଯାଦାର ଗୋମଳ ଅଥବା କୁଲି କରତେ ପାରବେ ।

بْن عَمَرْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ هَشَّى شَهْرَتْ وَأَنَا صَاحِبُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَلَّتْ صَنْعَتُ الْيَوْمِ أَمْرًا ظَلَّمَا قَبْلَتْ وَأَنَا صَاحِبُهُ أَرَأَيْتَ لَوْ تَمَضَّتْ بِيَوْمٍ وَأَنْتَ صَاحِبٌ لَا بِأَسْ بِذَلِكَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقِيمْ؟ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوَدَ । (٢)

ହ୍ୟରତ ଉମର (ରଜିଃ) ବଲେନ, “ଏକଦା ଆମାର ମନ ଚାଇଲ ଏବଂ ରୋଯାବସ୍ଥାଯ ଆମି ଆମାର ଶ୍ରୀକେ ଚୁପ୍ତ କରିଲାମ । ଅତଃପର ଆମି ନବୀ କରୀମ (ସାଃ)-ଏର ଖେଦମତେ ଉପହିତ ହଲାମ ଏବଂ ବଲଲାମ, ଆଜ ଆ ଏକ ବଡ଼ ଭୁଲ କରେ ଫେଲେଛି, ରୋଯାବସ୍ଥାଯ ଶ୍ରୀକେ ଚୁମ୍ବନ କରେଛି । ରାସ୍‌ଲୁଗ୍ଳାହ (ସାଃ) ଜିଜ୍ଞାସା କରଲେନ୍ ଯଦି ତୁ ମି ରୋଯାବସ୍ଥାଯ କୁଲି କରତେ ତାହଲେ କି କରତେ? ଆମି ବଲଲାମ, କୁଲିତେ ତୋ କୋନ ଅସୁବିଧା ନେଇ । ନବୀ (ସାଃ) ବଲଲେନ, ତାହଲେ ଆର କୋଥାଯ ଅସୁବିଧା ଆଛେ? ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀକେ ଚୁମ୍ବ କରଲେନ୍ କୋନ ଅସୁବିଧା ନେଇ ।”—ଆହମଦ, ଆବୁଦୁଆଇଦ ।

ମାସଆଲା-୯୧ ୫ ରୋଯା ଅବସ୍ଥାଯ ଶିଙ୍ଗା ଲାଗାନ ଜାଯେୟ ।

بْنُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ احْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ صَاحِبُهُ । (٣)
ହ୍ୟରତ ଆବଦୁଲ୍ଲାହ ଇବନେ ଆବରାସ (ରଜିଃ) ବଲେନ, “ନବୀ କରୀମ (ସାଃ) ରୋଯା ଅବସ୍ଥାଯ ଶିଙ୍ଗ ନିଯୋହିଲେନ ।”—ବୁଖାରୀ ।

ବିହ୍ଦ୍ରଃ-ଚିକିତ୍ସାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସୁହୁ, ରେଡ ଅଥବା କ୍ଷୁର ଦ୍ୱାରା ଶରୀରେର କୋନ ଅଂଶ ଥିକେ ରଙ୍ଗ ବେର କରେ ଫେଲାକେ ‘ଶିଙ୍ଗା ଲାଗାନ’ ବଲା ହୁଏ ।

୧. ମୁସଲିମ ଶରୀଫ ୫ ୨/୭୪, ହାଦୀସ ନଂ-୫୯୧ ।

୨. ସହୀହ ସୁନାନି ଆବିଦାଉଦ ୫ ୨/୬୪, ହାଦୀସ ନଂ-୨୩୮୫ ।

୩. ସହୀହ ଆଲ ବୁଖାରୀ ୫ ୨/୨୫୦, ହାଦୀସ ନଂ-୧୮୦୦ ।

الأشياء التي لا يجوز فعلها في الصوم রোয়াবস্থায় জায়েয নয় এমন কার্যসমূহ

মাসআলা-১২ : গীবত করা, মিথ্যা বলা, গালমন্দ ব্যবহার, ঝগড়া-বিবাদ করা রোয়া অবস্থায় নাজায়েয ।

عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري. (۱)

হ্যবত আবু হুরায়রা (রজিঃ) বলেন, “রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, “যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা এবং মিথ্যাচার ছাড়েনি তার খানা-পিনা ছেড়ে দেয়াতে আল্লাহর কোন কাজ নেই।” –বুখারী ।

عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصيام جنة وإذا كان يوم صو أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سأبه أحد أو قاتله قليل إنى أمره صائم. رواه البخاري. (۲)

হ্যবত আবু হুরায়রা (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, “রোয়া চালশৰ্কপ। সুতরাং যখন তামাদের কারো রোয়ার দিন আসবে তখন সে যেন অশীল কথা না বলে এবং অনর্থ শোরগোল না করে। যদি কেউ তাকে গালী দেয় অথবা তার সাথে ঝগড়া করতে চায় সে যেন বলে, আমি একজন রোয়াদার।” –বুখারী ।

মাসআলা-১৩ : রোয়া অবস্থায় বেহুদা কথা, অশীল কাজ-কর্ম এবং মূর্খতাপূর্ণ ব্যবহার নিষেধ ।

عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الصيام من الأكل والشرب إنما الصيام من اللغو والرفث فإن سأبه أحد أو جهل عليك فلتقل إنى صائم إنى صائم. رواه ابن خزيمة. (صحيح) (۳)

হ্যবত আবু হুরায়রা (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, “রোয়া খানাপিনা ছাড়ার নাম নয় বরং বেহুদা বা অনর্থ এবং অশীল কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকার নাম রোয়া। সুতরাং যদি কেউ রোয়াদারকে গালী দেয় অথবা মূর্খতাপূর্ণ আচরণ করে তখন সে যেন বলে, আমি রোয়াদার, আমি রোয়াদার।” –ইবনে খুয়ায়মা ।

عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تساب وأنت صائم فإن سأبك أحد فقل إنى صائم وإن كنت قائما فاجلس. رواه ابن خزيمة. (۴)

হ্যবত আবু হুরায়রা (রজিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, “রোয়া অবস্থায় কাউকে গালী দিও না। যদি অন্য কেউ তোমাকে গালী দেয়, তাকে বলে দাও যে, আমি রোয়াদার। আর যদি দাঁড়ানো অবস্থায় থাক তাহলে বসে পড়।” –ইবনে খুয়ায়মা ।

মাসআলা-১৪ : যে রোয়াদার আপন প্রবৃত্তিকে দমন করতে পারবে না তার জন্য ত্রীকে জড়িয়ে ধরা বা চুম্বন করা জায়েয নয় ।

عن عائشة رضى الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم وكان أملوككم لإربه. رواه البخاري. (۵)

১. সহীহ আল বুখারী ১/২৩৪, হাদীস নং-১৭৬৮ ।
২. সহীহ আল বুখারী ১/২৩০, হাদীস নং-১৭৫৯ ।
৩. সহীহ ইবনে খুয়ায়মা ১/২৪২, হাদীস নং-১৯৯৬ ।
৪. সহীহ ইবনে খুয়ায়মা ১/২৪১, হাদীস নং-১৯৯৪ ।
৫. সহীহ আল বুখারী ১/২৪৪, হাদীস নং-১৯৯০ ।

ହୟରତ ଆୟେଶା (ରଜିଃ) ବଲେନ, “ରାସ୍ମୁଲ୍ଲାହ (ସାଃ) ରୋଯାବସ୍ଥାଯ ଚୁଷନ କରତେନ ଏବଂ ଜଡ଼ିଯେ ଧରତେନ । କିନ୍ତୁ ତିନି ସବଚେଯେ ବେଶୀ ନିଜ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଉପର ଦମନ କ୍ଷମତା ରାଖତେନ ।” -ବୁଖାରୀ ।

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم فرخص له وأناه خر فنهاء عنها فإذا الذي رخص له شيخ وإذا الذي نهاء شاب. رواه أبو داود. (حسن) (١)

ହୟରତ ଆବୁ ହୁରାୟରା (ରଜିଃ) ବଲେନ, ରାସ୍ମୁଲ୍ଲାହ (ସାଃ)-ଏର କାହେ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏସେ ଜିଜାସା କରଲେନ ରୋଯାବସ୍ଥାଯ ତ୍ରୀକେ ଜଡ଼ିଯେ ଧରା ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏସେ ଜିଜାସା କରଲେନ, ରୋଯାବସ୍ଥାଯ ତ୍ରୀକେ ଜଡ଼ିଯେ ଧର୍ଯ୍ୟାବେ କିନା? ହଜୁର (ସାଃ) ତାଁକେ ଅନୁମତି ଦିଲେନ । ତାରପର ଆର ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏସେ ଏକଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରଲେନ । ନବୀ (ସାଃ) ତାଁକେ ନିଷେଧ କରେ ଦିଲେନ ।

ହୟରତ ଆବୁହୁରାୟରା (ରଜିଃ) ବଲେନ: ଯାକେ ନବୀ କରୀମ (ସାଃ) ଅନୁମତି ଦିଲେନ ମେ ଛିଲ ବୃଦ୍ଧ । ଆ ଯାକେ ନିଷେଧ କରେଛିଲେନ ମେ ଛିଲ ଏକ ଯୁବକ ।” -ଆବୁଦାଉଦ ।

ମାସାଲା-୧୫ : ରୋଯାବସ୍ଥାଯ କୁଲି କରାର ସମୟ ଏମନଭାବେ ନାକେ ପାନି ଦେଓଯା ଯଦ୍ଵାରା ଗଲାଯ ପା ପୌଛର ଆଶ୍ରକା ହୟ, ନାଜାରେୟ ।

من لقبيط بن صبرة رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله أخبرني عن الوضوء قال أسيخ الوضوء، وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً. رواه أبو داود. والترمذى (صحيح) (٢)

ହୟରତ ଲକୀତ ଇବନେ ଛାବୁରାହ (ରଜିଃ) ବଲେନ, ରାସ୍ମୁଲ୍ଲାହ (ସାଃ) ବଲେଛେନ, “ଓୟୁକେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କର, ଆଶ୍ରୁଲ ସମୂହ ଖେଳାଲ କର ଏବଂ ନାକେ ଭାଲଭାବେ ପାନି ପୌଛାଓ, କିନ୍ତୁ ରୋଯାବସ୍ଥାଯ ଏରପ କର ନା ।” -ଆବୁଦାଉଦ ।

୧. ସହିହ ସୁନାନି ଆବିଦାଉଦ : ୨/୬୫, ହାଦୀସ ନଂ-୨୩୮୭ ।

୨. ସହିହ ସୁନାନି ଆବିଦାଉଦ : ୧/୪୮, ହାଦୀସ ନଂ-୧୪୨ ।

الأشياء التي تفسد الصوم ରୋଯା ଭଙ୍ଗକାରୀ ବିଷସମ୍ମୁହ

ମୁଖ୍ୟାଲା-୧୬ : ରୋଯାବନ୍ଧ୍ୟାଯ ଶ୍ରୀସହବାସ କରଲେ ରୋଯା ନଷ୍ଟ ହେଯ ଯାଏ । ତାର ଉପର କାଜା ଏବଂ କାଫ୍‌
ଗରା ଉଭୟ ଓ୍ୟାଜିବ ହେବ ।

ମୁଖ୍ୟାଲା-୧୭ : ରୋଯାର କାଫ୍ଫାରା ହଲ ଏକଟି ଦାସ ଆଜାଦ କରେ ଦେୟା ଅଥବା ଦୁଇମାସ ଲାଗାତାର
ରୋଯା ରାଖା ଅଥବା ଘାଟଜନ ଅଭାବୀ ମିସକିନକେ ଖାନା ଖାଓୟାନୋ ।

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: رسول الله هلكت قال: [مالك] قال: وقعت على أمرأتي وأنا صائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم [هل تجد رقية تعتقها] قال لا قال [فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين] قال لا قال [هل تجد إطعماً ستين مسكيناً] قال لا قال اجلس ومكث النبي صلى الله عليه وسلم فبينما نحن على ذلك أتى النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمرٌ - والعرق المكتل الضخم - قال [أين السائل] قال أنا قال [خذ هذا فتصدق به] فقال الرجل أعلى أقر مني يا رسول الله فو الله ما بيني لا بيها يريد المحتين أهل بيت أفترم أهل بيتي فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال [أطعمه أهلك]. متفق عليه. (١)

ଯରତ ଆବୁ ହୁରାୟରା (ରଞ୍ଜିଃ) ବଲେନ, “ଆମରା ନବୀ କରୀମ (ସାଃ)-ଏର ନିକଟ ବସେଛିଲାମ ଏମନ ସମୟ
କି ବ୍ୟକ୍ତି ଏସେ ବଲଲ, ଇଯା ରାସ୍ତୁଲାଲ୍ଲାହ! ଆମି ଧଂସ ହେୟାଇ । ହଜୁର ବଲେନ, ତୋମାର କି ହେୟାଇ? ସେ
ଲଲ, ଆମି ଆମାର ଶ୍ରୀର ସାଥେ ସହବାସ କରେଛି ତଥନ ଆମି ରୋଯାଦାର ଛିଲାମ । ରାସ୍ତୁଲାଲ୍ଲାହ (ସାଃ)
ଲଲେନ, ତୋମାର କି କୋନ ଗୋଲାମ ଆହେ ଯା ଆଜାଦ କରେ ଦିତେ ପାର? ସେ ବଲଲ, ନା । ଅତଃପର ହଜୁର
ଲଲେନ, ତୋମାର କି ଶକ୍ତି ଆହେ ଯେ ଏକସାଥେ ଦୁଇ ମାସ ରୋଯା ରାଖିତେ ପାର? ସେ ବଲଲ, ନା । ତାରପର
ହଜୁର ବଲେନ, ତୋମାର କି ସମ୍ପତ୍ତି ଆହେ ଯେ, ଘାଟଜନ ମିସକିନକେ ଖାନା ଖାଓୟାତେ ପାର? ସେ
ଲଲ, ନା ।

ଗରପର ହଜୁର (ସାଃ) ବଲେନ, ଆଛା ତୁମି ବସ! ଏରପର ନବୀ କରୀମ (ସାଃ) ଅପେକ୍ଷା କରତେ ଲାଗଲେନ
ଏବଂ ଆମରାଓ ଏ ଅବନ୍ଧ୍ୟ ଛିଲାମ ଏମନ ସମୟ ନବୀ କରୀମ (ସାଃ)କେ ଖେଜୁର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକଟି ବୁଡ଼ି ଦେୟା
ଲେ । ତଥନ ହଜୁର (ସାଃ) ବଲେନ, ପ୍ରଶ୍ନକାରୀ ଲୋକଟି କୋଥାଯାଇ ସେ ବଲଲ, ହଜୁର! ଏହି ଯେ, ଆମି । ହଜୁର
(ସାଃ) ବଲେନ, ଏଟି ନିଯେ ଦାନ କରେ ଦାଓ । ସେ ବଲଲ, ଇଯା ରାସ୍ତୁଲାଲ୍ଲାହ! ଆମାର ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକତର
ମିସକିନ କେ? ଆଲ୍ଲାହର ଶପଥ, ମଦୀନାର ଏ ପ୍ରତିରମୟ ଦୁ'ପ୍ରାତ୍ରେ ମଧ୍ୟେ ଆମାଦେର ପରିବାର ଅପେକ୍ଷା
ଅଧିକତର ମିସକିନ ପରିବାର ଆର ନେଇ । ଏକଥା ଶୁଣେ ନବୀ କରୀମ (ସାଃ) ହେସେ ଦିଲେନ ଯାତେ ତାଁର
ଶ୍ମୁଖେ ଦାଁତମମ୍ବ ଦେଖା ଗେଲ । ଅତଃପର ବଲେନ, ଆଛା ତବେ ତୁମି ତୋମାର ପରିବାରକେଇ
ଖାଓୟାଓ ।” -ବୁଝାରୀ ।

). ସହୀହ ଆଲ ବୁଝାରୀ : ୨/୨୪୮, ହାଦୀସ ନଂ-୧୭୯୮ ।

عن سعيد بن المصيب رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني افطرت يوما من رمضان فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تصدق واستغفر لله وصم يوما مكانه «رواه ابن أبي شيبة في المصنف». (١)

ହୟରତ ସାଙ୍କେଦ ଇବନେ ମୁସା ଯିବ (ରଞ୍ଜିଃ) ବଲେନ, “ଏକ ସ୍ତରକି ନବୀ କରୀମ (ସା:)–ଏର କାହେ ଏମେ ବଲିଲେନ, ଆମି ରମ୍ୟାନେର ରୋଧା ଭେଜେ ଫେଲେଛି । ନବୀ କରୀମ (ସା:) ତାକେ ବଲିଲେନ, “ଦାନ କର, ଆଜ୍ଞାହର କାହେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କର ଏବଂ ରୋଧାର କାଜା ଆଦାୟ କର ।” –ଇବନେ ଆବି ଶାୟବା

ବିଧ୍ୱଃ ବର୍ତ୍ତମାନେଓ ସଦି କାରୋ ସାଥେ ଏକପ ଘଟନା ହେଁ ଯାଇ ଆର ସେ ଉଚ୍ଚ ତିନ କାଜେର କୋନ ଏକଟାତେও ସକମ ନା ହୟ ତାହଲେ ତାକେ ସାଧ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ହ୍ରଦକା କରତେ ହବେ । କିନ୍ତୁ ସଥିନ ତିନ କାଜେର ଯେ କୋନ ଏକଟି କରତେ ସକମ ହବେ ତଥିନ କାଫକାରା ଆଦାୟ କରା ଆବଶ୍ୟକ ହବେ ।

ମାସଆଳା-୧୮ : ଇଞ୍ଚାକୃତ ବମି କରିଲେ ରୋଧା ଭେଜେ ଯାଇ ଏବଂ କାଜା ଓ ଯାଜିବ ହୟ ।

ମାସଆଳା-୧୯ : ଅନିଷ୍ଟାକୃତ ବମି ହେଁ ଗେଲେ ରୋଧା ଭାଙ୍ଗେ ନା ।

ମାସଆଳା-୨୦ : ଅନିଷ୍ଟାକୃତ ବମି ହେଁ ଗେଲେ ରୋଧା ଭାଙ୍ଗେ ନା ।

ମାସଆଳା-୨୧ : ହୈରେଜ ଅଥବା ନେଫାସ ଶୁରୁ ହଲେ ମହିଳାଦେର ରୋଧା ଭେଜେ ଯାବେ । ରୋଧାର କାଜା ଆଦାୟ କରତେ ହବେ ନାମାଜେର କାଜା ନଯ ।

ମାସଆଳା-୨୨ : ଅନିଷ୍ଟାକୃତ ବମି ହେଁ ଗେଲେ ରୋଧା ଭାଙ୍ଗେ ନା ।

ମାସଆଳା-୨୩ : ହୈରେଜ ଅଥବା ନେଫାସ ଶୁରୁ ହଲେ ମହିଳାଦେର ରୋଧା ଭେଜେ ଯାବେ । ରୋଧାର କାଜା ଆଦାୟ କରତେ ହବେ ନାମାଜେର କାଜା ନଯ ।

ମାସଆଳା-୨୪ : ଅନିଷ୍ଟାକୃତ ବମି ହେଁ ଗେଲେ ରୋଧା ଭାଙ୍ଗେ ନା ।

ମାସଆଳା-୨୫ : ହୈରେଜ ଅଥବା ନେଫାସ ଶୁରୁ ହଲେ ମହିଳାଦେର ରୋଧା ଭେଜେ ଯାବେ । ରୋଧାର କାଜା ଆଦାୟ କରିବାକୁ ଅନୁଯାୟୀ କିନ୍ତୁ ବୁଝାରୀ ।

ମାସଆଳା-୨୬ : ହୈରେଜ ଅଥବା ନେଫାସ ଶୁରୁ ହଲେ ମହିଳାଦେର ରୋଧା ଭେଜେ ଯାବେ । ରୋଧାର କାଜା ଆଦାୟ କରିବାକୁ ଅନୁଯାୟୀ କିନ୍ତୁ ବୁଝାରୀ ।

୧. ମୁହିନ୍ଦାଫେ ଇବନେ ଆବି ଶାୟବା : ୩/୧୦୫, ଇନ୍‌ଓଡ଼ାଟ୍‌ଲ ଗାଲିଲ : ୪/୯୨ ।

୨. ସହିହ ସୁନାନି ଆବି ଦାଉଦ : ୨/୩୦୦, ହାଦୀସ ନଂ-୨୩୮୦ ।

୩. ସହିହ ଆଲ ବୁଖାରୀ : ୨/୨୫୫, ହାଦୀସ ନଂ-୧୪୧୧ ।

୪. ସହିହ ଆଲ ବୁଖାରୀ : ୨/୨୫୫୪, ତାଗଲୀକ : ୩/୧୮୯ ।

صيام التطوع নফل رؤيأس ممتحن

সআলা-১০১ : নফল রোয়ার ফজীলত ।

عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صام يوماً فـى سبيله
بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفاً. متفق عليه. (١)

যরত আবু সাঈদ খুড়ী (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন, “যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায়
কদিন রোয়া রাখবে আল্লাহপাক তাকে জাহান্নাম থেকে সক্ষর বছরের রাস্তা বরাবর দূরে সরিয়ে
খেন।” –বুখারী, মুসলিম ।

সআলা-১০২ : প্রত্যেক বৎসর শাওয়াল মাসে ছয়টি রোয়া রাখা সারা জীবন রোয়া রাখার সমান ।

عن أبي أبوبالأنصارى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان
أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم و أبو داود والنسانى والترمذى وابن ماجه. (٢)

যরত আবু আইয়ুব আনসারী (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন, “যে ব্যক্তি রমযানের
রায়া রেখে প্রত্যেক বৎসর শাওয়ালের ছয়টি রোয়া রাখবে, সে সারাজীবন রোয়া রাখার ছাওয়াব
হবে।” –মুসলিম, আবুদাউদ, নাসাই, তিরমিজি, ইবনে মাজা ।

সআলা-১০৩ : নিয়মিত ‘আয়ামে বীয’ অর্থাৎ চন্দ্ৰমাসের ১৩, ১৪, ১৫ তারিখের রোয়া পালন
করলে সারা জীবন রোয়া পালনের ছাওয়াব পাবে ।

عن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة من كل شهر ورمضان إلـ
رمضان فهذا صيام الظهر. رواه مسلم. (٣)

যরত আবু কাতাদাহ (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন, প্রতি মাসে তিন দিন রোয়া রাখা
বৎসর রমযান মাসের রোয়া এক রমযান থেকে অন্য রমযান পর্যন্ত সারা বছর রোয়া পালন করার
মান।” –মুসলিম ।

সআলা-১০৪ : সফরে নফল রোয়া রাখা জায়েয ।

عن حمزة بن عمرو الاسلامي رضي الله عنه أنه سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم أصوم في السفر؟ قال
إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. رواه النسائي (صحيـح) (٤)

যরত হামিয়া ইবনে আমর আসলামী (রজিঃ) রাসূলুল্লাহ (সা:) এর কাছে জিজ্ঞাসা করলেন, আমি
কে সফরে রোয়া রাখবং হজুর (সা:) বললেন, “ইচ্ছা হলে রাখ আর ইচ্ছা না হলে না রাখ ।”
নাসাই ।

১. সহীহ আল বুখারী : ৩/৯৭, হাদীস নং-২৬৩০ ।

২. মুসলিম শরীফ : ৪/১৩১, হাদীস নং-২৬২৫ ।

৩. মুসলিম শরীফ : ৪/১২৫, হাদীস নং-২৬১৩ ।

৪. সহীহ সুনানে নাসাই : ২য় খন্দ, হাদীস নং-২১৭০ ।

ମାସଆଲା-୧୦୫ : ଜିହାଦ ଚଲାକାଲୀନ ନଫଲ ରୋଯା ରାଖାର ଫଜୀଲତ ।

، أَبِي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوماً في سبيل الله دَرَّ اللَّهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سِبْعِينَ خَرِيفاً . متفق عليه. (١)

ହୟରତ ଆବୁ ସାଈଦ ଖୁଡ଼ରୀ (ରଜିଃ) ବଲେନ, ରାସුලුଲ୍ଲାହ (ସାଃ) ବଲେଛେନ, “ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଲ୍ଲାହର ରାଜ୍ଞୀ ଏକଦିନ ନଫଲ ରୋଯା ପାଲନ କରବେ, ଆଲ୍ଲାହପାକ ତାଙ୍କେ ଜାହାନାମ ଥେକେ ସତର ବହୁରେ ଦୂରରେ ରାଖବେନ ।” -ବୁଖାରୀ, ମୁସଲିମ

ମାସଆଲା-୧୦୬ : ସୋମବାର ଏବଂ ବୃଦ୍ଧପତିବାର ରୋଯା ରାଖା ହଜ୍ରୁ (ସାଃ) ପଛନ୍ଦ କରତେନ ।

، أَبِي هَرِيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعْرِضُ الْأَعْمَالَ يَوْمَ الْيَتَمَّينِ لِخَمِيسٍ فَأَحَبُّ أَنْ يَعْرِضَ عَمَلَيِّنِي وَأَنَا صَانِمٌ . رواه الترمذى. (صحيح) (٢)

ହୟରତ ଆବୁ ହୁରାୟରା (ରଜିଃ) ବଲେନ, ସୋମବାର ଏବଂ ବୃଦ୍ଧପତିବ ମାନୁଷେର କାର୍ଯ୍ୟମୂହ ଆଲ୍ଲାହର କାହେ ପେଶ କରା ହୁଯ ତାଇ ଆମି ଚାଇ ଯଥିନ ଆମାର ଆମଲ ପେଶ କରା ହ ତଥିନ ଆମି ଯେଣ ରୋଯାବସ୍ଥା ଥାକି ।” -ତିରମିଜି ।

ମାସଆଲା-୧୦୭ : ଆରାଫାର ଦିନେର (ଅର୍ଥାଏ ଜିଲହଜ୍ର ମାସେର ନଯ ତାରିଖେର) ରୋଯାର ଦ୍ୱାରା ଏ ବନ୍ସର ଆଗେର ଓ ଏକବନ୍ସର ପରେର ସଗୀରା ଗୁନାହସମୂହ ମାଫ ହେୟ ଯାଯ । ଆର ଆଶ୍ରା (ଅର୍ଥାଏ ଦିନ ମୁହାରବାମ) ଏର ରୋଯା ଦ୍ୱାରା ବିଗତ ଏକ ବନ୍ସରେର ସକଳ ସଗୀରା ଗୁନାହ ମାଫ ହେୟ ଯାଯ ।

، أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُومُ يَوْمِ عَرَفَةِ يَكْفُرُ سَنْتَيْنِ ماضِيَّةً سَتْقَبْلَةً وَصُومُ يَوْمِ عَاشُورَاءِ يَكْفُرُ سَنَةً ماضِيَّةً . رواه أحمد و مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة . (٣)

ହୟରତ ଆବୁ କାତାଦାହ (ରଜିଃ) ବଲେନ, ରାସුලුଲ୍ଲାହ (ସାଃ) ବଲେଛେନ, “ଆରାଫାର ରୋଯା ଆଗେର ପରେ ଦୁଃବନ୍ସରେର ଗୁନାହ ମାଫ କରେ ଦେଇ ଏବଂ ଆଶ୍ରାର ରୋଯା ବିଗତ ଏକ ବନ୍ସରେର ଗୁନାହ ସମୂହ କ୍ଷମା କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଇ ।” -ଆହମଦ, ମୁସଲିମ, ଆବୁଦୁଆଦ, ନାସାଈ, ଇବନେ ମାଜା ।

ମାସଆଲା-୧୦୮ : ଶୁଦ୍ଧ ଦଶହ ମୁହାରରାମେର ରୋଯା ରାଖା ମାକରହ । ଏ ବ୍ୟାପାରେ ହାଦୀସର ଜ୍ଞାନମାସାଲା ନଂ-୧୩୦ ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ।

ମାସଆଲା-୧୦୯ : ରାସ୍ତା କରିମ (ସାଃ) ଅନ୍ୟ ମାସ ଅପେକ୍ଷା ଶାବାନ ମାସେ ବେଶୀ ରୋଯା ପାଲନ କରତେନ ।

، عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكملاً صياماً في شعبان. متفق عليه. (٤)

ହୟରତ ଆୟେଶା (ରାଃ) ବଲେନ, “ରାସුଲුଲ୍ଲାହ (ସାଃ)କେ ରମ୍ୟାନ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୋନ ମାସେ ପୁରୋ ମାରୋଯା ରାଖିତେ ଦେଖେନି । ଆର ଶାବାନ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୋନ ମାସେ ବେଶୀ ରୋଯା ରାଖିତେ ଦେଖେନି -ବୁଖାରୀ, ମୁସଲିମ ।

ବିଶ୍ଵଦଃ ୧୫୫ ଶାବାନେର ବିଶେଷଭାବେ ଇବାଦତ କରାର ସବ ହାଦୀସ ଅନିର୍ଭର୍ଯୋଗ୍ୟ । ସହିହ ଶୁଦ୍ଧ ହାଦୀସ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରମାଣିତ ହଚେ ତାହଲୋ ଶାବାନ ମାସେ ନବୀ (ସାଃ) ବେଶୀ ବେଶୀ ରୋଯା ରାଖତେନ ।

୧. ସହିହ ଆଲ ବୁଖାରୀ ୧/୯୭, ହାଦୀସ ନଂ-୨୬୩୦ ।

୨. ସହିହ ସୁନାନ୍ତ ତିରମିଯି ୧/୧୨୨, ହାଦୀସ ନଂ-୭୫୭ ।

୩. ମୁସଲିମ ଶାରୀଫ ୪/୧୨୬, ହାଦୀସ ନଂ-୨୬୧୪ ।

୪. ସହିହ ଆଲ ବୁଖାରୀ ୨/୨୬୨, ହାଦୀସ ନଂ-୧୮୩୦ ।

ମାସଆଲା-୧୧୦ : ନଫଳ ରୋଯା ପାଳନେର କ୍ଷେତ୍ରେ ଏକଦିନ ଛେଡ଼ ଦିଯେ ଏକଦିନ ରାଖାର ନିୟମଟା ସର୍ବୋତ୍ତମ ।

ଅବଦ ଲୁହାର ଉତ୍ତମ (ରତ୍ନର ରାଜୀବ) ବଲେନ, ରାମାର ରାଜୀବ ବଲେନ, ରାମାର ରାଜୀବ ଶକ୍ତି ଆହେ । ତାରପର ହୃଦୟ (ରତ୍ନର ରାଜୀବ) ଆମାର ଥିଲେ ରୋଯା କମ କରାତେ କରାତେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଲେନ, “ଏକଦିନ ରୋଯା ରାଖ ଏକଦିନ ରୋଯା ଛାଡ଼ । ଏଟା ଉତ୍ତମ ରୋଯା, ଆମାର ଭାଇ ଦାଉଦ (ଆମାର)-ଏର ଏଟାଇ ନିୟମ ଛିଲ ।” -ବୁଧାରୀ, ମୁସଲିମ ।

ମାସଆଲା-୧୧୧ : ମୁହାରରାମେର ରୋଯାର ଫଜୀଲତ ।

ଅବଦ ଲୁହାର ଉତ୍ତମ (ରତ୍ନର ରାଜୀବ) ବଲେନ, ରାମାର ରାଜୀବ ବଲେନ, ରାମାର ରାଜୀବ ବଲେନ, “ଏକଦିନ ରୋଯା ରାଖ ଏକଦିନ ରୋଯା ଛାଡ଼ । ଏଟା ଉତ୍ତମ ରୋଯା, ଆମାର ଭାଇ ଦାଉଦ (ଆମାର)-ଏର ଏଟାଇ ନିୟମ ଛିଲ ।” -ବୁଧାରୀ, ମୁସଲିମ ।

ଅବଦ ଲୁହାର ଉତ୍ତମ (ରତ୍ନର ରାଜୀବ) ବଲେନ, “ରମ୍ୟାନେର ପର ସର୍ବୋତ୍ତମ ରୋଯା ହଲୋ ମୁହାରରାମେର ରୋଯା । ଆର ଫରଜ ନାମାଜ ବ୍ୟକ୍ତିତ ସର୍ବାପେକ୍ଷା ଉତ୍ତମ ହଲୋ ତାହାଜୁଦ ।” -ମୁସଲିମ ।

ମାସଆଲା-୧୧୨ : ସୋମବାରେ ରୋଯା ରାଖାର ଫଜୀଲତ ।

ଅବଦ ଲୁହାର ଉତ୍ତମ (ରତ୍ନର ରାଜୀବ) ବଲେନ, “ରାମାର ରାଜୀବ (ରତ୍ନର ରାଜୀବ)କେ ସୋମବାର ରୋଯା ରାଖାର ଶମ୍ପକେ ଜି ଜ୍ଞାସା କରା ହଲେ ଉତ୍ତରେ ହୃଦୟ (ରତ୍ନର ରାଜୀବ) ବଲେନ, ଏହିଦିନେ ଆମାର ଜଣ୍ମ ହେବେ ଏବଂ ଏହି ଦିନେଇ ଆମାର ଉତ୍ତର କୋରାଅନ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଉଥିଲା ଶୁଣୁଟି ହେବେ ।” -ମୁସଲିମ ।

ମାସଆଲା-୧୧୨ : ଜିଲହଜ୍ର ମାସେର ପ୍ରଥମ ନୟ ଦିନ ରୋଯା ରାଖା ମୁକ୍ତାହାବ ।

ମାସଆଲା-୧୧୩ : ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସେ ଯେ କୋନ ତିନଟି ରୋଯା ରାଖା ମାସନୂନ ।

ମାସଆଲା-୧୧୪ : ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସେର ସୋମବାର ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଦୂଇ ବୃଦ୍ଧମାତ୍ରା ରୋଯା ରାଖି ରାମାର ରାଜୀବ (ରତ୍ନର ରାଜୀବ)-ଏର ନିୟମିତ ଆମଲ ଛିଲ ।

ଅବଦ ଲୁହାର ଉତ୍ତମ (ରତ୍ନର ରାଜୀବ) ବଲେନ, “ରାମାର ରାଜୀବ (ରତ୍ନର ରାଜୀବ) କେ ସୋମବାର ରୋଯା ରାଖାର ଶମ୍ପକେ ଜି ଜ୍ଞାସା କରା ହଲେ ଉତ୍ତରେ ହୃଦୟ (ରତ୍ନର ରାଜୀବ) ବଲେନ, ଏହିଦିନେ ଆମାର ଜଣ୍ମ ହେବେ ଏବଂ ଏହି ଦିନେଇ ଆମାର ଉତ୍ତର କୋରାଅନ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଉଥିଲା ଶୁଣୁଟି ହେବେ ।” -ନାସାଈ ।

ମାସଆଲା-୧୧୫ : ନଫଳ ରୋଯା ସମ୍ବୂରେ ନିୟମ ଦିନେ ଦ୍ଵିତୀୟର ପୂର୍ବେ ଯେ କୋନ ସମୟ କରା ଯେତେ ପାରେ । ଶର୍ତ୍ତ ହଲ ପୂର୍ବେ ଥାନା-ପିନା ନା କରାତେ ହେବେ । ଏ ବ୍ୟାପାରେ ହାଦୀସେର ଜନ୍ୟ ମାସଆଲା ନେ-୨୨ ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ।

ମାସଆଲା-୧୧୬ : ନଫଳ ରୋଯାର କାଜା ଆଦାୟ କରା ଶୁଣାଇବ ନାହିଁ । ହାଦୀସେର ଜନ୍ୟ ମାସଆଲା ନେ-୭୮ ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ।

ମାସଆଲା-୧୧୭ : ନଫଳ ଇବାଦତସମ୍ବୂରେ ମଧ୍ୟପଞ୍ଚ ଅବଲମ୍ବନ ଉତ୍ତମ । ହାଦୀସେର ଜନ୍ୟ ମାସଆଲା ନେ-୬୮ ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ।

ମାସଆଲା-୧୧୮ : ‘ସିଯାମେ ଆରବାସିନ’ ତଥା ଲାଗାତାର ଚାନ୍ଦିଶ ଦିନ ରୋଯା ରାଖି ହାଦୀସ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହିତ ନାହିଁ ।

୧. ସହିହ ଆଲ ବୁଧାରୀ : ୨/୨୬୭, ହାଦୀସ ନେ-୧୮୩୯ ।

୨. ମୁସଲିମ ଶରୀଫ : ୪/୧୩୦, ହାଦୀସ ନେ-୨୬୬୨ ।

୩. ମୁସଲିମ ଶରୀଫ : ୪/୧୨୮, ହାଦୀସ ନେ-୨୬୧୭ ।

୪. ସହିହ ସୁନାନ ଆଲ ନାସାଈ : ୨/୧୬୯, ହାଦୀସ ନେ-୨୪୧୬ ।

الصيام المنوع والمكرر نिषिद्ध एवं مाकराह रोया समूह

ମାସଆଲା-୧୧୯ : ଈନୁଲ ଫିତର ଓ ଈନୁଲ ଆୟହାର ଦିନ ରୋଯା ରାଖା ନିଷେଧ ।

بن أبي عبید رضى الله عنه قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضى الله عنه فقال هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما يوم فطركم والبيوم الآخر تأكلون فيه من نسائمكم .
رواه البخاري . (୧)

ହ୍ୟରତ ଆବୁ ଉବାଇଦ (ରଜିଃ) ବଲେନ, “ଆମି ହ୍ୟରତ ଉମର ଇବନୁଲ ଖାତାବ (ରଜିଃ)-ଏର ସାଥେ ଈନୁଲ ନାମାଜ ଆଦାଯ କରେଛି । ତିନି ବଲେଛେ, ଏ ଦୁଇ ଦିନେର ରୋଯା ରାଖା ଥେକେ ନବୀ କରୀମ (ସାଃ) ନିଷେଧ କରେଛେ । ପ୍ରୟେମ ଦିନ ହଲୋ, ସଥନ ତୋମରା ରୋଯା ଶେବ କର, ଆର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ହଲୋ, ସଥନ ତୋମର କୋରବାନୀର ଗୋଟି ଖାବେ ।” -ବୁଖାରୀ ।

ମାସଆଲା-୧୨୦ : ଶୁଦ୍ଧ ଜୁମାର ଦିନ ରୋଯା ରାଖା ମାକରାହ ।

ମାସଆଲା-୧୨୧ : ଯଦି କୋନ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜେର ନିୟମାନୁୟାୟୀ ଜୁମାର ଦିନ ରୋଯା ରାଖେ ତାହଲେ ଜାରେ ହବେ । ସଥା କୋନ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦ୍ୱିତୀୟ ବା ତୃତୀୟ ଦିନେ ରୋଯା ରାଖାର ଅଭ୍ୟାସୀ ହୁଁ ଥାକେ, ତାହା କୋନ ଏକ ଦିନ ଜୁମାବାର ଚଲେ ଆସିଲେ କୋନ ଅସୁବିଧା ହବେ ନା ।

بن أبي هରିର ରତ୍ନ ଉଦ୍‌ଦେଶ୍ୟରେ ଏହିର କହିଲା ଯାହା କହିଲା ଯାହା ହୁଏ ଏହିର କହିଲା ଯାହା ହୁଏ ଏହିର କହିଲା ଯାହା ହୁଏ ।
لିଲାଇ ଲା ତଥା ।
ହ୍ୟରତ ଆବୁ ହ୍ୟରାୟରା (ରଜିଃ) ବଲେନ, “ଜୁମାର ରାତିକେ ଇବାଦତେର ଜନ ନିର୍ଦିଷ୍ଟ କରିଓ ନା ଏବଂ ଜୁମାର ଦିନକେବେଳେ ରୋଯାର ଜନ୍ୟ ନିର୍ଦିଷ୍ଟ କରିଓ ନା । ତବେ ରୋଯାର ଅଭ୍ୟାସୀ କୋନ ବ୍ୟକ୍ତିର ରୋଯାର ଦିନଗୁଲୋତେ ଜୁମାବାର ଚଲେ ଆସିଲେ ତା ଜାଯେୟ ହବେ ।” -ମୁସଲିମ ।

ହ୍ୟରତ ଆବୁ ହ୍ୟରାୟରା (ରଜିଃ) ବଲେନ, “ଆମି ରାତ୍ରି ଜୁମାଲ୍‌ଲ୍ଲାହ (ସାଃ)କେ ବଲତେ ଶନେଛି ଯେ, କୋନ ବ୍ୟକ୍ତି ଶୁଦ୍ଧ ଜୁମାର ରୋଯା ରାଖିବେ ନା । ଯଦି ରାତକେ ଚାଇ ତାହଲେ ଏକଦିନ ଆଗେ ବା ପରେ ମିଲିଯେ ରାଖିବେ” (ଅର୍ଥାତ୍) ଜୁମା ଓ ଶନି ଅଥବା ବୃଦ୍ଧିପ୍ତି ଓ ଜୁମା ଏକ ସାଥେ ରାଖିବେ । -ବୁଖାରୀ ।

ମାସଆଲା-୧୨୨ : ‘‘ସାଓମେ ବେହାଲ’’ ଅର୍ଥାତ୍ ସନ୍ଧୟାଯି ଇଫତାର ନା କରେ ଏବଂ କିଛୁ ନା ଖେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନେର ରୋଯା ଶୁଦ୍ଧ କରେ ଦେଯା ମାକରାହ ।

ହ୍ୟରତ ଆବୁ ହ୍ୟରାୟରା (ରଜିଃ) ବଲେନ, “ଆମି ରାତ୍ରି ଜୁମାଲ୍‌ଲ୍ଲାହ (ସାଃ) ସଥନ ସାଓମେ ବେହାଲ ଥେକେ ନିଷେଧ କରିଲେନ ତଥା ଏକଜନ ସାହାବୀ ଜିଜ଼ାସା କରିଲେ, ଇହୀ ରାତ୍ରି ଜୁମାଲ୍‌ଲ୍ଲାହ ! ଆପଣିତେ ସାଓମେ ବେହାଲ ପାଲନ କରେନ ହଜ୍ରୁର (ସାଃ) ବଲିଲେ, ତୋମାଦେର ମଧ୍ୟେ ଆମାର ମତ କେ ଆଛେ ? ଆମି ସଥନ ରାତ୍ରେ ଶୁଯେ ପଡ଼ି ତଥା ଆମାକେ ଆମାର ପରିଓଯାରଦେଗୀର ଥାଓୟାନ ଏବଂ ପାନ କରାନ ।” -ବୁଖାରୀ, ମୁସଲିମ ।

୧. ସହିହ ଆଲ ବୁଖାରୀ : ୨/୨୭୨, ହାଦୀସ ନଂ-୧୮୫୧ ।
୨. ମୁସଲିମ ଶରୀରିକ : ୪/୯୧, ହାଦୀସ ନଂ-୨୫୫୧ ।
୩. ସହିହ ଆଲ ବୁଖାରୀ : ୨/୨୭୧, ହାଦୀସ ନଂ-୧୮୪୬ ।
୪. ସହିହ ଆଲ ବୁଖାରୀ : ୨/୨୬୦, ହାଦୀସ ନଂ-୧୮୨୬ ।

মাসআলা-১২৪ : যদি কোন ব্যক্তি নিজের পুরাতন নিয়মানুযায়ী রোয়া রেখে আসছিলো, ঘটনাক্রমে সে দিনটা রম্যানের দু'একদিন পড়ে গেল, তখন রোয়া রাখলে অসুবিধা হবে না।

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتقى من أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان بصوم صوماً فليصم ذلك اليوم. متفق عليه.(۱)
হ্যবরত আবু হুরায়রা (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন, “রম্যানের দু’একদিন পূর্বে কোন ব্যক্তি রোয়া রাখবে না। তবে নির্দিষ্ট দিনে যে ব্যক্তি রোয়া রাখত সে রাখতে পারবে।” –বুখারী, মুসলিম।

মাসআলা-১২৫ : লাগাতার রোয়া রাখা নিষেধ।

عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهمما قال قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله ألم أخبرك أنك تصوم النهار وتقوم الليل فقلت بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فلا تفعل ص وأفطر وقم ونم فإن جسدك عليك حقا وإن لعيبك عليك حقا وإن لزورك عليك حقا وإن لذورك عليك حقا صام من صام الدهر. متفق عليه。(۲)

হ্যবরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রজিঃ) বলেন, “হে আবদুল্লাহ! আমি জানতে পারলাম যে, তুমি দিনের বেলা রোয়া রাখ এবং সারা রাত দাঁড়িয়ে সালাত আদায় কর।” আমি বললাম, হ্�য় ইয়া রাসূলুল্লাহ আমি তাই করি। হজ্জুর (সা:) বললেন, “এরূপ করনা এবং সাওয়ে পালন কর এবং বাদও দাও আর রাতে ইবাদতও কর এবং মিদ্রাও যাও। কেননা তোমার উপর তোমার শরীরের হক রয়েছে, তোমার উপর তোমার চোখের হক রয়েছে, তোমার মেহমানের হক রয়েছে। যে ব্যক্তি লাগাতার রোয়া রাখবে তার রোয়া হবে না।” –বুখারী, মুসলিম।

মাসআলা-১২৬ : ‘আয়্যামে তাশরীক’ অর্থাৎ জিলহজ্জু মাসের ১১, ১২ ও ১৩ তারিখে রোয়া রাখা নিষেধ। কিন্তু যে হজ্জ আদায়কারী কোরবানী দিতে পারেনি সে মিনায় ‘আয়্যামে তাশরীকের’ রোয়া রাখতে পারে।

عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم قالا: لم يرخص في أيام التشريق أن يصوم إلا من لم يجد الهدى. رواه البخاري. (۳)

হ্যবরত আয়েশা (রজিঃ) বলেন, “যে হাজী কোরবানী দিতে অক্ষম সে ব্যক্তিত অন্য কারো জন্যে আয়্যামে তাশরীকে রোয়া রাখার অনুমতি দেয়া হয়নি।” –বুখারী।

মাসআলা-১২৭ : হাজীদের জন্য আরাফায় জিলহজ্জের নয় তারিখ রোয়া নিষেধ।

عن أم الفضل رضي الله عنها أنها شكرت النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فأرسلت إليه بلبن فشرب وهو يخطب الناس بعرفة. متفق عليه。(۴)

হ্যবরত উশুল ফজল (রজিঃ) বলেন, “লোকেরা আরাফার দিন নবী (সা:) রোয়া রেখেছেন বলে মনে করেছিলেন, আমি হজ্জুর (সা:)–এর কাছে দুধ পাঠালাম, হজ্জুর (সা:) তা পান করলেন, তখন নবী (সা:) আরাফায় খুতবা প্রদান করতেছিলেন।” –বুখারী, মুসলিম।

১. সহীহ আল বুখারী : ২/২৩৮, হাদীস নং-১৭৭৯।

২. মুসলিম শরীফ : ৪/১১৯, হাদীস নং-২৬০৫।

৩. সহীহ আল বুখারী : ২/২৭৪, হাদীস নং ১৮৫৭।

৪. সহীহ আল বুখারী : ২/৭২৪, হাদীস নং ১৯৪৯।

ମାସଆଲା-୧୨୮ : ଶାବାନ ମାସ ଅର୍ଦେକ ହୟେ ଗେଲେ ରୋଯା ନା ରାଖ୍ୟ ଉଚିତ ।

ଆମୀର ହରିରେ (ରୁଷି ଲାହ ଏନ୍ଦ) କାଳ କାଳ ରୁଷ ଲାହ ଚଲି ଲାହ ଉଲିବେ ଓସଲମ : ଇହା ବ୍ୟକ୍ତି ନିର୍ମାଣ ଶୁଭାନ ଫଳ
ବିମାନ । ରୋହ ତରମନ୍ତି . (୧) (ହସନ)

ହୟରତ ଆବୁ ହୁରାୟରା (ରଜିଃ) ବଲେନ, ରାସୂଲୁଲ୍ଲାହ (ସାଃ) ବଲେହେନ, “ଯଥିନ ଶାବାନ ଅର୍ଦେକ ବାକୀ ଥାକ
(ଅର୍ଥାତ୍ ରମ୍ୟାନେର ୧୫ ଦିନ ପୂର୍ବେ) ତଥିନ ଆର ନଫଲ ରୋଯା ରାଖିବୋ ନା ।” –ତିରମିଜି ।

ମାସଆଲା-୧୨୯ : ସ୍ଵାମୀର ଅନୁମତିବିହୀନ ସ୍ତ୍ରୀର ଜନ୍ୟ ନଫଲ ରୋଯା ରାଖ୍ୟ ନିମେଥ ।

ଆମୀର ହରିରେ (ରୁଷି ଲାହ ଏନ୍ଦ) କାଳ ଲାହ ଚଲି ଲାହ ଉଲିବେ ଓସଲମ : କାଳ ଲାହ ଚଲି ଲାହ ଉଲିବେ
ଦ ବ୍ୟକ୍ତି ନିର୍ମାଣ ଶୁଭାନ ଫଳ । (୨) (ହସନ)

ହୟରତ ଆବୁ ହୁରାୟରା (ରଜିଃ) ବଲେନ, ରାସୂଲୁଲ୍ଲାହ (ସାଃ) ବଲେହେନ, “କୋନ ମହିଳା ତାର ସ୍ଵାମୀ ଉପରି
ଥାକାବିଷ୍ଟ୍ୟ ସ୍ଵାମୀର ଅନୁମତି ବ୍ୟକ୍ତିତ ଯେଣ ରୋଯା ନା ରାଖେ ।” –ବୁଖାରୀ ।

ମାସଆଲା-୧୩୦ : ଶୁଦ୍ଧ ମୁହାରାମେର ଦଶ ତାରିଖ ରୋଯା ରାଖ୍ୟ ମାକରାହ । ନୟ ଏବଂ ଦଶ ତାରିଖ ଅଥ
ଦଶ ଏବଂ ଏଗାର ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଦିନ ଏକ ସାଥେ ରାଖିବେ ।

عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر
بامه قالوا يا رسول الله أنه يوم يعظمك اليهود والنصارى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا
العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع قال فلم يأت العام المقبل حتى توفى رسول الله صلى الله
وسلم. رواه مسلم. (୩)

ହୟରତ ଆବୁଲ୍ଲାହ ଇବନେ ଆବାସ (ରଜିଃ) ବଲେନ, ରାସୂଲୁଲ୍ଲାହ (ସାଃ) ଆଶ୍ରାମ ରୋଯା ପାଲନ କରେଣ
ଏବଂ ଲୋକଜନକେଓ ରୋଯା ରାଖାର ଆଦେଶ ଦିଯେଛେନ । ଲୋକେରା ଆରଜ କରିଲେନ, ଇହା ରାସୂଲୁଲ୍ଲାହ
ଦଶଇ ମୁହାରାମ ତୋ ଇହନ୍ତି ଓ ଖୃଷ୍ଟନଦେର କାହେ ଅନେକ ଶୁରୁତ୍ପର୍ଣ୍ଣ ଦିନ । ହଜ୍ରୁର (ସାଃ) ବଲଲେନ, ‘ଆ
ଆମରା ଇନଶାଆଲ୍ଲାହ ଆଗାମୀ ଦଶଇ ମୁହାରାମେର ସାଥେ ନୟଇ ମୁହାରାମେର ରୋଯାଓ ରାଖିବ । କିମ୍ବା
ଆଗାମୀ ବଂସର ଆସାର ପୂର୍ବେ ହଜ୍ରୁର (ସାଃ) ଇହକାଳ ଥିକେ ଚିର ବିଦୟା ନିଯେ ଚଲେ ଗେହେନ ।’ –ମୁସଲିମ
ବିଞ୍ଦ୍ରଃ: ଆଶ୍ରାମ ଦିନେର ଫଜୀଲତ ଓ ଶୁରୁତ୍ତରେ କାରଣ ହଲୋ ଏହି ଯେ, ଯଥିନ ନବୀ କରୀମ (ସାଃ) ମର୍ଦ
ଶ୍ରୀକେ ତାଶରୀଫ ଆମଲେନ ତଥିନ ଇହନ୍ତିରା ଦଶଇ ମୁହାରାମେ ରୋଯା ରାଖିବେ । ତାଦେର କାହେ କା
ଜିଜ୍ଞାସା କରା ହଲେ ତାରା ଉତ୍ତରେ ବଲେନ, ଏହିଦିନେ ଆଲ୍ଲାହ ତାଯାଲା ମୁସା (ଆଃ)କେ ଫେରାଉନେର ଉ
ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ଦିଯେଛିଲେନ । ତାଇ ଆମରା ଶୁକରିଯା ହିସେବେ ଏହି ଦିନ ରୋଯା ରାଖି । ରାସୂଲୁଲ୍ଲାହ (ସାଃ)
ଏକଥା ଜାନାର ପର ବଲେନ, ଇହନ୍ତି ଅପେକ୍ଷା ଆମରାଇ ମୁସା (ଆଃ)-ଏର ଅତି ନିକଟେ । ତାରପର ହୁ
(ସାଃ) ମୁସଲିମାନଦେରକେ ସେଇ ଦିନେର ରୋଯା ରାଖାର ଆଦେଶ ଦିଲେନ । କିନ୍ତୁ ଯଥିନ ରମ୍ୟାନେର ରୋଯା ଫ
କରାଇଲୋ ତଥିନ ହଜ୍ରୁର (ସାଃ) ବଲଲେନ, ଏଥିନ ଯାର ଇଚ୍ଛା ଦଶଇ ମୁହାରାମ ରୋଯା ରାଖ ଆର ଯାର ଇ
ହେଡ଼େ ଦାଓ । –ମୁସଲିମ ।

୧. ସହିହ ସୁନାନ୍ ତିରମିଜି : ୩/୧୧୫, ହାଦୀସ ନଂ ୭୩୮ ।

୨. ସହିହ ଆଲ ବୁଖାରୀ : ୫/୮୧, ହାଦୀସ ନଂ ୪୮୧ ।

୩. ମୁସଲିମ ଶରୀଫ : ୪/୮୩, ହାଦୀସ ନଂ-୨୫୩୩ ।

୪. ମୁସଲିମ ଶରୀଫ : ୪/୭୮, ହାଦୀସ ନଂ-୨୫୨୩ ।

আসআলা-১৩১ : শুধু শনিবার রোধা রাখা মাকরহ ।

عن عبد الله بن بسر عن أخته الصماء رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم فain لم يجد أحدكم إلا حاء عنبة أو عود شجرة فلি�مضغه . رواه ابن خزيمة . (صحيح) (১)

ইয়রত আবদুল্লাহ ইবনে বুসর (রজি) আপন বোন হয়রত ছামা (রজি) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা) বলেছেন, “ফরজ রোধা ব্যতীত শনিবারে রোধা রাখ না । যদি খাওয়ার জন্য অন্য কিছু না থাকে তাহলে আঙুরের কাঠ অথবা কোন একটি গাছের ছাল ছিবিয়ে খাও ।” –ইবনে খুয়ায়মা ।

খিল্দ্রঃ-শনিবার যেহেতু আহলে কিভাব তথা ইহুদী-খ্ষণ্ঠানদের স্টদের দিন । তাই তাদের স্বরোধিতার উদ্দেশ্য রাসূল করীম (সা) শনিবারের সাথে শুক্রবার অথবা রবিবারকে মিলিয়ে রোধা রাখার আদেশ দিয়েছেন ।

মাসআলা-১৩৬ : পুরুষদেরকে মসজিদেই এতেকাফ করতে হবে ।

মাসআলা-১৩৭ : রম্যান মাসে এতেকাফের জন্য রোয়া রাখা জরুরী ।

মাসআলা-১৩৮ : এতেকাফ অবস্থায় অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়া, জানায়ার নামাজে শরীক হওয়া, স্ত্রীসহবাস করা, মানবীয় প্রয়োজন ব্যতীত এতেকাফের স্থান থেকে বাহিরে যাওয়া নিষেধ ।

عن عائشة رضي الله عنها قالت: السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس إمرأة ولا يباشرها ولا يخرج حاجة إلا لما لا بد منه ولا اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. رواه أبو داود. (حسن) (۱)

হ্যরত আয়েশা (রজিঃ) বলেন, “এতেকাফকারীর জন্য সুন্নাত হলো সে যেন কোন অসুস্থকে দেখতে না যায়, জানায়ায় শরীক না হয়, স্ত্রীকে স্পর্শ না করে, তার সাথে সহবাস না করে এবং এতেকাফের স্থান থেকে মানবীয় প্রয়োজন ব্যতীত বের না হয় । রোয়া বিনে এতেকাফ হয় না । আর জামে মসজিদ ব্যতীত অন্য জায়গায় এতেকাফ হয় না । –আবু দাউদ ।

মাসআলা-১৩৯ : মহিলাদেরকেও এতেকাফ করা চাই ।

عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجاً من بعد. رواه مسلم. (۲)

হ্যরত আয়েশা (রজিঃ) বলেন, “নবী (সা:) ইন্দেকালের পূর্ব পর্যন্ত রম্যানের শেষ দশ তারিখে এতেকাফ পালন করতেন । হজুরের (সা:) পর হজুরের সহধর্মীনিরা এতেকাফ পালন করেন ।” –মুসলিম ।

মাসআলা-১৪০ : মহিলারা নিজের ঘরে এতেকাফ করবে ।

عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لاتقعنوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن. رواه أبو داود. (صحيح) (۳)

হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন, “মহিলাদেরকে মসজিদে যাওয়া থেকে বাধা দিও না । কিন্তু তাদের জন্য তাদের ঘর মসজিদ থেকে অনেক উত্তম ।” –আবু দাউদ ।

মাসআলা-১৪১ : যদি কেউ দশ দিন এতেকাফ করতে না পারে, তাহলে যত দিন সম্ভব ততদিন করবে । এমনকি শুধু এক রাত করলেও জায়েয হবে ।

عن ابن عمر رضي الله عندهما أن عمر سأله النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نذرت في الجاهلية أن اعتكف ليلة في المسجد الحرام؛ قال: أوف بندنك. رواه المخاري. (۴)

হ্যরত ইবনে উমর (রজিঃ) বলেন, হ্যরত উমর (রজিঃ) নবী করীম (সা:) থেকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমি জাহেলী যুগে মসজিদে হারামে এক রাত এতেকাফ করার নথর করেছিলাম, তা কি পূরা করতে হবে হজুর (সা:) বললেন, “মান্নত পূরা কর ।” –বুখারী ।

১. সহীহ সুনানি আবিদাউদ : ২/৮৭, হাদীস নং-২৪৭৩ ।

২. মুসলিম শরীফ : ৪/১৪৮, হাদীস নং-২৬৫১ ।

৩. সহীহ সুনানি আবিদাউদ : ১ম খন্ড, হাদীস নং-৫৩০ ।

৪. সহীহ আল বুখারী : ২/২৮৮, হাদীস নং-১৮৮৯ ।

فضل ليلة القدر

লাইলাতুল কদরের ফজীলত ও মাসায়েল

মাসআলা-১৪২ : লাইলাতুল কদরের ইবাদত পূর্বের গুনাহসমূহের ক্ষমার কারণ ।

ন أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً نر له ما تعلم من ذنبه. متفق عليه. (১)

হ্যরত আবু হুরায়রা (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, “যে ব্যক্তি লাইলাতুল কদর ঈমানের সাথে ও ছাওয়াবের নিয়তে ইবাদত করবে তার পূর্বের গুনাহ সমূহ ক্ষমা করা হবে ।” -বুখারী

মাসআলা-১৪৩ : লাইলাতুল কদরের সৌভাগ্য থেকে বক্ষিত ব্যক্তি বড় হতভাগা ।

ن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخل رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الشهر حضركم وفيه ليلة خير من ألف شهر من حرمتها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها إلا كل محروم. رواه ماجه. (حسن) (২)

হ্যরত আনস (রজিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, “যখন রম্যান আসল রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন এ যে মাস তোমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছে এতে এমন একটি রাত্রি রয়েছে যা হাজার মাসে চেয়ে উত্তম । যে ব্যক্তি এ রাত্রির সৌভাগ্য অর্জন থেকে বক্ষিত সে সকল পুণ্য থেকে বক্ষিত লাইলাতুল কদর থেকে শুধু হতভাগাই বক্ষিত হয় ।” -ইবনে মাজা ।

মাসআলা-১৪৪ : লাইলাতুল কদরকে রম্যানের শেষ দশ তারিখের বেজোড় রাতগুলোতে তালা করা উচিত ।

ن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرروا ليلة القدر في الوتر من العشر وأخر من رمضان . رواه البخاري. (৩)

হ্যরত আয়েশা (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, “রম্যানের শেষ দশ তারিখের বেজোড় রাত সমূহে লাইলাতুল কদরকে তালাশ কর ।” -বুখারী ।

মাসআলা-১৪৫ : রম্যানের শেষ দশ তারিখে বেশী বেশী ইবাদত করা উচিত ।

মাসআলা-১৪৬ : রম্যানের শেষ দশ তারিখে পরিবার-পরিজনকে ইবাদতের জন্য বিশেষ উৎসা দেওয়া সুন্নাত ।

ن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. رواه البخاري. (৪)

হ্যরত আয়েশা (রজিঃ) বলেন, “রাসূলুল্লাহ (সাঃ) রম্যানের শেষ দশ তারিখে অন্য দিন অপেক্ষ ইবাদতে অনেক বেশী পরিশ্রম করতেন ।” -বুখারী, মুসলিম

১. سہیہ آلن بُوکھاری ১/২/২৩৩, ہادیس نং-১৭৬৬ ।

২. سہیہ سُنَّاتِ اَبْوِي ۝ ۲/۵۹, ہادیس نং-১৬৬৭ ।

৩. سہیہ آلن بُوکھاری ১/২/২৪৪, ہادیس نং-১৮৭৪ ।

৪. مুসলিম شরীف ৪/১৫০, ہادیس نং-২৬৫৫ ।

عن عائشة رضى الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد متربه وأحياناً ليه وأيقظ أهله. متفق عليه. (١)

হ্যবরত আয়েশা (রজিঃ) বলেন, “যখন রমযানের শেষ দশ দিনের আগমন হত তখন রাসূলুল্লাহ (সা:) ইবাদতের জন্য প্রস্তুত হয়ে যেতেন রাত্রি জাগতেন এবং নিজের পরিবার-পরিজনকেও জাগিয়ে দিতেন।” -বুখারী, মুসলিম।

মাসআলা-১৪৭ : শেষ দশ রাতে যারা জাগত থাকতে পারেনা তারা ও লাইলাতুল কদরের পূর্ণ ছাওয়ার অর্জন করতে পারবে।

عن أبي ذر رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنَّمَا قامَ مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يُنَصَّرَ كَتَبُ لَهُ قِيَامًا لِلَّيْلَةِ. رواه الترمذى. (صحيح) (٢)

হ্যবরত আবু যর (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন, “যে ব্যক্তি ইমামের সাথে শেষ পর্যন্ত তারাবী পড়েছে তার জন্য সারা রাত নফল নামাজ পড়ার ছাওয়ার লিখা হয়।” -তিরমিজী।

عن عثمان بن عفان رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى العشاء في جماعة فكانا قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكانا صلى الليل كلها. رواه مسلم. (٣)

হ্যবরত উসমান (রজিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা:)কে বলতে শুনেছি যে, “যে ব্যক্তি এশার নামাজ জামাতের সহিত আদায় করেছে সে মেন অর্ধ রাত নফল নামাজ পড়ল, আর যে ব্যক্তি তার সাথে ফজরের নামাজ ও জামাতের সহিত পড়ল সে যেন পূরা রাত নফল পড়ল”। মুসলিম।

মাসআলা-১৪৮ : রমযানুল মুবারকে রাসূলুল্লাহ (সা:) বেশী বেশী কোরআন তেলাওয়াত করতেন এবং আল্লাহর রাস্তায় দান করতেন।

عن ابن عباس رضى الله عنهمَا قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير وكان أجود ما يكون في رمضان، كان جبريل يلقاه كل ليلة في رمضان يعرض عليه النبي القرآن فإذا لقيه جبريل كان أجود بالخير من الربيع المثلثة . متفق عليه. (٤)

হ্যবরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রজিঃ) বলেন, “রাসূলুল্লাহ (সা:) মানুষের কল্যাণকর্ত্তা বড় দানশীল ছিলেন। কিন্তু রমযান মাসে হজুর (সা:)-এর দানশীলতা আরো অনেকগুণে বেড়ে যেত। রমযান মাসে প্রতি রাতে হ্যবরত জিবরীল (আ:) তাশরীফ আনয়ন করতেন রাসূলুল্লাহ (সা:) তাঁকে কোরআন মজীদ পড়ে শুনাতেন। যখন জিবরীল (আ:) আসতেন তখন হজুর (সা:) দানশীলতায় প্রবল বাতাসের চেয়েও বেশী আগে চলে যেতেন।” -বুখারী, মুসলিম।

মাসআলা-১৪৯ : লাইলাতুল কদরে এই দোয়া পড়া সুন্নাত।

عن عائشة رضى الله عنها قالت: قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أى ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال قولي «اللهم إينك عنك تحب العقوبة فأعف عنى». رواه الترمذى. (صحيح) (٥)

হ্যবরত আয়েশা (রজিঃ) বলেন, “আমি রাসূলুল্লাহ (সা:) কাছে জিঞ্জাসা করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! যদি আমি শবে কদরকে পাই তাহলে কোন দোয়া পড়বৎ হজুর (সা:) বললেন, এই দোয়া পড়-'আল্লাহম্বা ইন্নাকা আফুউন তুহিবুল আফওয়া ফাফু আন্নী'।” -তিরমিজী।

১. সহীহ আল বুখারী : ২/২৮৬, হাদীস নং-২৯৮০।
২. সহীহ সুনানিত তিরমিজী : ১ম খন্ড, হাদীস নং-১৬৪৬
৩. মুসলিম শরীফ : ২/৪৪৪, হাদীস নং-১৩৬৪।
৪. সহীহ আল বুখারী : ৩/২৭৮, হাদীসনং-২৯৮০।
৫. সহীহ সুনানিত তিরমিয়ি : ৩/১৭০, হাদীস নং-৩৭৬০।

صَدْقَةُ الْفَطْرِ ছদকায়ে ফিতরের মাসায়েল

মাসআলা-১৫০ : ছদকায়ে ফিতর আদায় করা ফরজ ।

মাসআলা-১৫১ : ছদকায়ে ফিতরের উদ্দেশ্য, রোয়াবস্থায় সংঘটিত শুনাহসমূহ থেকে নিজেকে মুক্ত করা ।

মাসআলা-১৫২ : ছদকায়ে ফিতর ঈদের নামাজের পূর্বে আদায় করা উচিত অন্যথায় সাধারণ সদকায় পরিণত হয় ।

মাসআলা-১৫৩ : ছদকায়ে ফিতরের অধিকারী ব্যক্তিগণ তারাই যারা যাকাতের অধিকারী ।

عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرا للصائم من اللغو والرفث وطعمه للمساكين فمن أداها قبل الصلاة فهي زكوة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رواه أحمد وابن ماجه. (صحيحة) (١)

হ্যরত ইবনে আবৰাস (রজিৎ) বলেন, “রাসূলুল্লাহ (সা) রোয়াদারকে অনর্থক কথা ও অশুল্লিখ্যবহার থেকে পৰিত্র করা এবং গরীবদের মুখে অন্ন দেওয়ার জন্য ছদকায়ে ফিতর ফরজ করেছেন। যে ব্যক্তি ঈদের নামাজের পূর্বে আদায় করেছে তার ছদকায়ে ফিতর আদায় হয়ে গেছে। আর যে ব্যক্তি ঈদের নামাজের পর আদায় করল তার ছদকা সাধারণ ছদকায় পরিণত হবে।” -আহমদ, ইবনে মাজা ।

মাসআলা-১৫৪ : ছদকায়ে ফিতরের পরিমাণ এক ছা’ যা কিছু কম তিন সের অথবা আড়াই কিলোগ্রামের সমান ।

মাসআলা-১৫৫ : ছদকায়ে ফিতর সকল মুসলমান, সে গোলাম হোক বা আজাদ, পুরুষ হোক বা মহিলা, ছোট হোক বা বড়, রোয়াদার হোক বা গায়রে রোয়াদার, নেছাবের মালিক হোক বা না হোক, সবার উপর ফরজ ।

عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. متفق عليه. (٢)

হ্যরত ইবনে উমর (রজিৎ) বলেন, “রাসূলুল্লাহ (সা) রময়ানের ছদকা ফিতর হিসেবে এক ছা’ খেজুর অথবা এক ছা’ জব, গোলাম, আজাদ, পুরুষ, মহিলা, ছোট, বড় প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরজ করেছেন।” -বুখারী, মুসলিম ।

বিপ্রদঃ-যে ব্যক্তির কাছে একদিন এক রাতের খোরাক নাই তাকে ছদকা আদায় করতে হবে না ।

১. সহীহ সুনানি ইবনে মাজা ৪ ২/১১১, হাদীস নং-১৮৫৪ ।

২. সহীহ আল বুখারী ৪ ২/৬০, হাদীস নং-১৪১৫ ।

মাসআলা-১৫৬ : ছদকায়ে ফিতর ফসল দিয়ে দেওয়া উত্তম ।

মাসআলা-১৫৭ : গম, চাউল, জব, খেজুর, মোনাক্কা অথবা পনির ইত্যাদির মধ্যে যা ব্যবহৃত হয় তাই দেওয়া উচিত ।

عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كنا نخرج زكاة الفطر صاعاً من طعام أو صاعاً من شعير أو صاعاً من قمر أو صاعاً من أقطاف أو صاعاً من زبيب. متفق عليه. (۱)

হ্যরত আবু সাঈদ (রজিঃ) বলেন, “আমরা ছদকায়ে ফিতর হিসেবে এক ছা’ খাদ্য ফসল অথবা এক ছা’ খেজুর বা এক ছা’ জব বা এক ছা’ মোনাক্কা বা এক ছা’ পনির দিতাম ।” –বুখারী, মুসলিম ।

মাসআলা-১৫৮ : ছদকায়ে ফিতর আদায় করার সময় শেষ রোয়া ইফতারের পর শুরু হয় কিন্তু ইদের দু’ একদিন পূর্বে আদায় করা যায় ।

মাসআলা-১৫৯ : ছদকায়ে ফিতর ঘরের দায়িত্বশীল ব্যক্তিকে স্তৰী, ছেলে সন্তান এবং নৌকর-চাকর স্বার পক্ষ থেকে আদায় করতে হবে ।

عن نافع كان ابن عمر رضي الله عنهما يعطي عن الصغير والكبير حتى إن كان ليعطي عن بنى و كان ابن عمر يعطيها الذى يقبلونها وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين . رواه البخارى . (۲)

হ্যরত না’ফে বলেন, “হ্যরত ইবনে উমর (রজিঃ) ঘরের ছোট-বড় স্বার পক্ষ থেকে ছদকায়ে ফিতর আদায় করতেন । এমনকি আমার ছেলেদের পক্ষ থেকেও দিতেন । আর হ্যরত ইবনে উমর (রজিঃ) ঐ সকল ব্যক্তিদেরকে দিতেন যারা গ্রহণ করত । আর তিনি ইদের দু’ একদিন পূর্বে আদায় করে দিতেন ।” –বুখারী ।

১. সহীহ আল বুখারী : ২/৫৮, হাদীস নং-১৪০৯ ।

২. সহীহ আল বুখারী : ২/৫৯, হাদীস নং-১৪১৪ ।

صلوة العيد

ঈদের নামাজের মাসায়েল

মাসআলা-১৬০ : ঈদুল ফিতরের নামাজের জন্য যাওয়ার পূর্বে কোন মিষ্ঠি বস্তু খাওয়া সুন্নাত ।

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل نرات و يأكلهن وتراً. رواه البخاري. (١)

হ্যরত আনস ইবনে মালেক (রজিঃ) বলেন, “রাসূলুল্লাহ (সা:) ঈদুল ফিতরের দিন খেজুর খাওয়া ব্যতীত ঈদগাহে যেতেন না । আর হজুর (সা:) বেজোড় খেজুর খেতেন ।” –বুখারী ।

মাসআলা-১৬১ : ঈদের নামাজের জন্য পায়ে হেঁটে যাওয়া এবং আসা সুন্নাত ।

بن على رضي الله عنه قال من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا . رواه ابن ماجه. (حسن.) (٢) هـ

হ্যরত আলী (রজিঃ) বলেন, “ঈদগাহে পায়ে হেঁটে যাওয়া সুন্নাত ।” –ইবনে মাজা ।

মাসআলা-১৬২ : ঈদগাহে আসা যাওয়ায় রাস্তা পরিবর্তন করা সুন্নাত ।

بن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. رواه البخاري. (٣)

হ্যরত জাবের (রজিঃ) বলেন, “নবী করীম (সা:) ঈদের দিন ঈদগাহে আসা যাওয়ার রাস্তা পরিবর্তন করতেন ।” –বুখারী ।

মাসআলা-১৬৩ : ঈদের নামাজ বসতির বাইরে খোলা মাঠে পড়া সুন্নাত ।

মাসআলা-১৬৪ : ঈদের নামাজের জন্য মহিলাদেরকেও ঈদগাহে যাওয়া চাই ।

بن أم عطية رضي الله عنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الحبض يوم العيدين ذوات الخدور فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم وتعزل الحبض عن مصلاهن. متفق عليه. (٤)

হ্যরত উম্মে আতিয়া (রজিঃ) বলেন, “রাসূলুল্লাহ (সা:) আমাদের আদেশ দিয়েছেন যেন আমর দু’ঈদে খাতুবতী এবং পর্দার আড়ালের মহিলাদেরকে ঈদগাহে নিয়ে আসি । যেন তারা সকল মুসলমানের সাথে জামাত এবং দোয়ায় শরীক থাকতে পারে । তবে খাতুবতীরা নামাজের স্থান থেকে দুরে থাকবে ।” –বুখারী, মুসলিম ।

মাসআলা-১৬৫ : ঈদের নামাজের জন্য আযান ও একামত নেই ।

بن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: صلبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرأة ولا رتین بغير أذان ولا إقامة. رواه مسلم وأبو داود والترمذی. (٥)

হ্যরত জাবের ইবনে সামুরা (রজিঃ) বলেনঃ “আমি রাসূলুল্লাহ (সা:) -এর সাথে আযান-একামত বিহীন অনেকবার ঈদের নামাজ পড়েছি ।” –মুসলিম, আবুদাউদ ।

১. সহীহ আল বুখারী : ১/৪০২, হাদীস নং-৮৯৯ ।
২. সহীহ সুনানি ইবনে মাজা : ১ম খন্ড, হাদীস নং-১০৭১ ।
৩. সহীহ আল বুখারী : ১/৪১৪, হাদীস নং-১৯২৯ ।
৪. মুসলিম শরীফ : ৩/২৪৪, হাদীস নং-১৯২৬ ।
৫. মুসলিম শরীফ : ৩/২৪১, হাদীস নং-১৯২১ ।

ମାସଆଲା-୧୬୬ : ଦୁ'ଟିଦେର ନାମାଜେ ପ୍ରଥମେ ନାମାଜ ଏବଂ ପରେ ଖୁତବା ଦେଓୟା ସୁନ୍ନାତ ।

ଅବଶ୍ୟକ ଉପରେ ଏବଂ ପରେ ଖୁତବା ଦେଓୟା ସୁନ୍ନାତ ।
ଏବଂ ପରେ ଖୁତବା ଦେଓୟା ସୁନ୍ନାତ ।

ହ୍ୟରତ ଆବଦୁଲ୍‌ଗାହ ଇବନେ ଉମର (ରଜିଃ) ବଲେନ, “ରାସ୍‌ତୁଲ୍‌ଗାହ (ସାଃ) ହ୍ୟରତ ଆବୁବକର (ରଜିଃ) ଏବଂ ହ୍ୟରତ ଉମର (ରଜିଃ) ସବାଇ ଉତ୍ତଯ ଟିଦେର ନାମାଜ ଖୁତବାର ପୂର୍ବେ ଆଦାୟ କରାନେ ।” –ବୁଖାରୀ ।

ମାସଆଲା-୧୬୭ : ଦୁ'ଟିଦେର ନାମାଜେ ବାରଟି ତାକବୀର ସୁନ୍ନାତ । ପ୍ରଥମ ରାକାତେ କେରାତେର ପୂର୍ବେ ସାତ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାକାତେ କେରାତେର ପୂର୍ବେ ପାଞ୍ଚ ତାକବୀର ପଡ଼ା ଚାଇ ।

ଅବଶ୍ୟକ ଉପରେ ଏବଂ ପରେ ଖୁତବା ଦେଓୟା ସୁନ୍ନାତ ।
ଏବଂ ପରେ ଖୁତବା ଦେଓୟା ସୁନ୍ନାତ ।
ଏବଂ ପରେ ଖୁତବା ଦେଓୟା ସୁନ୍ନାତ ।

ହ୍ୟରତ ନାଫେ’ (ରହଃ) ବଲେନ, “ଆମି ହ୍ୟରତ ଆବୁ ହୁରାସରା (ରଜିଃ)-ଏର ସାଥେ ଟିଦୁଲ ଫିତର ଓ ଟିଦୁଲ ଆୟହାର ନାମାଜ ପଡ଼େଛି । ତିନି ଉତ୍ତଯ ନାମାଜେ ପ୍ରଥମ ରାକାତେ କେରାତେର ପୂର୍ବେ ସାତ ତାକବୀର ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାକାତେ କେରାତେର ପୂର୍ବେ ପାଞ୍ଚ ତାକବୀର ବଲେହେନ ।” –ମାଲେକ ।

ମାସଆଲା-୧୬୮ : ଟିଦେର ନାମାଜେର ଅଧିକ ତାକବୀରଙ୍ଗଲୋତେ ହାତ ଉଠାନ ଚାଇ ।

ଅବଶ୍ୟକ ଉପରେ ଏବଂ ପରେ ଖୁତବା ଦେଓୟା ସୁନ୍ନାତ ।
ଏବଂ ପରେ ଖୁତବା ଦେଓୟା ସୁନ୍ନାତ ।
ଏବଂ ପରେ ଖୁତବା ଦେଓୟା ସୁନ୍ନାତ ।

ମାସଆଲା-୧୬୯ : ଦୁ'ଖୁତବାର ମଧ୍ୟଧାନେ ଖାତୀବେର ଜନ୍ୟ କିଛୁକ୍ଷଣ ବସା ମୁନ୍ତାହାବ ।

ଅବଶ୍ୟକ ଉପରେ ଏବଂ ପରେ ଖୁତବା ଦେଓୟା ସୁନ୍ନାତ ।
ଏବଂ ପରେ ଖୁତବା ଦେଓୟା ସୁନ୍ନାତ ।

ହ୍ୟରତ ଉବାୟଦୁଲ୍‌ଗାହ ଇବନେ ଆବଦୁଲ୍‌ଗାହ ଇବନେ ଉତ୍ତବା (ରଜିଃ) ବଲେନ, ଦୁ'ଟିଦେ ଦୁ'ଖୁତବାର ମଧ୍ୟଧାନେ କିଛୁକ୍ଷଣ ବସା ଇମାମେର ଜନ୍ୟ ସୁନ୍ନାତ ।” –ଶାଫେସୀ ।

ମାସଆଲା-୧୭୦ : ଟିଦେର ନାମାଜେର ପୂର୍ବେ ଓ ପରେ କୋନ ସୁନ୍ନାତ ବା ନଫଳ ନାମାଜ ନେଇ ।

ଅବଶ୍ୟକ ଉପରେ ଏବଂ ପରେ ଖୁତବା ଦେଓୟା ସୁନ୍ନାତ ।
ଏବଂ ପରେ ଖୁତବା ଦେଓୟା ସୁନ୍ନାତ ।

ହ୍ୟରତ ଇବନେ ଆବାସ (ରଜିଃ) ବଲେନ, “ରାସ୍‌ତୁଲ୍‌ଗାହ (ସାଃ) ଟିଦେର ଦିନ ନାମାଜେର ଜନ୍ୟ ତାଶରୀଫ ନିଲେନ ଏବଂ ଦୁ'ରାକାତ ନାମାଜ ପଡ଼ାଲେନ । ଏର ପୂର୍ବେ ଓ ପରେ ଅନ୍ୟ କୋନ ନାମାଜ ପଡ଼ାଲେନ ନା ।”
–ଆହମଦ, ବୁଖାରୀ, ମୁସଲିମ ।

୧. ମହିନେ ଆଲ ବୁଖାରୀ ୧/୪୦୫, ହାଦୀସ ନଂ-୧୦୭ ।

୨. ଆଲ ମୁୟାଜା-ଇମାମ ମାଲେକ ୨/୩୩୨, ହାଦୀସ ନଂ-୪୩୪, ଇରଓୟାଟିଲ ଗାଲିଲ ୩/୧୧୦ ।

୩. ମୁସନାଦେ ଆହମଦ ୪/୩୧୬, ଇରଓୟାଟିଲ ଗାଲିଲ ୩୦ ଖଡ଼, ନଂ-୬୪୧ ।

୪. ନାଫଲ ଆଟାର ୩/୩୭୬ ।

୫. ମୁସଲିମ ଶରୀଫ ୩/୨୪୪, ହାଦୀସ ନଂ-୧୯୨୭ ।

মাসআলা-১৭১ : ঈদের নামাজ দেরীতে পড়া ভাল নয় ।

মাসআলা-১৭২ : ঈদুল ফিতরের নামাজের ওয়াক্ত এশরাকের নামাজের সময় হয় ।

عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج مع الناس يوم عيد فطر أو أضحى فأنكر إبطاء الإمام و قال إنما قد فرغنا ساعتنا هذه وذلك حين التسبيح . رواه أبو داود وابن ماجة . (১)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে বুসর (রজিঃ) বলেন, যে, “তিনি লোকজনের সাথে ঈদুল ফিতর বা ঈদুল আযহার নামাজের জন্য ঈদগাহে যান এবং ইমামের দেরী করাকে অপছন্দ করেন । তারপর তিনি বলেন, “আমরা তো এসময়ে নামাজ পড়ে ফারেগ হয়ে যেতাম, তখন এশরাকের সময় ছিল ।”
—আবুদাউদ, ইবনে মাজা ।

মাসআলা-১৭৩ : ঈদুল ফিতরের নামাজ অপেক্ষা ঈদুল আযহার নামাজ তাড়াতাড়ি পড়া সুন্নাত ।
পক্ষান্তরে ঈদুল ফিতরের নামাজ দেরীতে পড়া সুন্নাত ।

عن أبي الحويرث (رضي الله عنه) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى عمر وبن حزم وهو بنجران
عجل الأضحى وأخر الفطر وذكر الناس رواه الشافعى . (২)

হযরত আবুল হৃয়াইরিছ (রজিঃ) বলেন, “রাসূলুল্লাহ (সা:) নাজরানের গর্ভর আমর ইবনে হায়ম (রজিঃ)কে লিখিতভাবে আদেশ দিয়েছেন । ঈদুল আযহার নামাজ তাড়াতাড়ি পড় আর ঈদুল ফিতরের নামাজ দেরীতে পড় এবং লোকজনকে নষ্টিহত কর ।” —শাফেয়ী ।

মাসআলা-১৭৪ : ঈদগাহে আসা যাওয়ার সময় বেশী বেশী তাকবীর বলা সুন্নাত ।

عن ابن عصر رضي الله عنهما أنه كان يغدو إلى المصلى يوم الفطر إذا طلعت الشمس فيكبر حتى يأتي المصلى ثم يكبر بال المصلى حتى إذا جلس الإمام ترك التكبير . رواه الشافعى . (إروا الغليل ١٢٢/٣)
(صحيح) (৩)

হযরত ইবনে উমর (রজিঃ) ঈদের দিন সূর্য উদয়ের সাথে সাথে ঈদগাহে গমন করতেন এবং ঈদগাহ পর্যন্ত তাকবীর বলতে বলতে যেতেন এবং ঈদগাহে পৌছার পরও তাকবীর বলতেন । যখন ইমাম মিসরে বসতেন তখন ছেড়ে দিতেন ।” —শাফেয়ী ।

মাসআলা-১৭৫ : মাসনূন তাকবীরের শব্দ নিম্নরূপ ।

عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يكبر أيام التشريق الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر والله الحمد . رواه ابن أبي شيبة . (صحيح) (৪)

হযরত ইবনে মাসউদ (রজিঃ) ‘আয়ামে তাশরীক’ অর্থাৎ ১১, ১২ ও ১৩ই জিলহজ্জে এই তাকবীর পড়তেন ‘আল্লাহ আকবার, আল্লাহ আকবার, লাইলাহা ইলাহাহ ওয়াল্লাহ আকবার, আল্লাহ আকবার, ওয়ালিল্লাহিল হাম্দ ।’ —ইবনে আবিশায়বা ।

১. সুহীহ সুন্নানি আবিদাউদ ১/৩১১, হাদীস নং-১১৩৫ ।

২. নায়লুল আউতার ৩/৩৬০ ।

৩. নায়লুল আউতার ৩/৩৫১, ইরওয়াউলগালীল ৩/১২২, নং-৬৫০ ।

৪. মুহাম্মাফে ইবনে আবি শায়বরা ২/১৬৭ ।

ମାସଆଲା-୧୭୬ : ଈନ୍ଦୁଲ ଫିତରେ ନାମାଜେର ପୂର୍ବେ ଏବଂ ଈନ୍ଦୁଲ ଆୟହାୟ ନାମାଜେର ପର କୋନ କିଛୁ ଖାଓଯା ସୁନ୍ନାତ ।

عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم النظر حتى يطعم ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي . رواه الترمذى . (صحيح) (୧)

ହୟରତ ବୁରାୟଦା (ରଙ୍ଗିଃ) ବଲେନ, “ନବୀ କରୀମ (ସାଃ) ଈନ୍ଦୁଲ ଫିତରେ ସମୟ କିଛୁ ଥେଣେ ବେର ହତେନ ଆର ଈନ୍ଦୁଲ ଆୟହାୟ ସମୟ ନାମାଜେର ପର କୋରବାନୀର ଗୋଟି ଦିଯେ ବେତେନ ।” -ତିରମିଜୀ ।

ମାସଆଲା-୧୭୭ : ଯଦି ଜୁମାର ଦିନ ଈଦ ହୁଏ ତାହଲେ ଉତ୍ତ୍ତମ ନାମାଜ ପଡ଼ା ଉତ୍ତମ । କିନ୍ତୁ ଈଦେର ପର ଯଦି ଜୁମାର ହୁଅନେ ଜୋହରେ ନାମାଜ ଆଦାୟ କରା ହୁଏ ତାଓ ଜାଯେୟ ।

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قد اجتمع في يومكم هذا عباد من شاء أجزاء عن الجمعة وإنما مجتمعون إن شاء الله تعالى . رواه أبو داؤد وابن ماجة . (صحيح) (୨)

ହୟରତ ଆବୁ ହୁରାୟରା (ରଙ୍ଗିଃ) ବଲେନ, “ଆଜକେର ଦିନେ ଦୁ’ଈଦ ଏକାନ୍ତିତ ହୁଏ ଗେଲ । ଯାର ଇଚ୍ଛା ଜୁମାର ହୁଅନେ ଈଦେର ନାମାଜ ପଡ଼ିଲେ ହବେ । କିନ୍ତୁ ଆମରା ଈଦ ଓ ଜୁମା ଉତ୍ତ୍ତମ ଆଦାୟ କରବ ।” -ଆବୁଦ୍ବାଟିଦ, ଇବନେ ମାଜା ।

ମାସଆଲା-୧୭୮ : ମେଘେର କାରଣେ ଶାଓୟାଲେର ଚାଁଦ ଦେଖା ଶେଳ ନା । ପରେ ରୋଧାବସ୍ଥାୟ ଚାଁଦେର ସବର ପାଓୟା ଶେଳ, ତଥମ ରୋଧା ଭେଙ୍ଗେ ଦେଯା ଆବଶ୍ୟକ ।

ମାସଆଲା-୧୭୯ : ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚଲାର ପୂର୍ବେ ସବର ପାଓୟା ଯାଏ ତଥନ ସେ ଦିନଇ ଈଦେର ନାମାଜ ପଡ଼େ ନିବେ । ଆର ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚଲାର ପରେ ସବର ପାଓୟା ଯାଏ ତଥନ ଦିନ ଈଦେର ନାମାଜ ପଡ଼ିବେ ।

عن أبي عمير بن أنس رضي الله عنه عن عمومته له من الأنصار رضي الله عنهم قالوا: غم علينا هالل
شوال فاصبحنا صياماً فجاء ركب من آخر النهار فشهدوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا
الهلال بالأمس فأخير الناس أن يفتروا من يومهم وأن يخرجوا لعيدهم من الغد . رواه أبو داؤد . (୩)

ହୟରତ ଆବୁ ଉମାଇର ଇବନେ ଆନାସ (ରଙ୍ଗିଃ) ଆପନ ଏକ ଆନାସାରୀ ଚାଚା ଥିକେ ବର୍ଣନ କରେନ, ତାରା ବଲେଛେନ, “ମେଘେର କାରଣେ ଆମରା ଶାଓୟାଲେର ଚାଁଦ ଦେଖିନି ବଲେ ରୋଧା ରେଖେଛିଲାମ । ପରେ ଦିନେର ଶେଷ ଭାଗେ ଏକଟି କାଫେଲା ଆସିଲ । ତାରା ନବୀ କରୀମ (ସାଃ)-ଏର କାହେ ରାତ୍ରେ ଚାଁଦ ଦେଖେଛେ ବଲେ ସାକ୍ଷୀ ଦିଲ । ହଜୁର (ସାଃ) ଲୋକଙ୍କଙ୍କେ ସେ ଦିନେର ରୋଧା ଭେଙ୍ଗେ ଦେଯାର ଆଦେଶ ଦିଲେନ ଏବଂ ତାର ପରେ ଦିନ ସକାଳେ ଈଦେର ନାମାଜେ ଆସିତେ ବଲାଲେନ ।” -ଆହମଦ, ଆବୁଦ୍ବାଟିଦ, ନାସାଈ, ଇବନେ ମାଜା ।

ମାସଆଲା-୧୮୦ : ଯଦି କେଉଁ ଈଦେର ନାମାଜ ନା ପାଇ, ଅଥବା ଅସୁଖେର କାରଣେ ଈଦଗାହେ ଆସିତେ ନା ପାରେ, ତଥନ ସେ ଏକା ଏକା ଦୁ ରାକାତ ଆଦାୟ କରବେ ।

ମାସଆଲା-୧୮୧ : ଗ୍ରାମେ ଈଦେର ନାମାଜ ପଡ଼ା ଉଚିତ ।

୧. ସୁହିଲ୍ ତିରମିଯି ଶରୀକ : ୨/୮୧୮, ହାଦୀସ ନଂ-୫୩୭ ।

୨. ସୁହିଲ୍ ଆବୁ ଦାଉ୍ଦ ଶରୀକ : ୧/୬୪୭, ହାଦୀସ ନଂ-୧୦୭୩ ।

୩. ସୁହିଲ୍ ମୁନାନି ଆବି ଦାଉ୍ଦ ଶରୀକ : ୧/୬୪୮, ହାଦୀସ ନଂ-୧୧୫୭ ।

أمر أنس بن مالك رضي الله عنه مولاهم ابن أبي عتبة بالزاوية فجمع أهله وبنيه وصلي كصلاة أهل المصر وتکبیرهم، وقال عكرمة أهل السواد يجتمعون في العيد يصلون رکعتين كما يصنع الإمام وقال عطا إذا فاته العيد صلى رکعتين. رواه البخاري. (۱)

হয়রত আনাস (রজিঃ) নিজের এক গোলাম ইবনে আবী উত্বাকে 'যাবিয়া' গ্রামে নামাজ পড়ানোর আদেশ দিয়েছিলেন। তিনি গ্রামবাসীদের একত্রিত করলেন এবং সবাই মিলে শহরবাসীদের মত নামাজ আদায় করলেন এবং তাকবীর বললেন। হয়রত ইক্‌রামা (রজিঃ) বলেন, গ্রামবাসীরা ঈদের দিন একত্রিত হবে এবং ইমামের মত দু'রাকাত নামাজ আদায় করবে। হয়রত আতা (রহঃ) বলেন, "যখন কোন ব্যক্তির ঈদের নামাজ ছুটে যায়, তখন সে দু'রাকাত পড়বে।" -বুখারী।

ମାସଆଳା-୧୮୨ : ସ୍ଥଚଳ ବ୍ୟକ୍ତିଦେର ଜନ୍ୟ କୋରବାନୀ କରା ସୁନ୍ନାତେ ମୁୟାକ୍ତାଦାହ ।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ وَجَدَ سَعَةً لَّا نَيْضَحِي فِلَمْ يَضَعْ فِلَامِنْدَانًا . «رَوَاهُ الْخَاكِمُ» (حسن) (۲)

হয়রত আবু হুরায়রা (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন, "যে ব্যক্তি কোরবানী দেয়ার শক্তি থাকিয়াও কোরবানী দেয়নি সে যেন আদাদের মসজিদে না আসে।" -হাকেম।

ମାସଆଳା-୧୮୩ : କୋରବାନୀ କରାର ନିୟମନିତି ।

عَنْ أَنَسِ قَالَ ضَحَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبِيشِينِ أَمْلَاحِينَ أَقْرَنِينَ ذَبَحَهُمَا بِيدهِ وَكَبَرَ قَالَ رَأَيْتَهُ وَاضْعَافَ قَدْمَهُ عَلَى صَفَاحِهِمَا وَيَقُولُ (بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهِ أَكْبَرُ) مُتَفَقُ عَلَيْهِ . (۳)

হয়রত আনাস (রজিঃ) বলেন, "রাসূলুল্লাহ (সা:) এক ঈদে ধূমুর রঙের শিংদার দু'টি দুঁধ কোরবানী করলেন। তিনি সেগুলোকে নিজ হাতে জবাহ করলেন এবং (জবহের সময়) 'বিসমিল্লাহি ওয়াল্লাহু আকবাৰ' বললেন। হয়রত আনাস (রজিঃ) বলেন, আমি হজুর (সা:)কে দুঁধ দুটির পাঁজরের উপর পা রেখে 'বিসমিল্লাহি ওয়াল্লাহু আকবাৰ' বলতে দেখেছি।" -বুখারী, মুসলিম।

عَنْ أَبْنَى عَمِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَمْرُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ الشَّفَارِ أَنْ تَوَارِي عَنِ الْبَهَائِمِ وَقَالَ إِذَا ذَبَحْتُمْ كُلَّ جَهَزٍ . رَوَاهُ أَبْنَى ماجه . (حسن) (۴)

হয়রত ইবনে উমর (রজিঃ) বলেন, "নবী করীম (সা:) আদেশ দিয়েছেন যে, যখন কোরবানী করবা তখন ছোরাকে খুবই ধার করবা এবং পশ্চ থেকে লুকিয়ে রাখবা। আর যখন জবাহ করবা তখন অতিসত্ত্ব জবাহ করে ফেলবা। -ইবনে মাজা।

ମାସଆଳା-୧୮୪ : ଏকবছর বয়সের দুঁধ দ্বারা কୋରବାନୀ କରା ଜାଯେ ।

عَنْ عَقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ ضَحَى بِعِصْبَتِنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْجَنْعِ مِنَ الضَّأْنِ . رَوَاهُ لِنْسَانِي . (صحيح) (۵)

হয়রত উকবা ইবনে আমের (রজিঃ) বলেন, "আমরা রাসূলুল্লাহ (সা:) এর সাথে এক বছর বয়সের দুঁধ কোରବାନୀ করতাম।" -নাসাই।

১. সহীহ আল বুখারী ১/৪১৪ (অনুচ্ছেদ) ।

২. মুস্তাদরাকে হাকেম ৪/২৩২, তারগীব, আলবানী, হাদীস নং-১০৭৯ ।

৩. সহীহ আল বুখারী ৫/২৬৫, হাদীস নং-৫১৮ ।

৪. সহীহ সনাত ইবনে মাজা ১/২৫২, হাদীস নং-৩১৭২, তারগীব ওয়াত তারগীব আলবানী, ১ম খড়, হাদীস নং-১০৮৩ ।

৫. সহীহ সুনান নাসাই ৩/১৭৯, হাদীস নং-৪৩৯ ।

ମାସଆଲା-୧୮୫ : ଗରୁ ଆର ଉଟେ ସାତଜନ ଶରୀକ ହୁୟେ କୋରବାନୀ କରତେ ପାରବେ ।

ଅବିରତ ଜାବେର (ରଜିଃ) ବଲେନ, “ରାମୁଲ୍ଲାହ (ସାଃ) ଆମାଦେରକେ ଏକ ଉଟେ ଏବଂ ଏକ ଗରୁତେ ସାତଜନ କରେ ଶରୀକ ହତେ ଆଦେଶ ଦିଯାଇଛେ ।” –ବୁଖାରୀ, ମୁସଲିମ ।

ମାସଆଲା-୧୮୬ : ସରେ ଦାୟିତ୍ୱଶିଳ ବାକିର ପକ୍ଷ ଥେକେ ଦେଓୟା କୋରବାନୀ ସକଳେର ପକ୍ଷ ଥେକେ ହୁୟେ ଯାବେ ।

ଅବିରତ ଜାବେର (ରଜିଃ) ବଲେନ, “ରାମୁଲ୍ଲାହ (ସାଃ) ଆମାଦେରକେ ଏକ ଉଟେ ଏବଂ ଏକ ଗରୁତେ ସାତଜନ କରେ ଶରୀକ ହତେ ଆଦେଶ ଦିଯାଇଛେ ।” –ବୁଖାରୀ, ମୁସଲିମ ।

ଅବିରତ ଆତା ଇବନେ ଯାସାର (ରଜିଃ) ବଲେନ, ଆମି ହ୍ୟରତ ଆବୁ ଆଇୟୁବ ଆନ୍ସାରୀ (ରଜିଃ) ଥେକେ ଜିଜ୍ଞାସା କରିଲାମ, ନବୀ କରୀମ (ସାଃ)-ଏର ସମୟ ଆପନାରା କିନ୍ତୁ କୋରବାନୀ କରତେନ ? ତିନି ବଲେନ, “ନବୀ କରୀମ (ସାଃ)-ଏର ଜାମାନାଯ ସବାହି ନିଜ ଓ ନିଜ ପରିବାରେର ପକ୍ଷ ଥେକେ ଏକଟି କୋରବାନୀ କରତେନ ।” –ଇବନେମାଜା, ତିରମିଜି ।

ମାସଆଲା-୧୮୭ : ଈନ୍ଦ୍ରୁ ଆୟହାର ନାମାଜେର ପୂର୍ବେ ଯଦି କେଉ ଜନ୍ମ ଜବେହ କରେ ଫେଲେ ତାହଲେ ତା କୋରବାନୀତେ ଗଣ୍ୟ ହବେ ନା ।

ଅବିରତ ଜାବେର (ରଜିଃ) ବଲେନ, “ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ନାମାଜେର ପୂର୍ବେ ଜନ୍ମ ଜବେହ କରିବାରେ ତାକେ ପୁନରାୟ କୋରବାନୀ ଦିତେ ହବେ ।” –ବୁଖାରୀ, ମୁସଲିମ ।

ଅବିରତ ଆନ୍ସାର (ରଜିଃ) ବଲେନ, “ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି କୋରବାନୀ କରିବାରେ ସେ ଯେନ ଜିଲହଜ୍ଜୁ ମାସେର ଚାଁଦ ଦେଖାର ପର ଥେକେ କୋରବାନୀ କରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନଥ, ତୁଲ ଇତ୍ତାଦି ନା କାଟେ ।

ଅବିରତ ଜାବେର (ରଜିଃ) ବଲେନ, “ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ନାମାଜେର ପୂର୍ବେ ଜନ୍ମ ଜବେହ କରିବାରେ ତାକେ ପୁନରାୟ କୋରବାନୀ ଦିତେ ହବେ ।” –ବୁଖାରୀ, ମୁସଲିମ ।

ଅବିରତ ଜାବେର (ରଜିଃ) ବଲେନ, “ଆମରା କୋରବାନୀର ଗୋଟି ମିନାର ତିନ ଦିନେର ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର କରାନ୍ତାମ ନା । ପରେ ହଜୁର (ସାଃ) ଆମାଦେରକେ ଅନୁମତି ଦିଲେନ ଏବଂ ବଲେନ, ଥାଓ ଏବଂ ଜମା କରେ ଏଥ ।” –ବୁଖାରୀ, ମୁସଲିମ ।

ଅବିରତ ଜାବେର (ରଜିଃ) ବଲେନ, “ଆମରା କୋରବାନୀର ଗୋଟି ମିନାର ତିନ ଦିନେର ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର କରାନ୍ତାମ ନା ।

ଅବିରତ ଜାବେର (ରଜିଃ) ବଲେନ, “ଆମରା କୋରବାନୀର ଗୋଟି ମିନାର ତିନ ଦିନେର ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର କରାନ୍ତାମ ନା ।

ଅବିରତ ଜାବେର (ରଜିଃ) ବଲେନ, “ଆମରା କୋରବାନୀର ଗୋଟି ମିନାର ତିନ ଦିନେର ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର କରାନ୍ତାମ ନା ।

ଅବିରତ ଜାବେର (ରଜିଃ) ବଲେନ, “ଆମରା କୋରବାନୀର ଗୋଟି ମିନାର ତିନ ଦିନେର ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର କରାନ୍ତାମ ନା ।

ଅବିରତ ଜାବେର (ରଜିଃ) ବଲେନ, “ଆମରା କୋରବାନୀର ଗୋଟି ମିନାର ତିନ ଦିନେର ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର କରାନ୍ତାମ ନା ।

ଅବିରତ ଜାବେର (ରଜିଃ) ବଲେନ, “ଆମରା କୋରବାନୀର ଗୋଟି ମିନାର ତିନ ଦିନେର ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର କରାନ୍ତାମ ନା ।

ଅବିରତ ଜାବେର (ରଜିଃ) ବଲେନ, “ଆମରା କୋରବାନୀର ଗୋଟି ମିନାର ତିନ ଦିନେର ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର କରାନ୍ତାମ ନା ।

ଅବିରତ ଜାବେର (ରଜିଃ) ବଲେନ, “ଆମରା କୋରବାନୀର ଗୋଟି ମିନାର ତିନ ଦିନେର ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର କରାନ୍ତାମ ନା ।

ଅବିରତ ଜାବେର (ରଜିଃ) ବଲେନ, “ଆମରା କୋରବାନୀର ଗୋଟି ମିନାର ତିନ ଦିନେର ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର କରାନ୍ତାମ ନା ।

ଅବିରତ ଜାବେର (ରଜିଃ) ବଲେନ, “ଆମରା କୋରବାନୀର ଗୋଟି ମିନାର ତିନ ଦିନେର ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର କରାନ୍ତାମ ନା ।

ଅବିରତ ଜାବେର (ରଜିଃ) ବଲେନ, “ଆମରା କୋରବାନୀର ଗୋଟି ମିନାର ତିନ ଦିନେର ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର କରାନ୍ତାମ ନା ।

ଅବିରତ ଜାବେର (ରଜିଃ) ବଲେନ, “ଆମରା କୋରବାନୀର ଗୋଟି ମିନାର ତିନ ଦିନେର ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର କରାନ୍ତାମ ନା ।

الاحاديث الضعيفة والموضوعة في الصوم ରୋଯାର ବ୍ୟାପାରେ କତିଗ୍ୟ ଦୂରଳ ଓ ଜାଲ ହାଦୀସ

(١) «إذا كان أول ليلة من شهر رمضان، نادى الجليل رضوان خازن الجنان، فيقول: لبيك وسعديك. وفيه: أمره بفتح الجنة، وأمر مالك بتعليق النار».

“যখন রমযানের প্রথম রাত আসে তখন আল্লাহপাক বেহেশতের দায়িত্বশীল ফেরেতা ‘রিদওয়ান’কে ডাকেন। তখন সে উত্তরে বলে, ইয়া আল্লাহ! আমি উপস্থিত। আল্লাহ তায়ালা তাকে বেহেশত খুলে দেয়ার আদেশ দেন এবং জাহান্নামের দায়িত্বশীল ফেরেতা ‘মালেক’ কে আদেশ দেন যেন জাহান্নাম বন্ধ রাখে।” এ হাদীসটি জাল ও বানোয়াট।

(٢) «أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال وقد أهل-رمضان- لوعلم العباد ما في رمضان لم تمن أمتى ن يكون رمضان السنة كلها - إلخ».

রমযানের চাঁদ দেখার পর নবী করীম (সা:) বললেন, “যদি লোকেরা রমযানের ফজীলত জানত তাহলে সারা বৎসর রমযান থাকার আশা প্রকাশ করত।”

এ হাদীসটি জাল ও বানোয়াট।

(٣) «إذا كان {أول-٣} ليلة من شهر رمضان، نظر الله إلى خلقه الصيام، وإذا نظر الله إلى بيد لم يعذبه».

“রমযানের প্রথম তিন রাতে আল্লাহ তায়ালা রোযাদারগণের দিকে দৃষ্টি দেন। আর যখন আল্লাহপাব কোন বান্দর দিকে দৃষ্টি করেন তাকে আয়াব দেন না।” এ হাদীসটি জাল ও বানোয়াট।

(٤) «إن الله تبارك وتعالى ليس بتارك أحداً من المسلمين صبيحة أول يوم من شهر رمضان إلا غفر له». «আল্লাহ তায়ালা রমযানের প্রথম সকালেই সকল মুসলমানদের ক্ষমা করে দেন।” এ হাদীসের বর্ণনা সূত্রে একজন মিথ্যাক বর্ণনাকারী আছে।

(٥) «إن الله تبارك وتعالى في كل ليلة من رمضان عند الإفطار ألف ألف عتبق من النار».

“আল্লাহতায়ালা রমযানের প্রত্যেক রাতে ইফতারের সময় দশ লক্ষ ব্যক্তিকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দান করেন।” এ হাদীসটি জাল ও বানোয়াট।

(٦) ثلاثة لا يسألون عن نعيم الطعام والشرب: المفتر، والمسحر، وصاحب الضيف، وثلاثة لا يسألون عن وء الخلق: المريض، والقائم، والإمام العادل».

“তিন ব্যক্তি থেকে খানা-পিনার নেয়ামত সম্পর্কে কোন প্রশ্ন করা হবেনা। প্রথমঃ ইফতারকারী দ্বিতীয় যে সাহরী খায়, তৃতীয়ঃ মেজবান। তিন ব্যক্তি থেকে কুচরিত্বের হিসাব নেয়া হবেনা। প্রথম অসুস্থ, দ্বিতীয়-রোযাদার, তৃতীয়-ইনসাফগার বাদশাহ বা শাসক।” এ হাদীসের সবন্দে এমন এই ব্যক্তি আছে যে হাদীস জাল করত।

(٧) «من قطّر صانعا على طعام وشراب من حلال: صلت عليه الملائكة».

“যে ব্যক্তি কোন রোযাদারকে হালাল উপার্জন থেকে ইফতার করাবে ফেরেতারা তার জন্য রহমতের দোয়া করবে।” এ হাদীসটি ভিস্তুহীন।

(٨) «إن الله أوحى إلى الحقيقة: أن لا تكتبا على صوام عبدي بعد العصر سنتة».

“আল্লাহতায়ালা কেরামান কাতেবীন ফেরেতাদেরকে আদেশ দিয়েছেন যেন, আছবের পর রোযাদ

বান্দাদের কোন গুনাহ না লিখে।” এ হাদীসের সনদে অনির্ভরযোগ্য একজন বর্ণনাকারী আছে।

(১) «من أفتر على قرة من حلال، زيد في صلاته أربع مائة صلاة».

“যে ব্যক্তি হালাল রিজিকের খেজুর দিয়ে ইফতার করবে তার নামাজ সমূহ চার শত গুণ বৃদ্ধি করা হবে।” এ হাদীসের সনদে একজন রাবী হাদীস জালকারী রয়েছে।

(২) «خمس ينطرن الصائم، وينقضن الوضوء: الكذب، والنسمة، والغيبة، والنظر بشهوة، واليمين الكاذبة».

(৩) «پাঁচটি জিনিস রোয়া এবং ওয়ুকে ভেঙ্গে দেয়। (১) মিথ্যা, (২) চোগলখুরী (৩) গীবত (৪) মিথ্যা শপথ।” এ হাদীসের সনদে একজন রাবী মিথুক আছে।

(৪) «من أفتر يوماً من رمضان فليهد بدنة، فإن لم يجد فليطعم ثلاثة صاعاً من تمر، المساكين».

“যে ব্যক্তি রম্যানের একটি রোয়া ছেড়ে দিয়েছে সে মেন একটি উট কোরবানী করে আর যে কোরবানী করতে অক্ষম সে যেন ত্রিশ ছা” অর্থাৎ ৭৫ কিলোগ্রাম খেজুর মিসকীন ও ফকীরকে দেয়।” এ হাদীসে একটি বর্ণনাকারী মিথুক।

(৫) «من أفتر يوماً من رمضان من غير رخصة ولا عنز، كان عليه أن يصوم ثلاثة أيام يوماً ومن أفتر يومين كان عليه ستون، ومن أفتر ثلاثة كان عليه تسعون يوماً».

“যে ব্যক্তি ওজর বিহীন রম্যানের একটি রোয়া ছেড়ে দিয়েছে তাকে এর বদলে ত্রিশটি রোয়া রাখতে হবে। আর যে দুই দিন রোয়া ছেড়ে দিয়েছে তাকে ষাটটি রোয়া রাখতে হবে। আর যে ব্যক্তি তিনদিন রোয়া ছেড়ে দিয়েছে তাকে নববই দিন রোয়া রাখতে হবে।” এ হাদীসের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

(৬) «صم البيض، أول يوم يعدل ثلاثة آلاف سنة واليوم الثاني يعدل عشرة آلاف سنة، واليوم الثالث يعدل عشرين ألف سنة».

‘আইয়্যামে বীজ’ অর্থাৎ চন্দ্রমাসের ১৩, ১৪ এবং ১৫ তারিখে রোয়া রাখ। প্রথম দিনের রোয়ার ছাওয়ার তিন হাজার বৎসর রোয়া রাখার বরাবর। দ্বিতীয় দিনের রোয়া দশ হাজার বৎসর রোয়া রাখার বরাবর। আর তৃতীয় দিনের রোয়া বিশ হাজার বৎসর রোয়া রাখার বরাবর।” এ হাদীসের সনদে হাদীস জালকারী একজন রাবী আছে।

(৭) «رجب شهر الله، وشعبان شهر أمتي، ورمضان شهر أمتى، فمن صام من رجب يومين، فله من الأجر ضعفان، ووزن كل ضعف مثل جبال الدنيا».

‘রজব আল্লাহর মাস। শাবান আমার মাস আর রম্যান আমার উত্তরের মাস। যে ব্যক্তি রজবের দু’দিন রোয়া রাখবে তার জন্য দ্বিশুণ বদলা থাকবে, এর মধ্যে এক গুনের ওজন হবে পাহাড়ের মত।’

বৈঞ্জ্ঞানিক দুর্বল ও জাল হাদীসগুলো ইমাম শাওকানীকৃত ‘আলফাওয়ায়েদুল মাজমুআহ’ গ্রন্থ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। বিস্তারিত জানতে চাইলে কিংতু বাটি দেখার অনুরোধ রইল।

কতিপয় আরো দুর্বল হাদীস

পবিত্র মাহে রম্যানুল মোবারক ও রোয়ার ফজীলত-গুরুত্ব এবং সিয়াম সাধনার মহত্ব বর্ণনার ব্যাপারে লেখকবর্ণিত উল্লেখিত দুর্বল হাদীসমূহ ব্যতীত আরো অনেক দুর্বল বা ভিত্তিহীন হাদীস সাধারণতঃ ওয়ায়েজেরা বলে থাকেন, যেগুলোর বিশেষ কোন বর্ণনাসূত্র হাদীস গ্রন্থসমূহে পাওয়া যায় না। পক্ষান্তরে এসকল দুর্বল হাদীসের দুর্বলতার কোন বর্ণনা কোন ওয়ায়েজের মুখেও শুনা যায় না, এবং কোন দৈনিক, সাংগৃহিক ও মাসিক পত্ৰ-পত্ৰিকাতেও চোখে পড়ে না। অথচ মুহাদ্দিসগণের এ ব্যাপারে ঐকমত্য যে দুর্বল হাদীসের দুর্বলতার বর্ণনা ব্যতীত তা বর্ণনা করা বৈধ নয়। তাই সাধারণের জ্ঞাতার্থে এখানে আরো কতিপয় দুর্বল হাদীসের বিবরণ দেয়া হল। -অনুবাদক

(۱) "إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجْلَى يَغْفِرُ فِي أَوَّلِ لَيْلَةٍ مِّنْ شَهْرِ رَمَضَانَ لِكُلِّ أَهْلِ هَذِهِ الْقِبْلَةِ وَأَشْارَ بِهِ إِلَيْهَا
".....
 يجعل رجل يهز رأسه.....

".....আল্লাহপাক রম্যান মাসের প্রথম রাত্রে এই কেবলা (অর্থাৎ কাবা শরীফ) ওয়ালাদের সবাইকে ক্ষমা করে দেন, অতঃপর কেবলার দিকে ইঙ্গিত করে দেখালেন একটি লোক খুশীতে মাথা নড়তে লাগলেন" লস্ব হাদীস।

মুহাদ্দিস ইবনে খুয়ায়মা হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, "যদি হাদীসটি সহীহ হয় কেননা খালাফ আবুরুবাবী এবং আমর ইবনে হাম্যা কায়সী আমার কাছে অপরিচিত।" ডষ্টের মুস্তফা আজমী বলেছেন, "হাদীসের সনদটি দুর্বল" (সহীহ ইবনে খুয়ায়মা : ৩/১৮৯, হাদীস নং-১৮৮৫)

(۲) "لَوْ يَعْلَمُ الْعَبَادُ مَا فِي رَمَضَانَ لَتَمَتَّ أَمْتَى أَنْ يَكُونَ السَّنَةُ كَلْهَا، فَقَالَ رَجُلٌ مِّنْ خَرَاعَة: يَا نَبِيَّ اللَّهِ حَدَّثَنَا، قَالَ: إِنَّ الْجَنَّةَ لَتَزِينُ لِرَمَضَانَ مِنْ رَأْسِ الْخَوْلِ إِلَى الْخَوْلِ، فَإِذَا كَانَ أَوَّلُ يَوْمٍ مِّنْ رَمَضَانَ هَبَتْ رِيحٌ مِّنْ تَحْتِ الْعَرْشِ.....
الغ

"যদি লোকেরা জানত রম্যান কি? তাহলে আমার উদ্ধত আশা করত যেন রম্যান সারাটি বছর হয়। খোয়াআ গোত্রের এক লোক বলল, ইয়া নাবিয়াল্লাহ! আমাদেরকে বলেন, তখন নবী করীম (সা:) বললেন, রম্যানের উদ্দেশ্যে বছরের মাথায় মাথায় জান্মাতকে সাজানো হয়। যখন রম্যানের প্রথম দিন আসে তখন আরশের নিচ থেকে বাতাস বের হয় এবং বেহেশতের গাছের পাতা নড়তে থাকে" লস্ব হাদীস।

মুহাদ্দিস ইবনে খুয়ায়মা হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, "যদি হাদীস সহী হয়।" ডষ্টের মুস্তফা আজমী বলেন, "হাদীসের সনদ দুর্বল, বরং বানোয়াট।" (সহীহ ইবনে খুয়ায়মা : ৩/১৯০, হাদীস নং-১৮৮৬)

(۳) عن سلمان، قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان، فقال: يا بني الناس قد أظلمكم شهر عظيم، شهر مبارك، شهر فيه ليلة خير من ألف شهر، وهو شهر أوله رحمة، وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار.....الخ

“ଇହରତ ସାଲଯାନ ଫାରେସୀ (ରଜିଃ) ଥେକେ ବର୍ଣ୍ଣିତ, ତିନି ବଲେନ, ରାସୁଲୁଗ୍ଲାହ (ସା:) ଶାବାନେର ଶେଷ ଦିନ ଆମାଦେରକେ ଓୟାଜ କରଲେନ ଏବଂ ବଲଲେନ, ହେ ଲୋକେରା! ତୋମାଦେର ସାମନେ ଏକଟି ବଡ଼ ମୋବାରକ ମାସ ଆସତେଛେ । ଏତେ ଏକଟି ରାତ ଆଛେ ଯା ହାଜାର ମାସେର ଚେଯେ ଉତ୍ତମ । ଏ ମାସେର ପ୍ରଥମେ ରହମତ, ମଧ୍ୟେ ମାଗଫିରାତ ଏବଂ ଶେଷେ ଜାହାନ୍ମାମ ଥେକେ ମୁକ୍ତି” ଲସା ହାଦୀସ ।

ମୁହାଦିସ ଇବନେ ଖୁୟାଯମା ହାଦୀସଟି ବର୍ଣ୍ଣନା କରେଛେନ ଏବଂ ବଲେଛେନ: “ଯଦି ହାଦୀସ ସହି ହୁଁ ।” ଡକ୍ଟର ଆଜମୀ ବଲେନ, “ହାଦୀସେର ସନଦ ଦୁର୍ବଲ ।” (ସହିତ ଇବନେ ଖୁୟାଯମା : ୩/୧୯୧, ହାଦୀସ ନଂ-୧୮୮୭) ମୁହାଦିସ ଆଲବାନୀ ବଲେଛେନ, “ହାଦୀସଟି ମୁନ୍କାର (ଦୁର୍ବଲ) ମୁହାମେଲୀ ‘ଆମାଲୀ’ ଘରେ (୫ଖନ୍, ନଂ-୫୦) ଇବନେ ଖୁୟାଯମା ‘ସହିତ’ ଘରେ (ନଂ-୧୮୮୭) ଏବଂ ଓୟାହେଦୀ ‘ଆଲ ଓୟାସୀତ’ ଘରେ (୧/୬୪୦, ୧-୨) ହାଦୀସଟି ବର୍ଣ୍ଣନା କରେଛେ । ହାଦୀସେର ସନଦେ ‘ଆଲୀ ଇବନେ ଯାଯେଦ ଇବନେ ଜାଦଆନ ନାମକ ଲୋକଟି ଦୁର୍ବଲ । (ସିଲସିଲାତୁଲ ଆହାଦୀସ ଆଜଜ୍ଞୟକୀୟ ଶାୟଥ ନାହିଁରଙ୍ଗଦୀନ ଆଲବାନୀ : ୨/୨୬୩, ହାଦୀସ ନଂ-୮୭୧) । ଶାୟଥୁଲ ହାଦୀସ ହ୍ୟରତ ମାଓଲାନା ଜାକାରିଆ (ରହଃ) ‘ଫାଜାୟେଲେ ରମ୍ୟାନ’ ପ୍ରତିକାର୍ଯ୍ୟ ହାଦୀସଟି ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ ବଲେଛେନ, ହାଦୀସଟି ଜୟୀଫ, ଏ ହାଦୀସେର ଏକ ସୂତ୍ରେ ‘ଆଲୀ ଇବନେ ଜାଦଆନ’ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସୂତ୍ରେ ‘କାସିର ଇବନେ ଯାଯେଦ’ ରଯେଛେ । ଏଦେରକେ ଅନେକ ମୁହାଦିସରା ଜୟୀଫ ବା ଦୁର୍ବଲ ବଲେଛେନ । ଆଲ୍‌ମା ଆଇନୀଓ ହାଦୀସଟିକେ ମୁନ୍କାର ବଲେଛେ । (ଫାଜାୟେଲେ ଆମାଲ ଶାୟଥୁଲ ହାଦୀସ ମାଓଲାନା ଜାକାରିଆ ୧/୫୬୭, ଫାଜାୟେଲେ ରମ୍ୟାନ, ହାଦୀସ ନଂ-୧, ଆରବୀ-ଉର୍ଦୂ ସଂକରଣ)

(୪) ”من أدرك رمضان بمكة فصام وقام منه ما تيسر له، كتب الله له مائة ألف شهر رمضان فيما سواها، وكتب الله له بكل يوم عتق رقبة، وكل ليلة عتق رقبة وكل يوم حملان فرس في سبيل الله، وفي كل يوم حسنة وفي كل ليلة حسنة.”

“ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ମଙ୍କା ଶରୀଫେ ରମ୍ୟାନ ପେଯେଛେ ଏବଂ ରୋଯା ରେଖେଛେ ଆର ସାଧ୍ୟମତେ କିଯାମ (ଅର୍ଥାତ୍ ରାତ୍ରିକାଳୀନ ଇବାଦତ) କରେଛେ, ଆଲ୍‌ମାହପାକ ତାକେ ମଙ୍କା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନେର ଏକ ଲକ୍ଷ ରମ୍ୟାନ ମାସେର ଛାଓୟାବ ଦାନ କରବେନ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନେର ବଦଳେ ଏକଟି ଗୋଲାମ ଆଜାଦ କରାର ଛାଓୟାବ ପାବେ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାତ୍ରେର ବଦଳେ ଏକଟି ଗୋଲାମ ଆଜାଦ କରାର ଛାଓୟାବ ପାବେ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆଲ୍‌ମାହର ରାତ୍ରାଯ ମୋଡ଼ାର ବୋଝାଇ ସମାନ ମାଲ ଦାନ କରାର ଛାଓୟାବ ପାବେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆର ରାତେ ନେକୀଇ ହୁବେ ।”

ହାଦୀସଟିକେ ଇମାମ ଇବନେ ମାଜା ତା'ର ‘ସୁନାନ’ ଘରେ (୨/୨୩୪, ହାଦୀସ ନଂ-୩୧୧୭) ଆର ଇବନେ ଆବି ହାତେମ ‘ଆଲ ଇଲାଲ’ ଘରେ (୧/୨୫୦) ଉଲ୍ଲେଖ କରେଛେ । ମୁହାଦିସ ଶାୟଥ ନାହିଁରଙ୍ଗଦୀନ ଆଲବାନୀ ବଲେନ, ହାଦୀସଟି ଜାଲ ଏବଂ ବାନୋଯାଟ । କାରଣ ହଲ, ଏ ହାଦୀସେର ସନଦେ ‘ଆଦୁର ରହୀମ’ ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତିଟି

মিথ্যক। (সিলসিলায়ে জয়ীফা : ২/২৩২, হাদীস নং-৮৩২, জয়ীফু সুনানি ইবনেমাজা, পৃ-২৪৮, হাদীস নং-৬০৮/৩১৭৫)।

"رمضان بالمدينة خير من ألف رمضان فيما سواها من البلدان، وجمعة بالمدينة خير من ألف جمعة فيما سواها من البلدان".

"মদীনা শরীফে একটি রম্যান মাস অন্য স্থানের এক হাজার রম্যানের চেয়ে উত্তম.....।"

হাদীসটি ইমাম তাবরানী, ইবনে আসাকির এবং মুহাদ্দিস জিয়াউন্দীন বর্ণনা করেছেন, মুহাদ্দিস আলবানী বলেন, "হাদীসটি বাতিল।" (সিলসিলায়ে জয়ীফা : ২/২৩০, হাদীস নং-৮৩১, জয়ীফু জামে সাগীর : পৃঃ-৪৬০, নং-৩১৩৮)।

(٦) "استعينوا بطعام السحر على صيام النهار وبقلولة النهار على قيام الليل".

"সাহরী খেয়ে দিনের রোয়া আর দুপুরে আরাম করে রাত্রের নামাজের জন্য সাহায্য গ্রহণ কর।"

হাদীসটি ইমাম ইবনে মাজা, হাকেম, তাবরানী ও বায়হাকী বর্ণনা করেছেন। মুহাদ্দিস ইবনে খুয়ায়মাও হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, 'যদি যামআ' ইবনে ছালেহ এর হাদীস প্রমাণস্বরূপ সহীহ হয়। কারণ তার স্মরণশক্তিতে ক্রুটি ছিল। ডেষ্ট্রে আজমী বলেন, 'হাদীসের সনদ দুর্বল।' (সহীহ ইবনে খুয়ায়মা : ৩/২১৪, হাদীস নং-১৯৩৯)। মুহাদ্দিস আলবানী বলেছেন, হাদীসটি দুর্বল। (জয়ীফু জামে সাগীর, পৃ-১১৭, হাদীস নং-৮১৬, জয়ীফু সুনানে ইবনে মাজা, পৃ-১৩৩, হাদীস নং-৩৩৩/১৭১৭)

(٧) "لكل شيء زكاة وزكاة الجسد الصوم"

"প্রত্যেক বস্তুর যাকাত আছে, শরীরের যাকাত হল রোয়া।"

ইমাম ইবনেমাজা, তাবরানী, ইবনে আবিশায়বা, ইবনে আদী ইত্যাদি মুহাদ্দিসগণ নিজ নিজ প্রচ্ছে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। মুহাদ্দিস আলবানী বলেন, 'হাদীসটি জয়ীফ' (সিলসিলায়ে জয়ীফা : ৩/৪৯৭, হাদীস নং-১৩২৯, জয়ীফু সুনানি ইবনে মাজা, পৃ-১৩৫, হাদীস নং-৩৪১/১৭৭২, জয়ীফু জামে' সাগীর: পৃ-৬৮১, হাদীস নং-৪৭২৩)

(٨) "ما من أيام الدنيا أيام، أحب إلى الله سبحانه أن يتبعده له فيها، من أيام العشر، وإن صيام يوم فيها ليعدل صيام سنة، وليلة فيها بليلة القدر".

"ইবাদতের জন্য দুনিয়ার দিনগুলোর মধ্যে আল্লাহর কাছে জিলহজ্জের দশ দিনের চেয়ে উত্তম কোন দিন নেই। এ সকল দিনের মধ্যে একদিনের রোয়া এক বৎসরের রোয়ার সমান। আর এক রাতের ইবাদত শবে কদরের ইবাদতের সমান।"

ইমাম তিরমিজি ও ইবনে মাজা হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। মুহাদ্দিস আলবানী বলেন, "হাদীসটি জয়ীফ।" (জয়ীফু সুনানিত তিরমিজি : পৃ-৮৮)। হাদীস নং-১২৩/৭৬২, জয়ীফু ইবনে জামাঃ পৃ-

৩৪, হাদীস নং-৩৩৬/১৭৫৪, জয়ীফু জামে সাগীরঃ পৃ-৮৪৫, হাদীস নং-৫১৬১)

(١) "لَهُ تَعَالَى عِنْدَ كُلِّ فِطْرٍ مِّنْ شَهْرٍ رَمَضَانَ، كُلِّ لَيْلَةٍ عَتْقَاءَ سِتُّونَ أَلْفًا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْفِطْرِ أَعْتَقَ مِثْلًا، أَعْتَقَ فِي جَمِيعِ الشَّهْرِ".

আল্লাহতায়ালা রম্যান মাসে প্রত্যেক ইফতারের সময় অনেক লোককে জাহানাম থেকে মুক্তি দেন। প্রত্যেক রাতে ঘাট হাজার লোককে মুক্তি দেন। যখন ঈদের দিন হয় তখন সারামাসে যত শাককে মুক্তি দিয়েছেন তার সমান লোকদের মুক্তি দিয়ে দেন।"

হাদিস দায়লমী 'মাসনাদুল ফেরদাউস' গ্রন্থে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। এ হাদীসের সনদে 'নাশেব বনে আমর' নামক ব্যক্তি দুর্বল। ইমাম বুখারী বলেন, "সে মুনকার্বল হাদীস। অর্থাৎ তার হাদীস ইণ্যোগ্য নয়।" হাফেজ ইবনে হাজার 'লিসানুল মীজান' গ্রন্থে হাদীসটি বর্ণনা করে বলেছেন, "এতে নেক দুর্বলতা রয়েছে।" (আল ফাওয়ায়েদুল মাজমুআ-আল্লামা শাওকানী : ১/১২২, হাদীস নং-৫৭, টীকাসহ দ্রষ্টব্য)

(١) "صَوْمُوا تَصْحِرُوا"

রায়া রাখ স্বাস্থ্যবান হবো।"

দীসটি ইমাম তাবরানী 'আল আওসাত' গ্রন্থে (২/২২৫/১/৮৪৭৭) এবং আবু নুওয়াইম 'আত মৰ' গ্রন্থে (ক ২৪/১,২) বর্ণনা করেছেন। মুহাদিস আলবানী বলেন, "হাফেজ ইরাকী হাদীসটিকে বল বলেছেন।" আর ইমাম ছাগানী হাদীসটিকে 'জাল' বলে অত্যক্তি করেছেন। (সিলসিলায়ে মীফাঃ ১/৪২০, হাদীস নং-২৫৩)।

(١) "شَهْرٌ رَمَضَانٌ مَعلَقٌ بَيْنَ السَّمَا وَالْأَرْضِ وَلَا يُرَفَعُ إِلَى اللَّهِ إِلَّا بِزَكَاهُ الْفِطْرِ"

রম্যান মাসের রোয়াসমূহ আসমান এবং জমীনের মধ্যখানে লটকে থাকবে এবং ছদকায়ে ফিতর দায় না করা পর্যন্ত আল্লাহর কাছে উঠান হবে না।"

হাদিস ইবনে শাহীন 'তারগীব' গ্রন্থে এবং মুহাদিস জিয়া তাঁর 'আলমুখতারা' গ্রন্থে বর্ণনা রয়েছেন। এ হাদীসের সনদে 'মুহাম্মদ ইবনে উবায়দ বসরী' নামক ব্যক্তিটি 'মাজহল' বা অপরিচিত বৎ তার কোন সহায়কও নেই। সিলসিলায়ে জয়ীফাঃ ১/১১৭, হাদীস নং-৪৩, জয়ীফু জামে গীরঃ পৃঃ-৮৯৯, হাদীস নং-৩৪১৩।

(١) "شَعْبَانٌ شَهْرٌ وَرَمَضَانٌ شَهْرُ اللَّهِ"

গ্রাবান আমার মাস আর রম্যান আল্লাহর মাস।"

হাদিস দায়লমী 'মাসনাদুল ফেরদাউস' গ্রন্থে এবং ইবনে আসাকের 'তারিখ' গ্রন্থে হাদীসটি বর্ণনা রয়েছেন। মুহাদিস আলবানী বলেন, "হাদীসটি নিতান্তই দুর্বল বা বানোয়াট।" (সিলসিলায়ে মীফাঃ হাদীস নং-৩৭৪৬, জয়ীফু জামে সাগীর, পৃ-৮৯৮, ৮৯৯, হাদীস নং-৩৪০২, ৩৪১১)

(١٣) "من صام يوما من المحرم فله بكل يوم ثلاتون حسنة"

"ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ମୁହାରରାମ ମାସେର ଏକଦିନ ବୋଯା ରାଖିବେ, ତାକେ ଅତ୍ୟୋକ ଦିନେର ବଦଳେ ତ୍ରିଶଟି ନେକୀ ଦାକରା ହବେ ।"

ଇମାମ ତାବରାନୀ 'ଆଲକାବାର' ଗ୍ରହେ (୩/୧୦୯/୧) ହାଦୀସଟି ବର୍ଣନ କରେଛେ । ଶାସ୍ତ୍ର ଆଲବାନୀ ବଜେନ
"ହାଦୀସଟି ମତ୍ୟ ଅର୍ଥାଂ ଜାଲ ।" (ସିଲସିଲାଯେ ଜୟିଫା : ୧/୫୯୮, ହାଦୀସ ନଂ-୪୧୩) ।

(١٤) "إذا كانت ليلة النصف من شعبان فصوموا ليلاها وصوموا نهارهاالخ"

ଯଥିନ ଶାବାନ ମାସେର ୧୫ ତାରିଖେର ରାତ ହୟ, ତଥିନ ରାତ୍ରେ ନାମାଜ ପଡ଼ ଏବଂ ଦିନେ ବୋଯା ରା..... ।"

ଇମାମ ଇବନେ ମାଜା 'ସୁନାନ' ଗ୍ରହେ (୧/୪୩୮, ହାଦୀସ ନଂ-୧୩୮୮) ଓ ଇମାମ ବାଝବାକୀ 'ଖାତାବୁଲ ଦ୍ୱୀମାନ'
ଗ୍ରହେ (୩/୩୭୮-୩୭୯) ହାଦୀସଟି ବର୍ଣନ କରେଛେ ।

ମୁହାଦିସ ଆଲବାନୀ ବଜେନ, 'ହାଦୀସଟି ଜାଲ । କାରଣ ତାର ସନଦେ ଇବନେ ଆବି ସାବରା' ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତି
ଇମାମ ଆହମଦ ଓ ଇବନେ ମାଇନେର ଉକ୍ତି ମତେ ହାଦୀସ ଜାଲକାରୀ ଛିଲ । (ସିଲସିଲାଯେ ଜୟିଫା : ୫
୧୫୪, ହାଦୀସ ନଂ-୨୧୩୨, ଜୟିଫା ସୁନାନ ଇବନେମାଜା : ୩-୧୦୫, ହାଦୀସ ନଂ-୧୪୦୭) ।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ تَعَالَى أَنْتَ مَوْلَانَا إِنَّا نَصْلُحُ لَكُم مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ
مَدَّ لِلَّهِ الظَّلَامَاتِ وَأَنْفَلَ الظَّلَامَاتِ وَسَلَامٌ عَلَى أَفْضَلِ الْبَرِياتِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ
مَعِينٌ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

ସମାପ୍ତ

كتاب الصيام

باليمنية البنغالية

تأليف

محمد اقبال كيلاني

شهر رمضان الذي نزل به القرآن

ترجمة: محمد هارون العزيزى الندوى